প্রখর কটাক্ষে নমিতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন ;—বেশ ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া !—বোধ হয়, জুতার শব্দ হইবার ভয়ে ! তিনি ও-দিকের মোড় হইতে এইরূপভাবে সন্তর্পণে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে, বোধ হয়, পঁয়তাল্লিশ হাত রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন ; এবং এখন রহিয়াছেন মাত্র দশহস্ত-ব্যবধানে !—কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার চলিবার কৌশল ! রাস্তার এ মোড়ে দণ্ডায়মান এই তিনটি প্রাণীর কেহই এতক্ষণ তাঁহার আগমন সংবাদটুকু আদৌ জানিতে পারে নাই !—এবং বোধ হয়, তিনি ঐ রূপে চলিতে চলিতে পাশে আসিয়া না উপস্থিত হইলে কেহ তাহা জানিতেও পারিত না, যদি সুশীলের দৃষ্টি-চাঞ্চল্য-ব্যাধিটুকু মাঝখানে না জুটিত !

নমিতার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র ক্ষণমধ্যে ডাক্তার জুতার 'ডগে' ভর দিয়া চলা ছাড়িয়া বেশ সহজ ভাবে গোড়ালিটা-শুদ্ধ মাটিতে পাতিলেন। তারপর ও-পক্ষের শিরোনমনে শিষ্টাচারটুকুর উত্তরে পরিপূর্ণ অবজ্ঞার সহিত নোটবুকের কোণ-দ্বারা ডান চোখের উপরস্থ টুপীর প্রান্তটুকু ঈষৎ ঠেলিয়া উঁচু করিয়া শিষ্টাচার জানাইলেন। মুখখানা আসন্ন-বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত অন্ধকার করিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, ব্যস্ত ও গম্ভীরভাবে টক্ টক্ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। নমিতার হাতের অবস্থাটা যে তিনি দূর হইতে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী না থাকিলেও, তিনি কিন্তু সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, অম্লান-বদনে, ঘাড় ফিরাইয়া—না দেখিতে পাওয়ার ভানে—যখন স্বচ্ছন্দে বিপন্নকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন অতিবড় নির্লজ্জও তাঁহার কাছে সাহায্য-প্রার্থনায় কুণ্ঠা-কাতর হইতে বাধ্য !.....নির্ব্বাক্ নমিতা অধোবদনে ক্ষত-মুখের শোণিত-নিঃসারণ দেখিতে লাগিল। পাছে সুশীল কি সুরসুন্দরের সহিত তাহার চোখোচোখী হইয়া যায়,—পাছে তাহাদের কোনরূপ অপ্রসন্ন মুখভাব চোখে ঠেকিয়া চক্ষুকে পীড়া দেয়, সেই ভয়ে নমিতা চোখ তুলিল না।

সুশীলের বাঙ্‌নির্গম হইল না ; কতকটা বিস্ময়ে—আর কতকটা ভয়ে ! পাছে সত্যের খাতিরে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করার ফলে, দিদির কাছে ভৎর্সিত হইতে হয়, সেইটুকু শঙ্কা ছিল !

শুধু চুপ্ রহিল না, সুর সুন্দর।—ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া, সে সাহায্য-সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হইয়া বিনা বাক্যে তাড়া-তাড়ি রুমালটি খুলিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিল !—এখন ডাক্তারকে ততোধিক নিঃশব্দে নিশ্চিন্তভাবে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া, সে প্রথমটা সত্যই স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল ! বাহিরের লোক নহে, অন্য কেহ নহে।—নমিতা মিত্র উঁহাদেরই অব্য-বহিত-নিম্নস্থানীয়া শুশ্রূষাকারিণী, সহকারিণী। —তাহার সহিত ব্যবহারেও কি ডাক্তার-বাবু, ব্যবসাদারী চালে চলিবেন ?—দুর্ব্বোধ্য-বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া সুরসুন্দর বলিল, "এ কি ! উনি চলে গেলেন ; কেন ?..... কই ! না, আপনার সঙ্গে ত ওঁর কিছু মনো-মালিন্য ঘটে নাই ! পাচকের কথা ?—না না, তাতো জানেন না ! তবে ?.....ওহো-হো, তবে বুঝি—?"

সহসা সংশয়ান্বিত তথ্য মনের মধ্যে তীব্র সত্যে নিষ্কাশিত হইয়া গেল। ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ ভাবে সুরসুন্দর বলিল, "তবে বুঝি, আমার জন্যে?—হাঁ, ঠিক, আমিই ত!—উনি যে আমার সঙ্গে কথা-পর্য্যন্ত ক'ন্ না।"

নমিতা নতশিরে চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া, সুরসুন্দর ম্লান হাসি হাসিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল ও আপন মনেই বলিল, "এমন দরকারী সাহায্যের সময়ও উনি বিমুখ হ'লেন, শুধু ছেলে-মানুষী রাগটুকু বড় করে? বড় পরিতাপের বিষয়! ছিঃ!"

এবার নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল। কণ্ঠস্বরে তীব্র জোর ঢালিয়া দৃঢ় পরিষ্কার স্বরে বলিল, "না 'ছি' বল্‌বেন না। এ যা হোল, 'ছি' বল্‌বার বাইরে! মূর্খের বুদ্ধিদোষ ক্ষমার্হ, কিন্তু শিক্ষিতের নয়। আমার এই তুচ্ছ সাহায্যটুকু না করার জন্য ওঁর ওপর আমি কিছুমাত্র রাগ রাখ্‌তে চাই নে; বরং ওঁর কাছে যে সাহায্য নিতে হোল না, এর জন্যে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ওঁর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর-প্রকৃতি বলুন্ দেখি! আমার সঙ্গে কিছুমাত্র শত্রুতা না থাকাতেও উনি যখন এ-রকম ব্যবহার কর্‌তে কুণ্ঠিত হলেন না, তখন যার সঙ্গে বাস্তবিকই কিছু মনান্তর ঘটেছে, সে যদি কোনও সময় সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়ায়,—তা হ'লে? তা হ'লে তখনও উনি এমনি ভাবে নিজের শিক্ষার মর্য্যাদা ভুলে, মানুষের কর্ত্তব্য ভুলে তার সম্বন্ধেও এমনি ব্যবহার কর্‌বেন!..... একে কি বল্‌বো? আত্মসম্মান-রক্ষা? না, দম্ভ অভিমানের অন্ধপূজা?"

জলন্ত লৌহের উপর হাতুড়ীর সজোর আঘাত বাজিলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইয়া উঠে, নমিতার ভিতর হইতেও কথাগুলা ঠিক্ তেমনই ভাবে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইল। —এবং যাহার উদ্দেশ্যে বলা হইল, তাহাকে না পাইয়া সেগুলা যেন লক্ষ্য ভিদ্দাইয়া, সবেগে ছুটিয়া আসিয়া সুরসুন্দরের মাথায় আঘাত করিল। সুরসুন্দর ঘাড় হেঁট করিয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা সজোরে বলিল, "না, আমি স্মিথের কাছেই চল্‌লুম। আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে না; আপ্‌নি হাস্‌পাতালে যান্। সুশীলকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।"

ঈষৎ হাসিয়া মুখ তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনি কি আমার ওপরেও অবিচার কর্‌তে চান্? করেন করুন; কিন্তু আমার 'ডিউটী'র সীমা 'হাঁস্‌পাতাল গ্রাউণ্ডে'র মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা আমি জানি। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন কোর্‌বো, বাধা দেবেন না।"

সুশীলের দিকে চাহিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সুরসুন্দর বলিল, "দাদা বাড়ী যাও, কিছু ভাব্‌না নেই; আমি এখনি দিদিকে সঙ্গে করে এনে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "না না, ও সঙ্গে আসুক্; না হলে বাড়ী গিয়ে গোলমাল করে এখনি সবাইকে ভাবিয়ে অস্থির কর্ব্বে। সঙ্গে থাক্‌লে, সে দায়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো—।"

সুরসুন্দর বলিল, "তবে এস সুশীল—।"

তিনজনে স্মিথের কুঠির দিকে দ্রুতপদে চলিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

কে তুই আমার ?

১

কে তুই আমার ?
কেমনে প্রকাশি ক'ব,
তুই যে আমার সব,
তুই যে আমার যাদু, কত সাধনার !
তুই সে দেবের স্মৃতি,
তুই মোর সুখ-প্রীতি,
স্বর্গ-মোক্ষ-ফল তুই কত তপস্যার !

২

কে তুই আমার ?
তুই যে সর্ব্বস্ব ধন,
তুই মোর প্রাণ মন,
সংসার-মরুভূ-মাঝে সুরভি মন্দার !
ক্ষণে না হেরিলে তোরে,
মরমেতে যাই মরে,
আঁধার নিরখি যাদু, এ বিশ্ব-সংসার !

৩

কে তুই আমার ?
অন্ধের নয়ন-মণি,
কাঙ্গালের রত্নখনি
নন্দনের পারিজাত, তুই রে আমার !
তুই হৃদয়ের যন্ত্র,
তুই মোর মূল মন্ত্র,
হৃদয়ী বীণায় তুই রাগিণী-মল্লার।

৪

কে তুই আমার ?
আঁধারে আলোক-ধারা,
তুই মোর ধ্রুবতারা,
তাপিত হৃদয়ে তুই শান্তি-সুধাধার।
বিধি যেন দয়া করে,
চিরায়ু করেন তোরে
সদা এই ভিক্ষা যাচি পদে বিধাতার।

৫

শুভ জন্ম দিনে তোর কি দিবরে আর ?
ধর শুভ আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক্ মন-সাধ
হৃদয়ে বহুক্ সদা শান্তি-পারাবার।
হে বিভো ! মঙ্গলময়,
অভাগী কাতরে কয়,
শুভাশিস্ শিরে সদা ঢাল বিরজার।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

আলোক—

এ ভগ্ন বীণায় কাহার রাগিণী
বাজিল মধুর তানে !
স্বরগের সুধা বরষা-ধারায়
জুড়ায়ে তাপিত প্রাণে !
আঁধার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ
আশার আলোক হেরি !
করুণার দান দিয়েছে এ দীনে
ওহে দয়াময় হরি !
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে লুটাই চরণে
নয়নে প্রেমাশ্রু-ধার !
আকিঞ্চনে দয়া বিতরিছ প্রভু
করুণা তব অপার !
ভগন কুটিরে নবীন আলোক
এনেছ হৃদয়-মণি !
মায়ের বাছনি, বাপের দুলাল,
ও মুখ মণির খনি !

মধুমাখা মুখে একটি চুম্বনে
হরিল প্রাণের ক্ষুধা,
অতৃপ্ত নয়নে মেটে না যে আশ
হেরিয়ে আলোক-সুধা!
মুনি-মনোনীত নন্দন-শোভিত
মোর হৃদয় আগার,
স্বরগ হইতে এল আচম্বিতে
নির্ম্মাল্য এ দেবতার!
থেক চিরদিন মায়ের অঙ্কেতে
উজল করিয়ে জ্যোতি,
তোরে জগদীশ মঙ্গল ধারায়
আশিস্ করুন্ নিতি!

শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী।

মার্কিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক দৃশ্য।

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমরা খুব কমই নিজেদের দেশের মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহার প্রথম কারণ এই যে, আমেরিকাতে যত স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, এদেশে তাহা তত নাই। যখন আমরা সেই স্বাধীন রাজ্যের "ডানা-কাটা" পরীদের সহিত "At-home", "Ball-dancing", "Peanut Banquet", "Epworth league" প্রভৃতিতে মিশিতাম, তখন সেই দেশের নারীরা অত্যন্ত মেশা-মিশি সত্ত্বেও তাঁহাদের সরলতা ও পবিত্রতাকে কিরূপে রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহাই আমাদের নিকট প্রথম আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি সামাজিক দৃশ্য পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট অগ্রে বর্ণনা করিয়া দেখাইতেছি।

আমেরিকার State University গুলি Co-educational অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নহে। সেখানে যুবক-যুবতী সকলেই সমান শিক্ষালাভ করেন, সকলেই একত্রে Lecture শুনিয়া থাকেন, একত্রে Laboratoryতে কাজ করেন, Oratorical বা debating contestতে পক্ষ গ্রহণ করেন। যখনই কোনও একটী "At-home of social night" হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্রদের অপেক্ষা কার্য্যে বেশী উদ্যোগিনী হ'ন্।

ক্যানেডায় থাকিতে (Toronto) টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের "At-home"এ কয়েকবার গিয়াছিলাম। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী dormitory (অর্থাৎ ছাত্র ও ছাত্রীদের বাসগৃহ)আছে;—একটী ছাত্রদের জন্য, আর একটী ছাত্রীদের জন্য। ছাত্রীদের dormitoryতে একটি প্রকাণ্ড Reception room (অর্থাৎ অভ্যর্থনা-গৃহ) আছে এবং কতকগুলি cosy corners (অর্থাৎ নির্জ্জনে বসিয়া গল্প করিবার স্থান) আছে। প্রত্যেক পাক্ষিক শুক্রবারে ছাত্রীরা ছাত্রদের "at-home"তে নিমন্ত্রণ করেন।

সে দিবস আমরা প্রায় ৩০০ছাত্র ঠিক রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে মেয়েদের dormitoryতে পৌঁছিয়া দেখি যে আমাদের কতিপয় ছাত্র বন্ধুরা সেখানে 'Introducing Committee' নামে এক একটী চিহ্ন বুকের উপর আঁটিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিতেছেন। আমরা কতিপয় ছাত্রীদিগকেও ঐরূপ চিহ্ন বুকে লাগাইতে দেখিয়াছি। সকলকে পরস্পরের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়াই ইঁহাদের কার্য্য।

আমরা Dormitoryর আর একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে, আমাদিগকে একখানি করিয়া ছোট খাতা ও পেন্সিল বিতরণ করা হইল। নিম্নে একখানি ছোট খাতার অবিকল নকল দেওয়া হইল :—

"AT-HOME.

Names Rendezvous

1. Orchestra Waltz—Take me out to the ball game.
2. "Tell her" Barry.
3. Orchestra Intermezzo—Red-wings.
4. "It was a lover and his lass."
5. Orchestra Two-step-society swing.
6. "When the heart is young"—Buck
7. Orchestra Waltz—My lady daughter.
8. "Since first time I met thee" Rubensread.
9. Orchestra selection—Apple Blossom.
10. "Oh, hush thee my baby" Sullivan.
11. Orchestra selection—Egyptian waltzes
12. "The Battle Eve"—Bonheur.

Information.

For concert numbers kindly assemble in the Gymnasium as promptly as possible, as the door will be closed five minutes after close of preceding promenade.

Refreshment in Dining Hall from 10 P.M.

Promenades 10 minutes.

Cars will be in waiting at close."

(অর্থাৎ সম্মিলিত সঙ্গীতের সময় কুস্তির আখড়াতে যত শীঘ্র পারেন সকলে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সমবেত হইবেন, যে-হেতু দরজা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বচ্ছন্দভ্রমণের পাঁচ মিনিট পরে বন্ধ করা হইবে। রাত্রি দশ-ঘটিকার সময়ে আহারের ঘরে জলযোগের আয়োজন করা থাকিবে। একটী মহিলাকে লইয়া দশ মিনিটের বেশী কেহ স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণাদি করিতে পারিবেন না। "At home"এর পরে ট্রাম-গাড়ী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে।)

যে সমস্ত ছাত্রীরা ছাত্রদের সহিত "অল্প-ক্ষণের জন্য বেড়াইতে ও গল্প করিতে চান," তাঁহাদের নাম খাতায় সহি করান হয় ও নির্দ্দিষ্ট মিলন-স্থানের কথাও লিখিতে হয়। ছাত্রেরাও তাঁহাদের নিজেদের খাতায় ছাত্রী-দের নামও সহি করাইয়া লন। এইরূপে ঐ খাতা সকলকে বিতরণ করা হইলে, একটী অধিকবয়স্কা মহিলা একটী শৃঙ্গ বাজান এবং তৎক্ষণাৎ প্রায় ৬০০ যুবক ও যুবতী পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য "হলে"র চারিদিকে ছুটাছুটী করেন। প্রত্যেক খাতায় অন্ততঃ ১২ জনের নাম সহি করা যাইতে পারে।

আমরা এমনও দেখিয়াছি যে, যে সমস্ত যুবক ও যুবতী অত্যন্ত লাজুক ও লজ্জাশীলা,

তাঁহারা তাঁহাদের খাতায়, হয়ত, দুই-তিন জন partner বা অংশীর নাম মাত্র সহি করাইয়া রাখিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ সে রাত্রে সে সময়ে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তাগুলি শুনিতে পাইতেন :—"মহিলাগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া ভিড় করিবেন না ;" "সরে চলুন, লজ্জা করিবেন না ;" "আপনি যাহার সহিত স্বচ্ছন্দে বেড়াইবেন ও আলাপ করিবেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন ?" "মিস্! আপনার কি বারটা নামই সহি হইয়াছে ?" "না ; আমার ৩নংটা এখনও খালি আছে।" ইত্যাদি।

দশ মিনিট অন্তর ঘণ্টা বাজান হইত, এবং তদনুসারে আমরা আমাদের partner বা অংশীর পরিবর্ত্তন করিতাম। এইরূপে যে যুবক ও যুবতী লাজুক নহে, তাহারা অনায়াসে বার জনের সহিত স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ ও আলাপ-পরিচয়ের আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা লাজুক তাঁহাদের সময়টা ভাল-রূপে কাটে না।

আমি যে রাত্রে প্রথম "at-home" এতে যাই, সে-রাত্রের গল্পটা একটু বলি। প্রথম রাত্রে আমি আমার স্বভাবানুসারে বড়ই লাজুক ছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঘন ঘন যাওয়া আসা করাতে আমার সে লজ্জা দূর হইয়াছিল। প্রথম "at-home"এর রাত্রে আমি কোনও ছাত্রীকেই আমার সহিত ভ্রমণ ও আলাপ করিতে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। আমার সমকক্ষবাসী (room-mate) দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আমি লাজুক বালকদিগের ন্যায় একস্থানে দাঁড়াইয়া আছি। তখন তিনি তাঁহার সঙ্গিনীকে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন :—"সিংহ! ব্যাপারটা কি ? তুমি কি একটিও মেয়ের সহিত আলাপ করিতে পারিলে না ?" আমি তদুত্তরে বলিলাম, "না ; তোমাকে ধন্যবাদ! কিন্তু এরূপ সমাজিক জীবন আমার কাছে নূতন লাগিতেছে। আমি কখনও আমাদের দেশে এভাবে মেয়েদের সহিত মিশিতে শিক্ষা পাই নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র আমার বন্ধুটি তাঁহার সঙ্গিনীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন :—"You take care of my lady, Sinha! I am going. If you don't treat her all right, I shall dump your bed to-night." (অর্থাৎ, "সিংহ! তুমি এই মহিলার যত্ন কর, আমি এখন যাইতেছি। যদি তুমি তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার না কর, আজ রাত্রে তোমাকে বিছানা হইতে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিব।) এই কথাতে আমরা আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন সেই নিম্নগণ্ড ও ক্ষীণমধ্যা যুবতী আর কোনওরূপ দ্বিধা না করিয়া তাঁহাদের প্রথানুসারে আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমার সহিত বেড়াইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমার অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "সিংহ! তুমি আমাদের মেয়েদের সহিত বেড়াও, ইহা আমরা পছন্দ করি না। আমরা যখন ভারতবর্ষে যাইব, তখন কি তোমাদের দেশের মেয়েরা আমাদের সহিত ঐরূপে বেড়াইবেন ?"

তারপর ঠিক্ যখন রাত্রি দশটা বাজে, তখন প্রত্যেক যুবক তাঁহার Partnerকে

সঙ্গে লইয়া খাইবার ঘরে কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য আসেন। সেই সময় ক্যানেডার চাকুরাণীরা পরিবেশনের জন্য খুব ব্যস্ত থাকে। জলযোগের পর সব ছাত্র ও ছাত্রী, অধ্যাপক এবং তাঁহাদের পত্নী,—সকলে, একজন পুরুষ ও আর একজন নারী, পরস্পরের হাত ধরিয়া কতিপয় circle বা বৃত্ত রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত গান গাহিয়া সে রাত্রের "at home"এর কাজ শেষ করেন ;—

"Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind ?
Should auld acquaintance be forgot,
And days of auld lang Syne ?"

* * *

এইবার পাঠকপাঠিকাগণকে ইলিনয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দৃশ্য দেখাইতে লইয়া চলি। আমরা ইলিনয় কৃষি-সমিতির সভ্য। আমরা বৎসরে চারিবার মাত্র Social nightএর আয়োজন করিতাম। আমরা ঐ চারি রাত্রে "House hold Science Club"এর সমস্ত মহিলাদের নিমন্ত্রণ করিতাম। উক্ত ক্লাবের সমস্ত মহিলাদের নামের তালিকা ও তাঁহাদের বাড়ীর ঠিকানা-লেখা কাগজ "Ag-club" (অর্থাৎ আমাদের ক্লাব) এর Social-night যেদিন হইবে সেই নির্দ্দিষ্ট দিনের ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের ক্লাবের সভ্যদের নিকট পাঠান হইত। ঐ তালিকা হইতে প্রত্যেক সভ্য যে কোন একটি মহিলাকে বাছিয়া লইবেন ; তাঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বে থাকুক বা না থাকুক। যিনি যাঁহাকে বাছিয়া লইবেন, সেই মহিলা সেই সভ্যের জন্য "reserved" বা নির্দ্দিষ্ট থাকিবেন। তারপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক সভ্যকে নিজের নিজের নির্ব্বাচিতা মহিলাকে ক্লাবে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে হইবে।

একদিন সন্ধ্যায় আমাকে একটী ঐরূপ অচেনা যুবতীকে ক্লাবের নিমন্ত্রণে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতে হইয়াছিল। তিনি বেশ নিঃসঙ্কোচে একাকী আমার সহিত বাটী হ'তে বাহির হইলেন। আমি তাঁহাকে ক্লাবে অতিযত্নের সহিত আহার করাইয়াছিলাম। আমরা ভারতবর্ষে কোনও মহিলাকে কি ঐরূপ করিয়া ক্লাবের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ তাঁহার বাটী হইতে আনিতে সাহস করিতে পারি !

একবার আমি আমেরিকার একটী ধর্ম্মপ্রচারকের স্ত্রীকে গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলাম :—"আমি আমেরিকাকে ভালবাসি। তাহার স্বাধীনতা অতিচমৎকার। কিন্তু আপনার মেয়েরা প্রত্যেক রাত্রে একাকী "অপেরা হাউসে," "কাকে" এবং অন্যান্য আমোদের স্থানে যান, আমি ইহা পছন্দ করি না। আপনি কেন ঐরূপ প্রশ্রয় দেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "যে-হেতু আমরা আমাদিগের কন্যাদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেইজন্য। যদি আমরা তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে তাহারা কখনও রক্ষকের সঙ্গ ছাড়া বাটীর বাহির হইবে না। এই বিষয়টী দুইদিক দিয়া দেখিতে হইবে। মিঃ সিংহ, মার্কিন মেয়ে মানুষ করিবার দুইটী উপায় আছে। আমরা আমেরিকান্ honour-systemকে বিশ্বাস করি ; এবং কার্য্যতঃ দেখিয়াছি যে, অধিকাংশ স্থলে ইহাতে ভাল

ফল ফলিয়াছে। আমি আশা করি, আপনি ভারতবর্ষে ফিরিলে এই প্রথা সেখানে প্রচলিত করাইতে চেষ্টা করিবেন। উক্ত মহিলাটীর উত্তর যুক্তিসঙ্গত কি?

Household Science ক্লাবের মহিলাগণও "ag-club"এর সমস্ত সভ্যগণকে চারিটী সান্ধ্য-সম্মিলনে" নিমন্ত্রণ করেন। এই নিমন্ত্রণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Women's Buildingএ হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা ভালরূপ তালিকা প্রস্তুত করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Women's Buildingএ প্রবেশ করিলে মহিলারা ছোট ছোট কাগজ আমাদের সকলকে বিতরণ করিলেন। ঐ সমস্ত কাগজে দেশের ও রাজ্যের নাম লেখা আছে। মহিলাগণও ঐরূপ ছোট ছোট কাগজ লইয়া থাকেন। তবে, তাঁহাদের কাগজে দেশের ও রাজ্যের রাজধানীর নাম লেখা থাকে। মনে করুন, আমি পুরুষ মানুষ সেইজন্য আমি "New York" লেখা এক টুকরা কাগজ পাইলাম। আমার যিনি Partner বা সঙ্গিনী হইবেন সেই মহিলাটির কাগজে New Yorkএর রাজধানী Albanyর নাম লেখা থাকিবে। ভূগোল পড়া না থাকিলে এইরূপ সান্ধ্য-সম্মিলনে আনন্দ উপভোগ করায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

এক্ষণে যে মহিলাটি "Albany"-লেখা কাগজ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অন্বেষণে আমাকে ভিড়ের মধ্যে ফিরিতে হইবে। ঐ মহিলাটীও ইতোমধ্যে "New York" লেখা কাগজ হাতে করিয়া যে পুরুষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অন্বেষণে ফিরিবেন। তারপরে আমি যখন আমার সঙ্গিনীকে খুঁজিয়া পাইব, তখন তিনি আমাকে 'laboratory of Kitchen', মেয়েদের ব্যায়ামের আকড়া প্রভৃতি স্থানে লইয়া ভ্রমণ করিবেন। ইতোমধ্যে 'হলে' Vocal Solo, Piano Solo বা কিছুর আবৃত্তি হইতে থাকিবে। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগের পর প্রত্যেক অভ্যাগত ব্যক্তি নিজের নিজের সঙ্গিনীকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে যাইবেন।

আমার আর একটি রাত্রের সামাজিক নিমন্ত্রণের কথা মনে আছে। ইহা ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Graduate School Club' এর সভ্যরা করিয়াছিলেন এবং ইহার সভ্য আমিও কিছুকাল ছিলাম। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের President (অর্থাৎ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের মত ব্যক্তি), Graduate Schoolএর সকল ছাত্র ও ছাত্রী এবং Graduate Schoolএর সমস্ত অধ্যাপক উহাতে নিমন্ত্রিত হ'ন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Women's Buildingতে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা দেখি যে, আট-দশটী মহিলা 'পিন্' ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Official blank cardগুলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রত্যেক অভ্যাগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক একটি কার্ড ও একটি পিন্ লইবেন এবং কার্ডের নিম্নলিখিত স্থানগুলি পূর্ণ করিবেন :—

"Name...

Name of your Alma Mater...

Name of your local College..."

এই সকল পূর্ণ করা হইলে কার্ডখানিকে কোটের বা জ্যাকেটের সামনের দিকে পিন্ দিয়া আট্‌কাইয়া রাখিতে হইবে। এরূপ

করার উদ্দেশ্য যে, আপনি বা আমি কে, তাহা কার্ড পড়িয়া বুঝিতে পারা যাইবে। এখানে কেহ কাহাকেও পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য নাই। এখানে নিজে নিজেই আলাপ-পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

আমরা ভিড়ের মধ্যে যাই এবং নিজ নিজ নাম বলি :—"Sinha is my name ; let me read your name.—Miss Mc Taggart. Is that the way you pronounce your name ?" তিনি বলিলেন, "Yes, sir ; glad to meet you." এইরূপে ছাত্র-ছাত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট পরিচিত হইয়া থাকেন।

তারপর Graduate School Clubএর কোনও না কোনও সভ্য কোনও না কোনও বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সর্ব্বশেষে জনতা নাচের ঘরের দিকে যাইবে। সেখানে একটি পুরুষ অধ্যাপক এবং তাঁহার একটি ছাত্রী, একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী, একটি স্ত্রীলোক ও অন্য স্ত্রীলোকের স্বামী যুগলনর্ত্তন আরম্ভ করিবেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক নাচের পর আনন্দ-ধ্বনি হইয়া থাকে, তাহার পর নিম্নলিখিত গানটি করিয়া সে রাত্রের কার্য্য শেষ করা হয় :—

"You meet her on the campus,
You meet her in the hall,
You meet her in the class-room,
At a lecture or a ball.
"She's numerous as to number,
She's varied as to name,
And yet where'er she may appear,
You know her just the same.
Chorous.
"O College Girl—the Girl of Illinois,
O College Girl, she's loyal and true
to the Orange and Blue.
O College, College Girl—the Girl of Illinois,
The witching spell she wields so well,
There's nothing can destroy.
O College, College, Girl, chockfull-of-knowledge Girl,
The fascinating, captivating Girl of Illinois.'

এক্ষণে আমি আমার পাঠকপাঠিকাগণকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?—এইরূপ সামাজিক দৃশ্য-সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন ? এইগুলি কি শিক্ষার অংশ নয় ? আপনারা কি মনে করেন যে, আমরা আমাদের চরিত্র কলুষিত করিয়াছি, যেহেতু ঐ সমস্ত মেয়েদের সহিত ঐরূপভাবে মিশিয়াছিলাম ? শেষ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি—"না, তাহা আদৌ নয়।" আমরা যে St. Petersburg, Gottingen, Cambridge, Tokyo, Peking, Harvard, Boston, Wisconson, Leland ও Standford প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, এইজন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে নানাবিধ ভাবোদ্দীপক যুবক ও যুবতীদের সহিত মিশিয়া ও নানাবিষয়ে আদান প্রদান করিয়া, আমার মনে হয়, আমরা একটু উদার হইয়া ও হৃদয়টীকে একটু বিস্তৃত করিয়া দেশে ফিরিয়াছি। এইরূপ মিলন শিক্ষাদায়ক এবং আনন্দজনক, ইহা আমার বিশ্বাস। অবশ্য, লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কেহ কেহ হয় তো বলিবেন যে, আমাদের মতগুলি শিষ্টজনোচিত নহে, কিন্তু আমি তাহা মনে করি না।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

তপস্যা।

(উপন্যাস)

(১)

কলিকাতার চোর-বাগানে একটী সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য হর্ম্ম্যের দ্বিতলস্থ কক্ষে বসিয়া অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ একখানি সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিলেন। কক্ষটী সুন্দর, সুপ্রশস্ত এবং আধুনিক প্রথায় সজ্জিত। কক্ষটী দর্শন করিলে গৃহস্বামীর রুচি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কক্ষতল বহুমূল্য 'কার্পেটে' মণ্ডিত, কক্ষগাত্র নানাবিধ সুন্দর ও সুবৃহৎ চিত্র-ফলকে শোভমান এবং মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য বৈদ্যুতিক আলোকাধার কক্ষের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি মর্ম্মর-প্রস্তরের বৃহৎ টেবিল। টেবিলের উপরে বিস্তর পুস্তক, 'অ্যালবাম্', মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি অস্থবিন্যস্তভাবে পড়িয়া ছিল। টেবিলের চতুঃপার্শ্বে স্প্রীংয়ের গদীযুক্ত কতকগুলি মূল্যবান্ কেদারা। অবিনাশবাবু একখানি কেদারায় বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। কতকগুলি ছোট ছোট বালক-বালিকা সেই কক্ষ-মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময় একজন অনিন্দ্য-সুন্দর-কান্তি যুবা কক্ষের দ্বারদেশে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র বালক সহাস্য আস্যে একটী বালিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলে লাবি, দামাই-বাবু এতে তে লে, দামাই-বাবু!"

বালিকা বলিল, "ধেৎ! দামাইবাবু বুঝি? জামাই বাবু!"

বালককে এইরূপ শিক্ষা দিয়া, একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, একরাশি কাল কোঁকড়া কেশের গুচ্ছ দুলাইয়া, গাল-ভরা হাসি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া যুবকের হস্তধারণ করিয়া বলিল, "দেখুন জামাইবাবু! খোকা জামাইবাবু-বল্‌তে পারে না;—দামাই বাবু বলে! ছেলে মানুষ কিনা!" সে এই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিল। অবিনাশবাবুকে সম্বোধন করিয়া বালিকা বলিল, "বাবা! জামাইবাবু এসেচেন।"

অবিনাশবাবু পাঠে নিযুক্ত চক্ষু না তুলিয়াই বলিলেন, "বোস।" যুবক সে আদেশ পালন করিলেন না; তিনি নির্ব্বাগ্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুবকের বদনমণ্ডল উদ্বেগপূর্ণ;—যেন কিছু ক্রোধব্যঞ্জক; এবং তাহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব প্রতীয়মান হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অবিনাশবাবু সংবাদ-পত্রখানি সরাইয়া রাখিয়া, চক্ষু হইতে চশ্‌মা-যোড়াটী খুলিয়া তাহা বস্ত্রাগ্রভাগ-দ্বারা মুছিতে মুছিতে যুবককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "কবে কল্‌কাতায় এলে?"

যুবক। আজই এসেছি।

অবিনাশবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হুঁ!" তাহার পর তিনি টেবিলের উপর হইতে একখানি পুস্তক লইয়া ক্রমান্বয়ে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। যুবক তদ্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন কি বলি বলি করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবিনাশবাবু এইরূপ

পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে "বাবুলাল" বলিয়া ডাকিবামাত্র, "জী" বলিয়া উত্তর দিয়া একজন হিন্দুস্থানী বালক ভৃত্য আসিয়া দর্শন দিল। অবিনাশবাবু বলিলেন, "যা বাড়ীতে বল্‌গে যা, জামাই বাবু এসেছেন।" "বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া ভৃত্য সেলাম ঠুকিয়া আদব-কায়দা জানাইয়া প্রস্থান করিল।

যুবকের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি দ্বারা একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া অবিনাশবাবু বলিলেন, "বোস না।"

এবারে যুবক বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করিলেন। বালক-বালিকাগণ তাহাদের ইচ্ছামত প্রশ্ন করিয়া যুবককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। যুবক তাহাদের কথার যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া তাহাদের কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন ও তাহার পর অবিনাশবাবুর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বিনয়-নম্র বচনে বলিলেন, "আমি ওদের আজ নিয়ে যেতে এসেছি।"

অবিনাশবাবু কাগজ পড়িতেছিলেন; মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "কা'দের?"

যুবক কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ বিনীতভাবে বলিলেন, "ওদের।"

অবিনাশবাবু এবার যুবকের দিকে চাহিলেন; চাহিয়া অবজ্ঞাভরে তিনি বলিলেন, "কা'কে?—লিলীকে?—সে দিন ত তোমার বাপ্‌ এসেছিলেন—। আমি ত বলে দিয়েছি এখন পাঠান হবে না।"

ক্রোধে যুবকের বদনমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল; তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন, "যখনই নিয়ে যাবার কথা হয়, তখনই আপনি বলেন, এখন পাঠান হবে না।' এটা আপনার উচিত নয়।"

অবিনাশবাবু একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার কি উচিত কি অনুচিত, তা তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি। আমার মেয়ে, আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন পাঠাব। কারোও হুকুম তামিল করতে আমি বাধ্য নই।"

যুবক আর ক্রোধ-সংবরণ করিতে সক্ষম হইলেন না; উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "হাঁ, মেয়ে আপনার বটে; কিন্তু মেয়ের যখন বিয়ে দিয়েছেন, তখন আর মেয়েতে আপনার কোনো অধিকার নেই। যখন আমরা নিতে আসবো, তখন অবশ্যই আপনি পাঠাতে বাধ্য।"

শ্বশুর-জামাতায় কথাটা অবশ্য ধীরে ধীরে হইতেছিল না। বহির্দ্দেশ হইতে গৃহিণী তাহার কতকটা শুনিতে পাইয়াছিলেন। দোক্তা-সংযুক্ত তাম্বুলের রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া অঞ্চলপ্রান্তে ওষ্ঠদ্বয় মুছিতে মুছিতে হেলিতে দুলিতে গৃহিণী তথায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়া তিনি অবিনাশবাবুকে বলিলেন, "কি, হয়েছে কি? অত চেঁচামেচি কিসের?"

অবিনাশবাবু শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "জামাই-বাবাজী লীলীকে নিয়ে যাবেন বলে আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করতে এসেছেন।"

যুবক বলিলেন, "ঝগ্‌ড়া করতে আসি নি। আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। নিয়ে যাব।"

অবিনাশবাবু সদর্পে টেবিলে এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমি কিছুতেই পাঠাব না।"

যুবকও ততোধিক উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাঠাতেই হবে ; নইলে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন ?"

অ। ঝক্‌মারি করেছিলুম্। তখন মনে করেছিলুম, তুমি একজন মানুষের মত হবে, তাই বিয়ে দিয়েছিলুম। তুমি যে এমন 'ফেল' মারবে,—ষাঁড়ের গোবর হবে,তা জান্‌লে কখনও তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতুম না! আগে আমার মেয়ে নিয়ে যাবার উপযুক্ত হও, তারপর তা'কে নিয়ে যাবার কথা ও মুখে এনো!

গৃহিণীও কর্ত্তার স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার মেয়ে সে পাড়াগাঁয়ে দেশে গিয়ে ঘর নিকুতে, বাসন মাজ্‌তে পারবে না।"

যুবক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন,—"হাঁ, আমি পাড়াগাঁর লোক বটে ; কিন্তু একদিন এরই পায়ে ধরে কন্যাদান করেছিলেন ; পাঁড়াগাঁর লোকের ঘর কর্‌তে হবে জেনেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।"

অবিনাশবাবুও তদ্রূপ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "অন্যায় করেছিলুম। বিয়ে যদি ফিরিয়ে নেবার হ'ত, ত এখন ফিরিয়ে নিতুম। কি আর বল্‌ব ?—যাও, আর মেলা বোকো না। এখন আমি লীলীকে কিছুতেই পাঠাবো না! তুমি যা কর্‌তে পার, কোরো।

"আচ্ছা বেশ! কিন্তু জান্‌বেন আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত! মেয়েকে সুখী কর্‌তে চেষ্টা কর্ব্বেন।" এই বলিয়া যুবক রাগে ফুলিয়া তিনটা হইয়া হন্ হন্ করিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যুবকের শেষ কথার উত্তরে অবিনাশবাবু বলিলেন, "সে ভাব্‌না, তোমায় ভাব্‌তে হবে না।" কিন্তু সে কথা যুবকের কর্ণগোচর হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। যুবক তখন কক্ষের বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

যুবক চলিয়া যাইলে গৃহিণী বলিলেন, "ছোঁড়ার তেজ দেখ্‌লে একবার! তোমার ওপর রাগ করে গোঁ ভরে ঠক্ ঠকিয়ে চলে গেল!"

অবিনাশবাবু চশ্‌মাটি চক্ষে পরিতে পরিতে বলিলেন, "ও তেজ কতক্ষণের জন্যে!"

যুবক যখন রাগে গন্‌গন্ করিয়া মস্‌মস্ করিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন সোপানের পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে একটি চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বালিকা একখানি কচি হাত বাড়াইয়া হাত-ছানি দিয়া ডাকিয়া বলিল, "শোন!"

যুবক মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়া দেখিলেন ; দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। অবিনাশবাবু ও গৃহিণীর রূঢ় বাক্যে তখন যুবকের অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। তিনি তখন হিতাহিত-বিবেচনায় শক্তিশূন্য। দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে তাঁহাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-রহিত করিয়াছিল। যুবক চলিয়া যান দেখিয়া বালিকা দ্রুত বাহির হইয়া যুবকের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া বলিল, "আমার মাথা খাও, যেও না ; শোন।" যুবক কিন্তু ফিরিয়াও চাহিলেন না। যুবকের উত্তরীয়খানি বালিকার হস্তেই রহিয়া গেল। তিনি অতি-দ্রুতভাবে সোপান অতিক্রম করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 650. October, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫০ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩২৪। অক্টোবর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

LIBRARY

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

লুকিয়ে কেন পাগল কর
ওগো আমার পাগল করা!
ধর্‌লে কেন পালিয়ে যাও,
ওগো আমার সকল-ধরা!
এই যে ছিলে, কোথায় গেলে,
এই যে আছ, এই যে নাই;
এই যে থামে বাঁশীর ধ্বনি,
এই যে আবার শুন্‌তে পাই।
এবার এলে ছাড়্‌ব না হে,
ধর্‌ব প্রাণে প্রাণের ধরা;
আবার গেলে সঙ্গ নিব,
ওগো আমার সকল-হরা।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আড়াঠেকা-তালের বোল্।

২ ৩
II ধা কেটে তাগ্ দিন্। ধা ধা ধিন্ ধিন্।
এ ছ ০ ০ ০ ন্দ ০ আ ০ ড়া ০ ০ ০

০ ১ ০
তা কেটে তাগ্ দিন্। ধা ধা তিন্ তিন্ II
নি তা ০ ০ ০ ত্ত ০ বে য়া ড়া ০ ০ ০

স্বরলিপি।

১ ২´ ৩ ০
{ সা ॥ রা মা মা -া । পমা পা -া মা । জ্ঞা । জ্ঞা পা । মজ্ঞা -া -া রা ।
লু কি য়ে কে • ন • পা • গ • • ল ক র • • ও

১ ২´ ৩ ০
। মা পধা ণা ধা । পা মা -া জ্ঞা । -া পা মজ্ঞা -া । রাঃ জ্ঞঃ সা । সা ।
গো আ • • মা র পা • • • গ ল • ক রা • ধ

১ ২´ ৩ ০
। রা রা রা রা । সরা -সমা -া জ্ঞা । -া রা সণা -া । ধ্া -া প্া সা ।
ব্ লে কে ন পা• •• • • • লি •য়ে• যা • ও ও

১ ২´ ৩ ০
। রা মা মা মা । পা -ধা -ধা -পা ।পা -র্সা পর্সর্রা র্সণা ।ধপা -মজ্ঞা রসা সা ॥
গো আ মা র স • • • • • ক•• •ল ধ • রা • • •"লু"

১ ২´ ৩ ০
{ মা ॥ মা ণা ধা ণা । ণা র্সা -া ণা । -র্সা র্সা র্সা -া । -া -া -া র্সা ।
এ ই যে ছি লে কো থা • • য় গে লে • • • • এ
এ বা র এ লে ছা ড় • • ব না হে • • • • ধ

১ ২´ ৩ ০
ণা র্সা র্রা র্সা । র্সা র্সা -া ণা । -া র্রা র্সণা -া । ধা পা -া । মা ।
ই যে আ ছ এ ই • যে • না • ই • • • • এ
ব্ ব প্রা ণে প্রা ণে • র • ধ • রা • • • • মা

১ ২´ ৩ ০
মা মা -া মা । পা মা -া জ্ঞা । জ্ঞা পা মজ্ঞা -া । রা সা -া সা ।
ঐ যে • থা মে বাঁ • শী র ধ্ব নি • • • • এ
বা র • গে লে স • ড় গ নি ব • • • • ও

১ ২´ ৩ ০
রা মা মা মা । পা -ধা -ধা -পা ।পা -র্সা পর্সর্রা র্সণা । -ধপা -মজ্ঞা -রসা সা ॥
ই যে আ বা র • • • শু নে • পা • • ই • • • • • • "লু"
গো আ মা র স • • • ক ল • হ • • রা • • • • • • "লু"

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাতে গঙ্গাস্নানান্তে পূজোপকরণ-হস্তে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। যাত্রিগণের অশ্রান্ত কোলাহল, ঘণ্টাধ্বনি, পাণ্ডাগণের আশ্বাস-বাণী, দোকানীর সোৎসুক আহ্বান, সাধুগণের মন্ত্রোচ্চারণের সমবেত স্বর চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতেছিল।

মন্দিরে প্রবেশ-কালে দ্বারে প্রচলিত প্রথানুসারে যৎকিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মা যেন কারাবন্দিনী। লৌহবেষ্টনীর মধ্য হইতে এক একজন মায়ের পবিত্র চরণ-যুগলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ক্ষুদ্রদ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, আবার একজন তাহার স্থল পূর্ণ করিতেছে! অভ্যন্তরে তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততা! নিরিবিলি বসিয়া একটু ভাবিবার সুযোগ ঘটে না। পাণ্ডার তাড়নায় হিন্দুতীর্থে কাহারও অবাধগতি নাই। যে উৎকোচ প্রদানে সমর্থ, তাহার ভাগ্যই সুপ্রসন্ন! ভীমদর্শন প্রহরিগণ আবার এই বেষ্টনীর দ্বারদেশেও বেশ দুই পয়সা আদায় করিয়া লইতেছে।

দেখিলাম, মায়ের মূর্ত্তি অত্যন্ত সুন্দর;—আয়তনেও সুবৃহৎ। একটী কর্পূরের প্রদীপ জ্বালিয়া মায়ের সৌন্দর্য্য দেখিলাম। লাবণ্যময়ী মায়ের পদযুগলে সর্ব্বক্ষণ পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। দিব্যালঙ্কার-ভূষিতা জ্যোতির্ম্ময়ী মায়ের নয়ন-যুগল হইতে করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছিল! পাণ্ডাজীর উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করিয়া মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম এবং চরণযুগল স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। আহা, পূজান্তে প্রাণে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম! পাণ্ডাজীকে পূজার মূল্যাদি ও যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদানে সন্তুষ্ট করিলাম। ইহাও ভাল। পাণ্ডার পরিতুষ্টি একটী অপূর্ব্ব ব্যাপার! তাহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে চাহে না; কিন্তু এস্থানে অন্যরূপ প্রত্যক্ষ করিলাম।

পূর্ব্ব রজনীর আহার স্মরণ করিয়া তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া 'ষ্টেসনা'ভিমুখে রওনা হইলাম। রাস্তায় সব অপরিচিত দৃশ্য! শরৎকালের সেই শুভ্র-নীরদখণ্ড-পরিশোভিত সুনীল আকাশ, কুমুদ-কহ্লার-শোভিত সেই সরোবর, হংস-কারণ্ডব-শোভিতা সেই দীর্ঘিকা, বিহগ-কূজিত ও পুষ্পিত সেই কুঞ্জ, অথবা প্রাবৃড়্-জল-প্লাবনে তরঙ্গায়িত শ্যামল প্রান্তর কিছুই নয়ন-গোচর হইল না। বঙ্গ-জননীর সেই স্নিগ্ধমধুর ভাব যেন এ-প্রদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ষ্টেশনের বিস্তীর্ণ বিশ্রামাগারে বহুসংখ্যক লোক বিশ্রাম করিতেছিল;—একটিও ভদ্রলোক বা বাঙ্গালী তথায় দেখিতে পাইলাম না; কেবল জীর্ণবস্ত্র পরিহিত বহুসংখ্যক অশিক্ষিত নরনারী! সকলের সঙ্গেই পথের সম্বল এক একটী বোচ্‌কা।

বেলা ১॥ টার সময় আমরা বিন্ধ্যাচল ছাড়িয়া এলাহাবাদে রওনা হইলাম। আমাদের প্রকোষ্ঠে দুইজন রেল-কর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহারা বেশ শিষ্ট ও বিনয়ী। ইংরেজী ভাষায় আমাদের সঙ্গে তাঁহারা কথোপকথন আরম্ভ

করিলেন। গাড়ী দ্রুতগতিতে চলিল। প্রখর-সৌরকর-তপ্ত বালুকারাশি গতিশীল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধ ঘূর্ণিত হইতেছিল, আর ক্ষণে ক্ষণে উন্মুক্ত গবাক্ষ-দ্বারে সঞ্চিত হইয়া দৃষ্টি প্রতিহত করিতেছিল। অগত্যা স্থান-পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যের একটী 'বেঞ্চে' গিয়া বসিলাম। চলন্ত গাড়ী হইতে বিন্ধ্যগিরির দৃশ্য অতিশয় মনোরম! যেন কোনও মহাপুরুষের অভ্যর্থনার জন্য বহুব্যয় ও বহু-পরিশ্রমে পত্র ও পুষ্প-স্তবকাচ্ছাদিত বহুসংখ্যক অত্যুচ্চ বৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে! সৌরকর প্রতিফলিত হওয়ায় পর্ব্বতগাত্র অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! অপর পার্শ্বে স্নিগ্ধ মধুর ছায়া বিরাজমানা; যেন দিবস-রজনী পাশাপাশি যুগপৎ বিদ্যমান। তাহার পর আবার সেই বৃক্ষলতাশূন্য বালুকা-ময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

আমরা প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যেই এলাহাবাদ-ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ষ্টেশনে বিচিত্র কোলাহল, আরোহিগণের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ গমনাগমন, অনাবশ্যক ব্যস্ততা, বাক্স-প্যাট্‌রার ছড়াছড়ি, ময়রার দোকানে ক্রেতার ভিড়, ঘোড়ার গাড়ী ও এক্কা গাড়ী ইত্যাদি দেখিয়া হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল! কি এক গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ শান্তিময় রাজ্য অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি! তথায় ব্যস্ততা নাই; গা ঢালিয়া বসিয়া থাক,—কোনও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার কারণ নাই!

তিন দিবস পূর্ব্বে এলাহাবাদের এক বন্ধুর নিকট আমার সম্ভাবিত আগমন জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এলাহাবাদে অবস্থান-কালে বন্ধুবরের সংসর্গে যে কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার আন্তরিক সৌজন্য ও উদারতার কথা মনে হইলে প্রাণ-মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া যায়!

এলাহাবাদ।

গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাহাবাদ-সহরটী অতিমনোহর। এ-স্থানের রাজপথে জনতা নাই, কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই;—যেন এস্থানে চিরশান্তি বিরাজমান। দূরে দূরে বৃহৎ অট্টালিকারাজি স্ব স্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! পুরোভাগে তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল প্রাঙ্গণ! মধ্যে মধ্যে পল্লবিত-শাখা-সমলঙ্কৃতা বিটপিশ্রেণী পুষ্প-ভারাবনম্রা হইয়া সৌন্দর্য্যসম্পদ্ বিকাশ করিতেছে। রাজ-পথের দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ নিম্ব-বৃক্ষ নিবিড়-পত্ররাশি-বিভূষিতা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সুশীতল-ছায়াদানে ক্লান্ত পথিকের শ্রমাপনোদন করিতেছে। এ স্থানের সরকারী বিদ্যালয় (কলেজ), বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, বিচারালয়, সকলই সুন্দর ও অতিসুকৌশলে নির্ম্মিত; যেন এক একটী রাজ-প্রাসাদ! চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত ময়দান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! স্থানের অভাব নাই; বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব নাই। সাধারণের ভ্রমণোদ্যান অতিবিস্তীর্ণ; মধ্যভাগে ভারতেশ্বরী স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তরমূর্ত্তি; চারিদিকে পুষ্পিত কুসুমোদ্যান। এ-স্থানে বসিয়া থাকিলে প্রাণের সমস্ত বেদনা, দেহের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়। সুপ্রশস্ত রাস্তা উদ্যানের মধ্য দিয়া সর্প-গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটি কুঞ্জ;—

কোথাও বা সারি সারি উন্নতশীর্ষ বৃক্ষরাজি ঘনসন্নিবিষ্ট।

পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছিলাম; এতাদৃশ বিচিত্র সঙ্গম কল্পনায়ও সম্ভবে না। গঙ্গা বেগবতী ও উদ্দাম এবং যমুনা ধীর, গম্ভীর ও প্রশান্ত। খরস্রোতাঃ গঙ্গার জল পঙ্কিল, আর উদার যমুনা স্বচ্ছ-সলিলা ও ঊর্ম্মিমালা-বিভূষিতা। তাহাতে সুনীল আকাশ প্রতিফলিত হওয়ায় পরমরমণীয়া শোভা! এ স্থানেও সেই পাণ্ডার উপদ্রব। দোকান সাজাইয়া তাহারা বসিয়া আছে; পরস্পরে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঘাটে যাইবামাত্রই সকলে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া একেবারে আগন্তুককে ব্যতিব্যস্ত করে। একখানি নৌকা-যোগে সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলাম। স্নানার্থীর সংখ্যা সর্ব্বদাই খুব বেশী। দরিদ্রবালকগণ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গঙ্গায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটি পয়সা নিক্ষেপ করিবামাত্র স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তাহারা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতেছে। তাহাদের অধ্যবসায় সমধিক প্রশংসনীয়। সঙ্গমস্থলের উপকণ্ঠে একটী বালুকাময় বিস্তীর্ণ সমভূমি; তথায় কুম্ভমেলার অধিবেশন হইয়া থাকে।

গঙ্গার তীরে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। জটাজুটধারী একজন সন্ন্যাসী কণ্টক-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, তিনি বহুকাল ধরিয়া এ-স্থানে কঠোর-তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত।

অদূরে মহাত্মা আকবরের নির্ম্মিত সুদৃঢ় এলাহাবাদ-দুর্গ। স্নানান্তে দুর্গাভ্যন্তরস্থ অক্ষয়বট দেখিতে গিয়াছিলাম। দুর্গদ্বারের অনতিদূরবর্ত্তিনী সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একটী অন্ধকারময় গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। পুনঃ পুনঃ দীপ-শলাকা প্রজ্বলিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। গন্তব্য-পথের উভয় পার্শ্বে অগণিত প্রস্তরময় দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। বহুনিম্নে অক্ষয়বট। গহ্বরাভ্যন্তরে কদাপি সৌরকর বা বায়ু প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। এই অক্ষয়বট দর্শনের জন্য বহুদূর হইতে প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী দুর্গদ্বারে সমবেত হইতেছে! কিংবদন্তী আছে, এই অক্ষয়বট প্রদক্ষিণান্তে তন্নিকটবর্ত্তী কাম্যকূপে যে যে-কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, পরজন্মে তাহার সেই কাম্যবস্তু লাভ হইবে। বনগমন-সময়ে সীতাদেবী এই অক্ষয়বট প্রদক্ষিণ করিয়া রাজ্ঞী কৌশল্যার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন। কাম্যকূপের কোনও রূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। অক্ষয়বট জীর্ণ শীর্ণ বহুপ্রাচীন শাখা-সমন্বিত বটবৃক্ষ নহে। ইহা নাতিদীর্ঘ নাতিবৃহৎ দুইটী কাণ্ডমাত্র; কাণ্ডের শাখা নাই, উপশাখা নাই, পল্লব নাই। কাণ্ড দুইটী সম্পূর্ণ সজীব ও তাহাদের গাত্রের ত্বক্ কোমল ও মসৃণ। পাণ্ডাগণ স্বার্থ লাভের আশায় কাণ্ডগাত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখে। গহ্বরাভ্যন্তরে সর্ব্বদা অন্ধকার; দেখিবার সুবিধার জন্য কোনও প্রকার আলোকের বন্দোবস্ত নাই। কাণ্ডদ্বয়ের অগ্রভাগ যেন কর্ত্তিত। প্রত্যেক কাণ্ডের পরিধি অনুমান তিন ফিটের অধিক হইবে না; এবং উচ্চতা আট ফিটের অধিক হইবে না। এ ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। জানি না,

এই সার্থকনামা পবিত্র বৃক্ষ কোন্ অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে অতীতের পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া এতাদৃশ অভিনব মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যধামে বিরাজ করিতেছেন।

গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অদূরেই সুরক্ষিত অশোকস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে অদ্যাপি পালি-ভাষায় লিখিত অনুশাসনপত্র সুস্পষ্ট রহিয়াছে। মসৃণ স্তম্ভটী সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছিল; যেন বহুমূল্য-মণিমুক্ত'-খচিত একটী আধুনিক মন্দির। মগধরাজ অশোক দুই-সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; তাহার পর কালচক্রে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু এই সুদৃঢ় স্তম্ভ অক্ষুণ্ণভাবে স্থাপয়িতার কীর্ত্তি-গরিমা গাহিয়া আসিতেছে! ইহা প্রাচীন-ভারতের স্থপতি-বিদ্যার একটী উজ্জ্বল নিদর্শন।

বিস্তীর্ণ স্থানটী বহির্জগতের সঙ্গে সমুদয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নিতান্ত সংযতভাবে আত্ম-গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। মহাত্মা জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের স্মৃতি-রক্ষার্থ যে অনুপম সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, বহু অর্থ ব্যয়ে স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে শ্রম ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন রাখিয়াছেন, তাহা কল্পনাতীত!—সমাধি-মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য্য-মহিমা বিস্ময়কর। খসরুর সমাধির অদূরেই তাঁহার মাতৃদেবীর সমাধিস্থান। স্নেহময়ী জননী অপত্য-স্নেহ বিস্মৃত হইতে অক্ষম হইয়াই, বুঝি, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া চির-নিদ্রায় অভিভূতা! কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু এ নিদ্রার আর অবসান নাই! স্থানটীর গাম্ভীর্য্য এবং মন্দির-দ্বয়ের বিশাল অবয়ব পরোক্ষে মহাত্মা সেলিমের হৃদয়ের গভীরতার

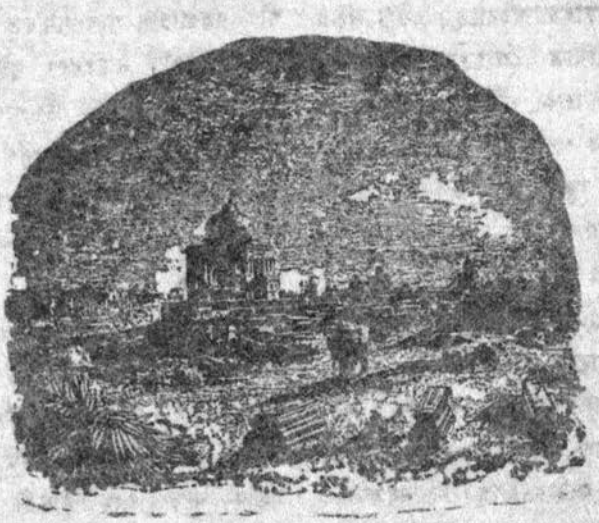

খসরু বাগ্।

রেলষ্টেশনের সমীপে সহরের প্রান্তভাগে খসরুবাগ্। দুর্ভেদ্য-প্রস্তরপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত পরিচয় দিতেছিল। বিস্তীর্ণ বাগের মধ্যে মধ্যে তাৎকালীন স্থবির জীর্ণ-শীর্ণ বিটপি-

শ্রেণী দর্শকের মনে অতীতের পুণ্যস্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে। আর স্থানে স্থানে আধুনিক-রুচিসম্পৃক্ত সযত্ন-পোষিত অর্কেড, ক্রোটন প্রভৃতি তরুরাজি অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অলঙ্ঘ্য সীমান্ত-রেখা স্পষ্টতর করিয়া দিতেছে। অতীত ম্লান হইয়া চলিয়া পড়িতেছে, আর বর্ত্তমান খুব সুস্পষ্ট কিন্তু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। বহুদিন হয়, মোগল-গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। কালের অবিশ্রান্ত গতিতে কীর্ত্তি-কাহিনী সব লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, মহাত্মা জাহাঙ্গীর পত্নীপ্রেম ও অপত্য-স্নেহের জলন্ত আদর্শকে অতিসযতনে দুর্ভেদ্য প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালের মাহাত্ম্যে ইহাদের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী।

এলাহাবাদে যে কয়দিন অবস্থান করিয়াছিলাম তাহা বড়ই সুখের প্রবাস। নিত্য নূতন ভোজনের আড়ম্বর; ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত; গল্প তামাসায় সঙ্গীর অভাব নাই; সবই যেন আপন! হঠাৎ মনে হইল, এত আরামে তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কঠোরতার মধ্য দিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাই স্থায়ী। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উপাসনা।

নিশান্তে দিনান্তে শুধু নহে ভগবান্!
আমি চাহি প্রতিক্ষণে মোর সারা প্রাণ
তোমারি চরণপ্রান্তে একান্তে বসিয়া
পীযূষ-সাগর মাঝে রহুক্ ডুবিয়া,
নিরখি তোমার ওই করুণা-কোমল
প্রশান্ত আনন পানে! হৃদি-শতদল
ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে মধু-গন্ধ-রূপে
তোমারি মাধুরী শুধু প্রতি-মর্ম্মকূপে
অতর্কিতে লভি নাথ, তোমারি ধরায়
আনন্দে গৌরবে কিবা অর্চ্চিতে তোমায়
উঠিবে গো বিকশিয়া! প্রতিক্ষণ মম
এমনি করিয়া নিত্য সত্য প্রিয়তম!
পূর্ণ হবে ধন্য হবে তোমারি সত্তায়
জন্ম-জন্মান্তের লাগি ভুলি আপনায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৭)

নমিতা দ্রুতপদে সকলের আগে চলিতে লাগিল। যন্ত্রণায় উৎকণ্ঠায় তাহার সমস্ত মুখখানা ক্লিষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তার উপর অত্যন্ত বেগে চলার জন্য চর্ম্মবিদ্ধ ক্ষতটা নাড়াচাড়া পাইয়া ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু সহিষ্ণু নমিতার ধৈর্য্যের মাত্রাটা চিরদিনই সাধারণ সীমার ঊর্দ্ধে।—সুদৃঢ়-কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের কঠিন ও বক্র রেখায় নীরব আত্মদমন-চেষ্টার

উৎকট আবেগ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহার আচরণে এতটুকুও ক্লান্তি বা কাতরতার চিহ্ন ছিল না। সে যেন নিতান্তই অবহেলার সহিত আপনাকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল! রাস্তার লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার হাতের দিকে ও মুখের পানে চাহিতেছিল, কিন্তু নমিতার কোন দিকেই দৃক্‌পাত ছিল না।

নমিতার চরণগতি অত্যন্তই প্রখর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া সুরসুন্দর নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আস্তে ম্যাডাম্, আস্তে;—অত তাড়াতাড়ি চল্‌বেন না; বেশী রক্ত পড়্‌বে, আপ্‌নার আরো কষ্ট হবে!—"

"কষ্ট!—" বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ নমিতা ব্যাকুলভাবে বলিল, "বাস্তবিকই বড় কষ্ট হচ্ছে! এক ত নিজের সময় নষ্ট হোল, তার উপর আপ্‌নাকে শুদ্ধ নিতান্ত অন্যায় ভাবে জব্দ কর্‌ছি।...শুনুন্; কিছু মনে কর্‌বেন না; আমার অনুরোধটি রাখুন; আপনি হাঁসপাতাল যান। সবাই মিলে কামাই কর্‌লে সেখানেও যে কাজের গোলযোগ হবে।..... না না, আপনি যান।"

সুরসুন্দর হাসিল। সুপ্তোত্থিত মানুষ যেমন করিয়া ঘুম চোখ্ রগ্‌ড়াইয়া দৃষ্টি পরিষ্কার করে, সুরসুন্দরও তেমনি ভাবে চোখ্ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে শান্ত হাস্যরঞ্জিত বদনে বলিল, "নিতান্ত ছেলেমানুষের কথা! লোকের অভাবে সেখানকার কাজ অচল হবে না, তবে কিছু অসুবিধে.....। তা আর কি করা যাবে? ওরা যা হোক্ করে চালিয়ে নেবে। কম্পাউণ্ডাররা তেমন লোক নয়। বিশেষ আমার জন্যে.....।"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "কিন্তু উপর-ওয়ালারা?—না না, কেন আর আমার জন্যে অনর্থক মিছে অপমানিত হবেন? আপ্‌নি জান্‌ছেন না, সে আমার বড় মনস্তাপ হবে! —আপনাকে অনুনয় করি—।"

ধীর গম্ভীর ভাবে সুরসুন্দর বলিল, "আপনাকে স্বিধেয় কুঠিতে না পৌঁছে দিয়ে আমি কোথাও যেতে পার্ব্বো না। ক্ষমা কর্‌বেন্।"

সে স্বর তর্কের নয়, প্রতিবাদের নয়, শুধু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার! নমিতা ফাঁফরে পড়িল। অন্য দিন হইলে, সে এইখানেই থামিয়া যাইত, কিন্তু আজ তাহার সেই স্বাভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য্যটুকু আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। উৎক্ষিপ্ত মনের তিক্তবিস্বাদ জ্বালা সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সহসা অস্বাভাবিক স্বরের সহিত সে কলহের সুরে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নার সাহায্য কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে সাহায্য গ্রহণের অধিকার আমার আছে কি না...।" কথাটা নমিতা শেষ করিতে পারিল না; নিজের কণ্ঠের স্বর নিজের কানেই অত্যন্ত বিকট উগ্র ঠেকিল; থতমত খাইয়া হঠাৎ থামিয়া মূঢ়ের মত নিরর্থক দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষণেক নীরব রহিল, এবং তারপর নম্রভাবে বলিল, "সাহায্যের যা দরকার ছিল, তা পেয়েছি; আর কেন কষ্ট কর্‌বেন?"

সুরসুন্দর কিছু বলিল না; নিঃশব্দে আহত করুণ দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে ক্ষুব্ধ মনস্তাপব্যঞ্জক ক্ষীণ

হাসি হাসিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপ্‌নিও তাই মনে করেন?—শুধু ছিবলেমী করে বাহাদুরী দেখাতেই আমি সুযোগ খুঁজে বেড়াই? ভাল, আমি অকাতরে সব সয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, আপনারা যেমা পারেন, মনে করুন্। এখন, কেন আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন? চলুন্ শিবের কুঠিতে—।"

নমিতার মতামত জানিবার জন্য এতটুকুও অপেক্ষা না করিয়া সুরসুন্দর এবার নিজেই অগ্রসর হইল। হতবুদ্ধি নমিতা তীব্রলজ্জার সহিত একটা নিষ্ঠুর বেদনা অনুভব করিল; নিজের উপর রাগের চেয়ে ঘৃণাটাই বেশী জাগিয়া উঠিল। ছিঃ! যেখানে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় সসম্মানে মাথা নোয়াইয়া চলা উচিত, সেখানে সে কি না নির্দ্দয় ঔদ্ধত্যে ধার্ষ্টিকতা প্রকাশ করিয়াছে? কি বুদ্ধির ভুল!..

অনুতপ্তা নমিতা অস্ফুট স্বরে হেঁট-মুখে বলিল, "দেখুন, আমি বড় অন্যায় করেছি; কিছু মনে করবেন না। সংসারে নানা-রকম লোকের নানা অসদ্ব্যবহারে অনেক সময় শান্তসহিষ্ণু মানুষের মনের মধ্যে বিক্ষিপ্তির গোলমাল বেধে যায়। আমারও তাই সেই দুরবস্থা হয়েছে.....। আপ্‌নার কাছে ক্ষমা চাইছি; কি বল্‌তে কি বলেছি!"

সুরসুন্দর চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া চাহিল; বিস্মিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কই? আপনি ত এমন কিছু বলেন নি। না না, ওতে মনে করবার কিছু নাই। তবে আমার একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল। বোধ হোল, আপনি একটু বিরক্ত হয়েছেন। তাই জন্যে?...না, ম্যাডাম না, সে আমারই বোঝ্‌বার ভুল। আপ্‌নি কিছু মনে কর্‌বেন না—দেখুন—।"

দৃঢ়স্বরে পুনরায় সুরসুন্দর বলিল," দেখুন আপ্‌নাকে আর কেউ চিনুক্ আর না চিনুক্, আমি চিনেছি। আপনার সম্বন্ধে কোন দ্বিধা আমি মনে স্থান দিতে পার্‌ব না, এটা নিশ্চয় জান্‌বেন।" এই বলিয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল।

একমুহূর্ত্তে নমিতার মনের সমস্ত জটিলতা পরিষ্কার হইয়া গেল। পিছন পানে চাহিয়া ডান হাত বাড়াইয়া দিয়া প্রসন্নমুখে সে বলিল, "ওরে সুশীল, পাশে আয়।"

সুশীল তখন বিস্ময়ে উৎসুক দৃষ্টিতে বাঁ-দিকের গলির দিকে চাহিতে চাহিতে অত্যন্ত মন্থর গমনে আসিতেছিল। নমিতার আহ্বান শুনিয়া সে ভীতভাবে গলির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল, "ঐ যে উনি ওখানে—।"

চকিত নয়নে গলির দিকে চাহিয়া বিস্ময়-মিশ্রিত বিরক্তি-ঘৃণার সহিত নমিতা বলিল, "ডাক্তার মিত্র?"

সুরসুন্দর কথা কহিতে কহিতে সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে গলির সীমা এড়াইয়া গিয়াছিল; এইবার নমিতার কথায় চমকিয়া পিছু হটিয়া ঝুঁকিয়া গলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, একটা বাড়ীর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঁচু চৌকাটের উপর পা তুলিয়া, জানুর উপর হাতের ভর রাখিয়া, সামনে ঝুঁকিয়া ডাক্তার মিত্র গভীর মনোযোগের সহিত নোট বুকের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে আড়চোখে

তাহাদের দিকে চাহিতেছেন। গলির মধ্যে দ্বিতীয় প্রাণী কেহ নাই।

তিনি কি উদ্দেশ্যে এমন সময় ওখানে ওরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া 'নোটবুক' লইয়া খেলা করিতে করিতে কোন্ বস্তুর উপর যে গুপ্ত লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎবেগে নমিতা ও সুরসুন্দরের মনের উপর ঝলসিয়া গেল। সুরসুন্দর সরিয়া দাঁড়াইল; অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সযত্নে একটা উচ্ছ্বসিত বেদনা-ভরা নিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া, শুষ্ক ম্লান মুখে বলিল, "আসুন! আর কেন?—"

নমিতা কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না। কে যেন সুদৃঢ় নিষ্পেষণে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছিল। আরক্ত মুখে আত্মদমন করিয়া নিঃশব্দে পা বাড়াইয়া সে অগ্রসর হইল। খানিক পরে তীব্র আক্ষেপ-সূচক কণ্ঠে সে বলিল, "মানুষের মাথার গড়ন যতই প্রশস্ত বুদ্ধির পরিচায়ক, সুশ্রী ও সুন্দর হোক্, কিন্তু তার হৃদয়ের গঠন যদি সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার পরিচায়ক কুৎসিত হয়, তবে সে হাত-পায়ের খাটুনীর জোরে যত বড়ই 'বীর' হোক্, আসলে কিন্তু মনুষ্য নামের যোগ্য কখনই নয়, তা হ'তেই পারে না!"

দুঃশীল পুত্রের আচরণে মর্ম্মাহত পিতার ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে যেরূপ বিষণ্ণ করুণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে, সুরসুন্দরের নয়নেও ঠিক্ সেই ভাব ফুটিয়া উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "একটা পাগলের পাগ্‌লামীর দিকে হরদম চোখ রেখে বসে থাক্‌লে, অতি-বড় সুস্থ মানুষেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। কেন ও-সব তুচ্ছ ব্যাপারে চোখ্ দিয়ে মানসিক অশান্তির সৃষ্টি কর্‌ছেন?.....যার যা খুশী বলুন বা করুন্; আমি আমার লক্ষ্য ভুল্‌ব না; এইটেই মানুষের উচিত দৃঢ়তা, এইটের উপর নির্ভর রেখে আমরা নীরব সংযমে কর্ত্তব্য পালন করে যাব। ফলাফলের মালিক তিনি! হোঁচোট ধাক্কা সে চলবার পথে অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলে ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে নিরাপদ্ হতে পারি নে, কিংবা স্পর্শ-ভীরু 'কেন্নো'র মত আপনাকে গুটিয়ে, আড়ষ্ট নির্জ্জীবভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে একপাশে শুয়ে থাক্‌তে পারি নে!—আমরা মানুষ, আমাদের সংসারে ঢের কাজ আছে; আপদ-বিপদের সঙ্গে আক্‌সার যুঝে চলা'র নামই আমাদের জীবন-গতি। এর মধ্যে আলস্যের স্থান নেই, অবসন্নতার স্থান নেই। তা হ'লেই দুনিয়ার মধ্যে টেকে থাকা দায়।... চলুন।" সুরসুন্দর পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে নমিতাকে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে ইঙ্গিত করিল।

সঙ্কেত-চালিত কলের পুতুলের মত নমিতা নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। সুশীল তাহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। সমস্ত পথ কেহ কোনও কথা কহিল না। সুশীল ব্যাপার কিছু ভাল না বুঝিতে পারিলেও, কোন একটা অপ্রীতিকর রহস্য-সংসৃষ্ট গূঢ় অপমানের আঘাত স্পষ্টই বুঝিল; ভ্যাবাচাকা খাইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। দিদিকে সহজে ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় না; সুতরাং, আজিকার এই উত্তেজনাটা তাহার কাছে অত্যন্তই ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতেছিল।

শীঘ্রই তাহারা স্মিথের কুঠিতে আসিয়া পৌঁছিল। স্মিথ্ সেইমাত্র একটা 'কল' হইতে আসিয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাহাদের সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে আসিয়া তিনি তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নমিতার হাতের অবস্থা দেখিয়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ক্রুশ-বিভ্রাটের সব বিবরণ জানিয়া লইয়া, অসাবধানতার জন্য একটু স্নেহ-কোমল ভৎর্সনা করিয়া, তখনই মিসেস্ স্মিথ্ বেহারাকে ডাকিয়া, তাহাকে গরম জল আনিতে বলিলেন। তিনি সুরসুন্দরকে বলিলেন, "তেওয়ারী, ভাগ্যিশ, রাস্তায় তোমায় পাওয়া গিয়েছিল! বুদ্ধি করে এখান পর্য্যন্ত এসে তুমি ভালই করেছ; বুঝ্-তেই পার্‌ছ, একটু সাহায্যের দরকার হবে। তোমরা বস, আমি 'পকেট কেস'টা নিয়ে আসি।.....হাঁ, ছোট মিত্রও এসে পড়েছ, বটে! এস এস, আমার কুকুরছানাগুলোর খবরটা একবার জেনে আস্‌বে চল।"

সুশীল দুশ্চিন্তা-গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আগে দিদির হাতটা—!"

স্মিথ্ নমিতার মুখপানে অর্থসূচক কটাক্ষ-পাত করিয়া হাসিলেন। নমিতা বুঝিল, তাহার 'হাতটার' জন্যই স্নেহময়ী স্মিথ্ বালক সুশীলকে এখান হইতে সরাইতে ইচ্ছুক। তৎক্ষণাৎ নমিতা আদর করিয়া সুশীলের পিঠে হাত দিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল, "যা না, ভাই! কুকুরগুলো দেখে আয়। উনি বল্‌ছেন.....।"

স্মিথ্ ব্যগ্রতার সহিত সুশীলের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন, এবং খুব আগ্রহের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে, সুশীলের হাতে কয়দিন বিস্কুট খাইতে না পাইয়া, তাঁহার কুকুরগুলা অত্যন্ত মনমরা হইয়া রহিয়াছে। সকলের চেয়ে ছোট বাচ্চাটি প্রতিদিন বৈকালে সুশীলের জন্য কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিয়া হাট বসায়। অন্যান্য সকলেও তাহার বিরহে অত্যন্ত কাতর।.....সুতরাং, আজ সুশীলকে দেখিতে পাইলে তাহারা নিশ্চয়ই খুব স্ফূর্ত্তি-প্রফুল্ল হইবে। ইত্যাদি।

ছেলে ভুলাইবার জন্য ছেলেমানুষের মত স্মিথ্-মহোদয়াকে এমন সরস-বাক্য-বিন্যাস-কৌশল প্রায়ই ব্যবহার করিতে হয়। এত দুঃখেও নমিতার বেশ একটু স্নিগ্ধ কৌতুক বোধ হইল। সে মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সুরসুন্দর চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে গম্ভীরমুখে তাহাদের গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে, গরম জল লইয়া বেহারার সহিত স্মিথ্ ঘরে ঢুকিলেন। এবার তাহার মুখভাব অত্যন্ত বিরক্তি-গম্ভীর। নমিতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইল; কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

ছুরির ফলা খুলিয়া আলোর কাছে পরীক্ষা করিতে করিতে স্মিথ্ যেন জোর করিয়া মুখে একটু প্রসন্ন হাসি ফুটাইয়া পরিহাস-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "আঃ, আমার এই স্নেহাস্পদ চঞ্চল শিশুগুলির হাত-পা কি দুরন্ত দেখ ত! সুন্দর, আমার মাথা খুঁড়্‌তে ইচ্ছা হয়! সে-দিন সমুদ্র প্রসাদ কম্পাউণ্ডার হাসপাতালে কোনও সহযোগীর সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে স্ফূর্ত্তির ঝোঁকে একটা বার আউন্স শিশি ভেঙ্গে, প্রকাণ্ড কাঁচ হাতের তালুতে বিঁধে এসে হাজির! রক্তারক্তি

কাণ্ড! আবার আজ এঁর দেখ! ভুঁচালো লোহার ক্রুশটার ওপর এমন উৎকট মমতা যে, ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে সেটাকে হাতের মধ্যে জুড়ে, তবে নিশ্চিন্দ। .....নমি, মনটা একটু শক্ত কর। সুন্দর, হাতটা চেপে ধর, যেন নড়ে না, দেখো—।"

স্মিথ্ ছুরি হাতে লইয়া অগ্রসর হইলেন। নমিতা ডান কাঁধের উপর মুখ ফিরাইয়া চক্ষু বুজিল। সুরসুন্দর পাশে দাঁড়াইয়া স্মিথের নির্দ্দেশ অনুসারে হাতটা শক্ত করিয়া জোরে চাপিয়া ধরিল। স্মিথ কর্ কর্-শব্দে কাঁচা মাংস কাটিয়া ক্রুশটা তুলিয়া ফেলিয়া, ক্ষিপ্র ও লঘু হস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। নমিতার সর্ব্বাঙ্গে যেন কালঘাম ছুটিতেছিল। যন্ত্রণায় আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; অতিকষ্টে সে সংযত হইয়া রহিল।

স্মিথ্ ক্রুশটা পরিষ্কার করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার অসাবধানতার দণ্ডস্বরূপ এই ক্রুশটি তোমার হাত থেকে চিরদিনের জন্য কেড়ে নেওয়া আমার উচিত। কি বল নমি?"

নমিতা একটু হাসিল। সুরসুন্দর হাত ধুইয়া আসিয়া স্মিথ্কে বলিল, "আমি তা হ'লে এবার যেতে পারি? হাসপাতালে অনেক কাজ রয়েছে।"

নমিতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকেও যেতে হবে—।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া স্মিথ্ বলিলেন, "তুমি—? তুমি যাবে কি? তোমার হাতে ক্ষত।"

নমিতা সবিনয়ে বলিল, "আমার ডিউটীর জন্য—।"

স্মিথ্ বলিলেন, "সে অপরে করবে; আমি বুঝ্‌বো!—তুমি স্মরণ রেখো, তুমি এখন আমার চিকিৎসাধীন রোগী! আমার অনুমতি অনুসারে তোমায় চল্‌তে হবে। তোমার হাতের এমন ক্ষত নিয়ে, আমি এখন রাত দিন তোমায় রোগিনিবাসের কাজে যেতে দিতে পার্ব্বো না!—"

নমিতা বিপন্নভাবে বলিল, "তবু একবার নিজে গিয়ে জানিয়ে আসা উচিত নয় কি?"

স্মিথ্ বলিলেন, "তুমি এই সোফায় চুপ করে শুয়ে থাক। আমি হাসপাতাল যাচ্ছি; সব ব্যবস্থা ঠিক্ করে আস্‌বো। আর সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা বল্‌ছ? আমি আছি, সুন্দর, কম্পাউণ্ডার আছে;.....আর তা ছাড়া ডাক্তার মিত্রও ত রাস্তা থেকে বিশেষ রকমে দেখে গেছেন; সেটুকু ত অস্বীকার করতে পার্‌বেন না!"

নমিতা চমকিয়া উঠিল; বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে একবার সুরসুন্দরের পানে ও একবার স্মিথের পানে তাকাইল। ইহার মধ্যে স্মিথের নিকট এ সংবাদটি যে কে পৌঁছাইয়া দিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে নমিতার বড় গোলমাল ঠেকিল! সুরসুন্দর ত আসিয়া অবধি চুপ্-চাপ্ কাজ করিতেছে! সে ত বলিবার সময় পায় নাই। তবে? তবে বুঝি বাবর সুশীলই চক্ষুর অন্তরালে গিয়া এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছে? নিশ্চয়ই তাই!.....কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে নমিতা বলিল, "আপনাকে সুশীল বল্‌লে, বুঝি?"

চক্ষু হইতে চশ্‌মা খুলিয়া কাচ পরিষ্কার করিতে করিতে স্মিথ্ বলিলেন, "হাঁ, তুমি আমার কাছ থেকে অনেক কথা এড়িয়ে যেতে চাও, নমি, কিন্তু আমি প্রায়ই সব খবর

পাই। সুশীল ছেলেমানুষ, অত শত বোঝে না; দুঃখের উচ্ছ্বাসে এমনই সকরুণভাবে কথাগুলি আমায় বল্লে, যে বাস্তবিকই আমার মনে বড় আঘাত লাগ্‌ল! ছিঃ, রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষ হয়ে, মানুষের উপর কি এমনই নির্দ্দয় আচরণ করতে হয়? .....আজ এই স্থলে এমন জঘন্য বিদ্বেষপরায়ণ যারা, তারা লোকালয়ে বাস করবার উপযুক্ত নয়! হিংস্র বাঘ-ভাল্লুকের আড্ডায় বন-জঙ্গলে বিচরণ করাই তাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা!"

স্মিথের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের শ্লেষতীব্র তৎসনা কৃষ্ণ-গাত্রে সজোরে আহত হইয়া দৃপ্ত-প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিল। নমিতা নির্ব্বাক্! সুরসুন্দর অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া মৌন ম্লান মুখে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতেও নমিতার ভয় হইল! এই তুচ্ছ ঘটনার সহিত তাহার সংস্রবটা কিরূপ অশোভন-ভাবে জড়াইয়া, একটা লজ্জাদায়ক ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা মনে করিতেও নমিতার আক্ষেপ বোধ হইল! কুক্ষণে সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার মুহূর্ত্তে সুরসুন্দর আসিয়াই তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল। সেই অপরাধে ডাক্তার মিত্রের নিকট হইতে অবশ্যপ্রাপ্য সাহায্য-লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব ত হইলই; তাহা উপর, তাহার সেই ভদ্রজনবিগর্হিত অশিষ্ট ব্যবহার, সেই গুপ্ত বিদ্রূপপূর্ণ ক্রূর কটাক্ষ, সেই ছলনাময় অপমান, তাহাও নমিতাকে অকারণে সহিতে হইল! আর নিজের দিক্ হইতে ছাড়িয়া দিয়া, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেও, ইহা সে অবশ্য বলিতে বাধ্য যে, ভদ্রসন্তানের ঐ অভদ্রতাটুকু—ভদ্রপদবাচ্য প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটই মর্ম্মদাহী ও অপমানজনক। অন্ততঃ যাঁহাদের হৃদয়-মনে এতটুকুও চেতনার সাড়া আছে, তাঁহারা নিশ্চিতই ইহা মানিতে বাধ্য!

স্মিথ্ চোখে চশ্‌মা পরিয়া নিকটস্থ চেয়ারটার উপর বসিলেন। দুইহাতের মধ্যে চিবুক রাখিয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণেক কি ভাবিলেন; তারপর উত্তেজিতভাবে মুখ তুলিয়া সুরসুন্দরের পানে চাহিয়া দৃপ্ততেজস্বীস্বরে বলিলেন, "দ্যাখো সুন্দর, তোমায় একটি কথা বলে রাখ্‌ছি বাবা! জীবনে আর যাই হও, তাই হও,—মনুষ্যত্বটুকু হারিও না! সংসারে ধনবান্ সবাই হয় না, বিদ্বান্ সবাই হয় না, বুদ্ধিও সকলের সমান প্রখর হয় না,—কিন্তু প্রাণ যার আছে, সে যেন প্রাণবত্তা না ভুলে যায়, এইটুকু আমার অনুরোধ! এখানে যার যেমন খুসী, সে সেই রাস্তায় মনোবৃত্তি চালিয়ে নিজের ইচ্ছায় বাঁদর সাজুক, কুকুর সাজুক, উল্লুক সাজুক, ভাল্লুক সাজুক, কিন্তু তোমরা—অন্ততঃ তুমি একজনও, বাইরে যে অবস্থায়ই থাক, এ পশু-রাজত্বের মধ্যে নিজের অন্তরে সিংহ হয়ে দাঁড়াবার শক্তিটুকু হারিও না!"

এইবার স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরের দুই চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু খসিয়া পড়িল! সে কোনও কথা কহিতে পারিল না; হেঁট হইয়া স্মিথের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল! স্মিথ্ হাঁটুর উপর হইতে তাহার দুই হস্ত তুলিয়া সুন্দরের মস্তকের উপর রাখিলেন। সুরসুন্দর উদ্বেলিত চিত্তোচ্ছ্বাসে সবেগে উদ্গত অশ্রুস্রোত নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টায় দুই হাতে সজোরে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই সুমহান্ আশীর্ব্বাদ আজ জীবনে প্রথম আপ্‌নার কাছে পেলুম্; এর আগে আর কখনো একথা কারো মুখে শুনি নি!"

স্মিথ্ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন; অশ্রুসিক্ত নয়নে মুগ্ধ অভিভূত ভাবে কয় মুহূর্ত্ত স্তব্ধ নিস্পন্দ থাকিয়া, তারপর ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লইলেন। গভীর স্নেহের সহিত সুরসুন্দরের চিবুক স্পর্শ করিয়া নিঃশব্দে অঙ্গুলে চুমা খাইলেন; কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

সুরসুন্দর মাথা তুলিল; তাহার চোখে তখনও অশ্রু টল্‌টল্ করিতেছিল। সে আর দাঁড়াইল না; শ্রদ্ধানম্র নমস্কারের সহিত নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্মিথ্ রুমালের খুঁটে, চক্ষুর কোণ মার্জ্জনা করিতে করিতে সস্মিতবদনে স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "সংসারে শোক আর দুঃখ, এই দু'টো জিনিষ মানুষের প্রাণকে যত বড় তেজঃপূর্ণ সত্য শিক্ষা দিতে পারে, এমন আর কেউ দিতে পারে না; ধৈর্য্য ধরে খুঁজে দেখ, প্রত্যেক অমঙ্গলে, প্রত্যেক অন্যায়ে, প্রত্যেক অত্যাচারে তোমার জন্যে কিছু না কিছু শিক্ষা আছেই আছে! তবে যেখানেই ধাক্কা খেয়ে অধীর অভিভূত হয়ে পড়্‌বে, সেইখানেই তোমার সব মাটি।.....হাঁ, এখন তবে আমি উঠি, একবার হাঁস্‌পাতাল থেকে ঘুরে আসি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবো। তুমি ততক্ষণ এইখানে একটু বিশ্রাম করে নাও; বই টই আছে; খুসী হয়, পড়ে দেখ্‌তে পার। আর হাঁ,—ফেরা যেন বল্‌তে না হয়; মনে রেখো সাতদিনের মধ্যে যদি হাঁস্‌পাতাল-গ্রাউণ্ডের মধ্যে তোমায় দেখি,—(হাসিমুখে বামহস্তের তর্জ্জনী উঠাইয়া সস্নেহে ও রহস্য-স্নিগ্ধকণ্ঠে) তা হ'লে আমার কাছে 'ঠ্যাঙানি' খাবে!"

নমিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসিতে পারিল না। চারিদিক্ হইতে অপ্রত্যাশিত ঘটনারাশি যেন পার্ব্বত্য জল-প্রপাতের মত হুড়াহুড়ি করিয়া একযোগে তাহার সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল; কোন বিষয় সে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইতেছিল না। তবুও স্মিথের শেষ কথায় হাঁস্‌পাতালের সীমায় একেবারে প্রবেশ-নিষেধের কড়া আদেশে তাহাকে বিচলিত হইতে হইল। ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন ভাবে সে বলিল, "কিন্তু কিন্তু ম্যাডাম্, কাল সকালেই হাতটা ড্রেস্ করাবার জন্যে একবার না গেলেই নয় যে!"

চিন্তিতভাবে স্মিথ্ বলিলেন, "তাই ত! আবার হাতটা ড্রেস্ করাবার জন্যে তোমায় ওখানে যেতে হবে? আচ্ছা, থাক্, তেওয়ারীকে পাঠিয়ে দেব; তোমার বাড়ীতে গিয়ে সে ড্রেস্ করে দিয়ে আস্‌বে।"

আবার তেওয়ারী! নমিতার কপালে ঘাম ছুটিল! বিব্রতভাবে সে বলিল, "না না, তাঁকে আর কষ্ট দেবেন না; তাঁর ঢের কাজ—!"

স্মিথ্ ক্ষণেক নীরবে ভাবিলেন; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, যদি ওর সুবিধে না হয়, আমি নিজেই সকালে হাঁসপাতালের কাজ সেরে গিয়ে ড্রেস করে দিয়ে আস্‌বো।"

অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু স্মিথ তাহাকে সে

সুযোগ দিলেন না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "সুশীলকে বেহারার সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি; তার জন্যে ভেবো না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে জিরোও, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরবো।"

স্মিথ্ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রার্থনা।

আমার সকল গর্ব্ব দূর করি দিয়া
　　তোমার গর্ব্ব মুখেতে ল'ব,
আমার সকল বিভব ছাড়িয়া, আমি
　　তোমার চরণ-তলেতে র'ব।
ঐ চরণ-যুগল পাব বলে তাই
সকল আশারে ত্যজিবারে চাই;
যেন কামনা বাসনা ঘুচাইয়ে দিয়ে
　　তোমারে স্মরিতে পাই।
তোমারই নামে আসিয়াছি হেথা,
　　সাথে সেই সুখ-দুখ-তরী।
তোমারই নাম গাহিয়া গাহিয়া
　　পরলোকে যাব ইহরে ছাড়ি!
জানি আমি ওগো করুণাসিন্ধু,
পাইব তোমার করুণাবিন্দু;
জানি তুমি মোরে ভুলিবে না কভু;
　　জীবনে না হয় মরণে,
কোন একদিন তুমি হে আমারে
　　স্থান দিবে তব চরণে।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন।

তোমারি মন্ত্রে উঠিছে হৃদয়ে নব নব
　　ভাবে নূতন সুর।
আশিস্ তোমারি বরষিছে শিরে,
　　হৃদি-দাবানল করিতে দূর।
মনোমলিনতা ঘুচাতে আমার
সুধা-ধারা হৃদে ঢাল অনিবার;
তোমার মহিমা বুঝে সাধ্য কা'র!
　　ওগো প্রভু তুমি ত্রিজগত-শূর!
কি-ভাবে হৃদয়ে রাখিব তোমায়,
কানে কানে যেন বলিছ আমায়!
ডাকিতে জানি না, তবু প্রেমরায়!
　　কাছে এসে হাস সুমধুর!
রাজে সদা হৃদে অমিয় মুরতি
সুখময় শান্ত সুশীতল অতি;
তবুও তৃষিত এ হিয়া সম্প্রতি
　　ভেঙ্গে-চুরে যেন হয় চুর!
কেন যেন তা' কিছু জানি না দয়াল,
কর্ম্মফল কিংবা মম মন্দ ভাল!
আসিবে কি সেই শুভ সুক্ষ্ম কাল
　　হেরিব নিকটে, রবে না দূর!
(নাচিয়া উঠিবে হৃদয়-পুর॥)

শ্রীবিমলাবালা বসু।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়।—পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পারাবত—ইহাদিগকে পালন করিতে কোনরূপ কষ্ট নাই। এক এক জোড়া হইতে ৩ বা ৪ জোড়া শাবক প্রতিবৎসর পাওয়া যাইতে পারে। পারাবত রাখিতে হইলে টোং তৈয়ার করা উচিত। যদি পোকার আধিক্য হয় তবে টোংএ ছাই ছড়াইয়া দেওয়াই বিধি। ডিম্ব প্রসব করার আঠার দিন পরে শাবক নিষ্ক্রান্ত হয়। শাবক যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে পুং-পারাবতের সন্তানস্নেহও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পারাবতের মধ্যে গোলা ও সিরাজি রাখিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইহাদিগের শাবক যেমন অধিক হয়, তেমনই ইহারা সন্তান পালনে সুনিপুণ। ইহারা অতিশীঘ্র পুষ্টও হয়।

আহারের মধ্যে গম যত অল্প দেওয়া যায়, ততই ভাল। অন্যান্য শস্য ইচ্ছানুসারে দেওয়া যাইতে পারে। পারাবতেরা বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত জীব এবং তাহারা অত্যন্ত স্নানপ্রিয়। সুতরাং ইহাদিগের জন্য অগভীর পাত্রে জল রাখিয়া দিবে। কখনও কখনও চুণের জলও ব্যবহার করা উচিত। পারাবতেরা যদি সেই জল পানও করে তবে কোনও ক্ষতি নাই। চুণের জলের দ্বারা তাহাদিগের অঙ্গের পোকা মরিয়া যায়।

পারাবত একবার পীড়িত হইলে তাহাকে আরোগ্য করা দুঃসাধ্য। এরূপ স্থলে তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই উচিত।

পারাবতের টোংএ ইন্দুরের বড়ই দৌরাত্ম্য হয়; সুতরাং, ইন্দুর-কল পাতিয়া তাহাদিগকে ধৃত করা অথবা বিষ-প্রয়োগে নষ্ট করা উচিত। বিষপ্রয়োগ করিতে হইলে অতিসাবধানে তাহা করা উচিত; যেন অন্য কোন প্রাণী তাহা না ভক্ষণ করে। শেঁকো বিষ খাদ্যের সহিত অথবা চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিলে ইন্দুরেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীব-হিংসা মহাপাপ।

হংসী—ইহাদিগের জন্য জলাশয়ের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে জল ইহাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। একটী হংস ছয়টী হংসীর জন্য যথেষ্ট। পুরাতন হংসী শাবকের জন্য রাখিতে পারা যায়; কিন্তু হংস দুই বা তিন বৎসরের অধিক রাখা উচিত নহে। হংসীগণ প্রাতঃকালে ডিম্ব প্রসব করে। সুতরাং বেলা ৮টা বা ৯টা না হইলে তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে দিবে না। উক্ত সময়ের মধ্যে তাহাদিগের ডিম্ব প্রসব করা শেষ হয়। যদি হংস-শিশু চাহ, তবে ডিম্বের উপর মুর্গীকে তা দিবার জন্য বসাইতে হইবে। চার সপ্তাহে ডিম্ব ফুটিয়া যায়। হংস-শাবক অতিশয় শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। যখন তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে শুষ্ক ও উষ্ণ রাখিতে হইবে। তাহারা দুই মাসের না হইলে তাহাদিগকে জলে চরিতে দেওয়া উচিত

নহে; কারণ, তাহাতে তাহারা পীড়িত হইবে। জল-পান করিতে দিলে পাত্রে আন্দাজ করিয়া এতটা জল দিবে, যেন তাহাদিগের চঞ্চুমাত্র নিমজ্জিত হইতে পারে। হংস-শাবকের পক্ষে আর্দ্রতা বা শৈত্য প্রাণনাশক জানিবে। ডিম্ব হইতে নিঃসৃত হইয়া ২৪ ঘণ্টা অতীত হইলে হংস-শিশুকে দিনে চারিবার খাইতে দিবে। এই সময়ে ডাল রন্ধন করিয়া শাবকদিগকে খাওয়ানই বিধি; কিন্তু প্রথম দুই বা তিন সপ্তাহ উষ্ণ হওয়া উচিত। চোকরের (ভূষি) সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে হংস-শাবকেরা যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। ডিম্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন সপ্তাহ অতীত হইলে হংস-শিশুকে তিন বার এবং ছয় সপ্তাহ গত হইলে, দুইবার খাইতে দিবে। কাঁচা শস্য, ঘাস এবং শাক ইহাদিগের উত্তম খাদ্য। কেবল মাত্র শস্য খাইতে দিলে তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়াই উচিত। জলের পরিমাণ এক ইঞ্চ হওয়া চাই। হংস-শাবকেরা সময়ে সময়ে চলচ্ছক্তিহীন হয়। এরূপ সময়ে তাহাদিগের ল্যাজ কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দিলে তাহারা আশু রোগমুক্ত হয়। বড় বড় হংসীদিগেরও উক্ত রোগ হইয়া থাকে। শাকাদি খাইতে না দিয়া অধিক শস্য খাওয়াইলে এইরূপ দশা সংঘটিত হয়। সুতরাং, আহারের জন্য শস্যের সঙ্গে শাকাদি দেওয়াই প্রশস্ত।

রাজহংসী—ইহাদিগের রোগ কম হয় বটে; কিন্তু জলাশয় না থাকিলে ইহাদিগের প্রতিপালনে কোনও লাভ নাই। ইহারা উদ্যানের অত্যন্ত ক্ষতিকারক। চারিটা রাজহংসীর জন্য একটা রাজহংস যথেষ্ট। রাজহংসীরা কেবলমাত্র একবার ডিম্ব প্রসব করে। ত্রিশ দিনে অণ্ড ফুটিয়া যায়। মুর্গী-দ্বারা ডিম্ব ফুটানই প্রশস্ত। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ-মাস পর্য্যন্ত ডিম্ব ফুটানর সময়। শাবকগুলিকে প্রথম দুই সপ্তাহ জলে যাইতে দিবে না এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথায় হংস-শাবকের ন্যায় খাওয়াইবে। অতঃপর তাহাদিগকে রাজহংসীর নিকট দিবে। তখন তাহারা স্বয়ং আগাছা, ঘাস প্রভৃতি খাইয়া জীবন-ধারণ করিবে।

শালগম টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কর্ত্তন করিয়া জলে ভিজাইয়া খাইতে দিলে, রাজহংসগণ অত্যন্ত পুষ্ট হয়।

বটের পক্ষী—মাটীতে গর্ত্ত করিয়া বটের পক্ষীদিগকে থাকিতে দিবে। কিন্তু সাবধান; যেন বর্ষাকালে তাহাদিগের গর্ত্তে জল প্রবেশ না করে। শৈত্যই ইহাদিগের প্রাণহা জানিবে; কিন্তু জমিতে সামান্য জলের ছিটা দিলে কোনও দোষ নাই। বাজরা-নামক শস্যই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য; কিন্তু তাহার সহিত আটাও (যেমন মোটা ময়দা) মিলাইয়া দেওয়া চলে। ইহারা ক্রেস অতি-আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে। ইহাদিগের পান করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল দেওয়া চাই। বটের পক্ষী ধৃত হওয়ার পর অনেকই গর্ত্তে মরিয়া যায়। তাহাদিগকে অধীনতায় আনিতে হইলে ক্রমে ক্রমে আনিতে হয়। ইহারা বৈশাখ এবং আশ্বিন মাসে ডিম্ব প্রসব করে।

ঔষধি।

পোকা—পক্ষীদিগের গাত্রে পোকা হইলে

দুই তিন দিন কেরোসিন তৈল তাহাদের গাত্রে মালিস করিলে পোকাগুলি মরিয়া যায়।

অজীর্ণ—অজীর্ণ হইলে মটর-ভর কর্পূর দিনে তিনবার সেবন করাইতে হইবে। আহার, কাঁচা শস্য দেওয়াই বিধি।

কাশী—কাশী হইলে কর্পূর খাওয়ানই উচিত।

জ্বর—জ্বরে অর্দ্ধগ্রেণ কুইনাইন এবং তিন গ্রেণ কর্পূরই ব্যবস্থা।

ডিম্ব রক্ষা।

ডিম্ব রক্ষা করিতে হইলে, পাত্‌লা গঁদে ডিম্বগুলি নিমজ্জিত করিয়া প্যাক (pack) করিয়া রাখা উচিত। ডিম্বের ক্ষুদ্র দিকটা নিম্ন দিকে কয়লার গুঁড়ায় থাকিবে। খুব তাজা ডিম্বই রক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

১। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। তিনিই তোমার সকল অভাব পূর্ণ করিবেন।

২। Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee :

৩। Examine all things, and hold fast to that which is good.

সকল জিনিষই পরীক্ষা কর এবং যাহা ভাল তাহাকে ধরিয়া থাক।

৪। মুক্তি যদি চাও ভক্তি-ভরে গাও,
নামে প্রাণ মাতাও দিবা-বিভাবরী।
কর্ম্মসূত্রে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে,
কর্ম্ম কর সদা স্মরি হৃষিকেশে।
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
আনন্দ-বদনে বল হরি হরি।
শুদ্ধ মনে সদা শ্রীহরি-প্রসঙ্গে,
কর আলাপন সাধুজন সঙ্গে।
এ জীবন-তরী ভাসাও তরঙ্গে,
ভাসাও দেখি মন ধর্ম্মহাল ধরি॥

৫। যে গ্রন্থ মানব-জীবনের গৌরবময় পরিণাম ও নিয়তি শিক্ষা দেয় না, তাহা তৃণবৎ ত্যাজ্য।

৬। ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায় জীবন-গঠনের একমাত্র সম্বল।

৭। মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনম্।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্
সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী॥

যাহার মন অবলম্বন ব্যতিরেকে স্থির থাকে, যাহার বায়ু নিরোধ ব্যতিরেকে স্থির আছে এবং যাহার দৃষ্টি অবলোকন ব্যতীত স্থির, সেই ব্যক্তিই সিদ্ধ।

৮। সেই ব্যক্তিই ধন্য যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে।

৯। যাত্রার জন্য চারিটী বাহন রাখিয়াছি। যখন সম্পদ্ আসে তখন কৃতজ্ঞতার বাহনে আরোহণ করি, পূজার্চ্চনা-কালে প্রেমের বাহনে আরোহণ করি, বিপদ্ উপস্থিত হইলে সহিষ্ণুতার বাহনে আরোহণ করি, আর পাপ করিলে অনুতাপের বাহনে আরোহণ করি। (তাপস এব্রাহিম)।

১০। নির্জীবতাকে ভয়ানক পাপ এবং নিরাশাকে সাংঘাতিক গরল জানিয়া দূর করিয়া দাও।

১১। কর্ত্তব্য-সম্পাদনই ভগবানের আরাধনা, কর্ত্তব্য-সাধনই মুক্তির উপায় এবং ইহাই পরলোকের একমাত্র বিশ্রামস্থল।

১২। ইস্ দুনিয়ামে আইক্যেয়, ছোরি দেও তোম আয়েট্। লেনা হোয় সো লেইলে, উঠি যাতু হায় পায়েট্!

এই দুনিয়াতে এক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়াছ, অহঙ্কার করিও না। যাহা লইবার আছে এই বেলা লইয়া লও; কারণ, তোমার জীবনায়ু ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে।

১৩। কুরু বন্দে তু বন্দেগি, যো পাওয়ে পাক দিদার। আঁওসব মানুখ জন্মকা, হোয় না বারম্বার।

কবির বলিতেছেন, যদি তুমি ভগবান্‌কে পাইয়া থাক, তাহা হইলে বন্দনা করিয়া লও; কারণ, এরূপ মনুষ্য-জন্ম, বারংবার হইবে না।

১৪। যোহি মারগ্ সাঁই মিলে তাঁহি চলো করি হোস্। ফেরি পাছে পছতাওগে।

যে রাস্তায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তাহাতে খুব সাবধান হইয়া চলিবে; কারণ, তাহা না হইলে পশ্চাতে অনুতাপ করিতে হইবে।

রেবা।

(গল্প)

১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। অশনি বি-এ পরীক্ষা দিয়া কাশীধামে মাতৃ-দর্শনে আসিল।

অশনিকান্ত ঘোষালের আদিবাস হালি-সহরে; কলিকাতায় জ্যেঠা-মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া সে রিপণ কলেজে পড়িত। তাহার পিতা জগদীশচন্দ্র ঘোষাল বহুকাল কাশী-রাজার 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'র কাজ করিয়া তিন বৎসর হইল কাশী-প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদীশবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা ভার্য্যা তাঁহারই অনুসৃত পন্থার আকাঙ্ক্ষায় কাশীতেই রহিয়া গেলেন। ছুটির পর অশনি যখন কলিকাতায় ফিরিয়া যায়, কখনও মা তাহার সঙ্গে যান, দুই-একমাস ভাসুরের বাড়ীতে থাকিয়া পুনরায় কাশীতে চলিয়া আসেন। অশনি ছুটির সময় কাশী আসে এবং ছুটীর শেষ দিনটি পর্য্যন্ত পরম নিরুদ্‌বেগে কাটাইয়া, পুনরায় কলিকাতায় ফেরে।

কাশীতে শুধু যে অশনির মা-ই ছিলেন এমন নয়;—আরও একটি প্রবল আকর্ষণ অশনিকে তীর্থবাসী করিয়া তুলিয়াছিল। সে আকর্ষণটী 'রেভারেণ্ড' বঙ্কুবিহারী গুহের কন্যা রেবা।

রেবা মাতাপিতৃহীনা। অভিভাবিকা এক খুড়ীর তত্ত্বাবধানে সে বাস করিত এবং 'শিগ্‌বা মিশন স্কুলে' বিদ্যা-শিক্ষা করিত। রেবাদের বাড়ী অশনিদের বাড়ীর কাছেই। সর্ব্বদা দেখা-শোনা এবং যাতায়াতে বন্ধুত্ব ক্রমে আত্মীয়তায় দাঁড়াইয়াছিল। মাতৃহীনা রেবা অশনির মাকে মাতৃ-সম্বোধনে তাঁহার মনের মধ্যেও অনেকখানি স্থান করিয়া

লইয়াছিল। অশনি তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, শিক্ষক, খেলার সাথি। বয়সের সহিত শৈশবের অনাবিল স্নেহ যে ভিন্নভাব ধারণ করিতেছিল, তাহা সমবয়সী এই দুই বিভিন্ন-শ্রেণীর নরনারীর নিজেদের মনের গোচর না হইলেও বাহিরের লোকে কাণাঘুসা করিতেছিল। অশনির মা-ও ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন।

অশনি আশৈশব রেবার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আসিলেও নিষ্ঠাচারপরায়ণ মাতা-পিতার শিক্ষা, সাহচর্য্য ও দৃষ্টান্তে মনের মধ্যে যথেষ্ট জাত্যাভিমান পোষণ করিত। কিন্তু কিছু দিন হইতে তাহার ভাব-ভঙ্গী চাল-চলনে অত্যন্ত পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছিল। সে এখন জোর করিয়া রেবার স্বহস্তে প্রস্তুত লুচি-মোহনভোগে উদর তৃপ্ত করে, রেবার জলের কুঁজা হইতে জল লইয়া খায়, এবং আরো ছোট-বড় অনেকগুলি আপত্তিজনক কার্য্যে মাতার মনে যথেষ্ট বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া থাকে।

এবার বাড়ী আসিয়াই অশনি শুনিল তাহার বিবাহ। বৈশাখের প্রথমেই যে-দিনটা শুভলগ্ন লইয়া উপস্থিত হইবে, সেই দিনেই কার্য্য সুসম্পন্ন করা হইবে। ইহা শুনিয়া অশনি প্রথমে রাগ করিয়া মুখভার করিল, ভাল করিয়া খাইল না; মাতার সহিত কথা কহিল না। কিন্তু যখন এ মুষ্টিযোগে মায়ের উৎসাহের হ্রাস হইতে দেখা গেল না, তখন সে মায়ের কাছে গিয়া স্পষ্ট করিয়া কহিল, "এ-সব কি শুন্‌চি?—এ রকম ত কোন কথা ছিল না।"

মা তখন স্নানের পর উঠানে রোদে বসিয়া পিঠের উপর ভিজা চুলগুলি মেলিয়া দিয়া, চটের উপর ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া কলাইয়ের দালের বড়ি দিতেছিলেন। ছেলের কথায় মুখ তুলিয়া চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া তিনি কহিলেন, "কি রকম কথা ছিল তবে, শুনি?"

অশনি মুখ ভার করিয়া কহিল, "আমি ত তোমায় বরাবর বলে আস্‌চি, পড়া শেষ না হলে, বিয়ে টিয়ে কোর্ব্বো না।"

পুঁটির মা এতক্ষণ কাঁশী-ভরা পিষ্ট দালে সঘন কর-তাড়নায় রীতিমত ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে দাদাবাবুর বিবাহে সোনার তাগা ও তসরের সাটী ফরমাইস দিয়া হস্ত-বেদনার উপশম করিতেছিল। দাদাবাবুর গম্ভীর মুখ ও কণ্ঠস্বরে তাহার আশার প্রদীপ অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িল। ছেলের কথায় মা ততোধিক গম্ভীর মুখে কহিলেন, "কিন্তু আমি ত তোমায় বরাবরই বলে আস্‌চি যে, ও-সব বিদকুটে আব্‌দার চল্‌বে না। বি-এ-পরীক্ষা দিয়েই তোমায় বিয়ে কর্‌তে হবে।"

অশনি শ্লেষের স্বরে কহিল, "তার চেয়ে সোজা কথায় বল না, অতীন্দ্র চৌধুরীর ট্যাক-শালকে ঘরে আন্‌বে; বৌ আন্‌বে না!"

মা হাতের কাজ বন্ধ না করিয়া, মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "সে তোর যা খুসী মনে করিস্। বিয়ে কর্‌তেই হবে। সে কি কথা? ভদ্রলোককে কথা দিয়েচি! আর মেয়ে, খাসা মেয়ে! ইচ্ছে হয়, নিজের চোখে দেখে আসিস্। তোর যাতে মন্দ হবে, তেমন কাজ আমি কোর্‌বো না, এ বিশ্বাস তুই আমার ও পরে রাখ্‌তে পারিস্।"

এ কথার পর আর তর্ক করা চলে না। অশনিও তাহা করিল না। সে চলিয়া

যাইবার সময় কেবল নিজের অসম্মতিসূচক অস্ফুট-বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে গেল। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, এ ঝড় যে উঠ্‌বে তা আমি আগে থেকেই জানি। ভালয় ভালয় এখন দু'হাত এক-কর্ত্তে পাল্যে, বাবা শিবনাথ, তোমায় সোনার বেলপাতা দিয়ে ষোড়শোপচারে পুজো দেব; ছেলের আমার সুবুদ্ধি দাও।"

তাহার পর অশনি বাহিরে বৈঠকখানা-ঘরে জাজিম-মোড়া তক্তাপোষের উপর পড়িয়া, খানিক গড়াইয়া, খানিক খবরের কাগজের অনাবশ্যক বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে চোখ্ বুলাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল রেবা, হয়ত, এতক্ষণ তাহারই প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। চিঠিতে সে রেবাকে আশা দিয়া রাখিয়াছে, এবার তাহার কবিতার খাতা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে সে-গুলি দুই জনে মিলিয়া বাছাই করিয়া লইবে। উৎসর্গ করিবে কাহাকে তাহাও স্থির হইয়া আছে। কেবল বইখানির নাম লইয়াই মতদ্বৈধ চলিতেছিল।

এবার কাশী আসিয়া অশনি রেবার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে যায় নাই, সেই আসিয়াছিল। অশনির মনে হইল, এই কয় মাসের অদর্শনে রেবা যেন অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহার সে অকারণ হাসি-আব্দার নাই! তাহার চালচলন এত গম্ভীর যে, অশনির মনে হইতেছিল, সে যেন হাত বাড়াইয়া আর তাহার নাগাল পাইতেছে না। হয়ত, মায়ের এই সব পাগ্‌লামীর খেয়ালও সে শুনিয়াছে,—এই কথাটা মনে হইতেই অশনি মনে মনে লজ্জানুভব করিল।

২

রেবা তাহার পড়িবার ছোট ঘরখানিতে একখানা ইংরাজী নভেল হাতে লইয়া পড়িবার ভানে বসিয়াছিল। পাঠের ইচ্ছা তাহার এতটুকুও ছিল না। সে বসিয়াছিল ভাবিবার জন্য। কিছুদিন হইতেই সে অশনির বিবাহের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিতেছে; উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতেছে, তাহাও দেখিতেছে। যতক্ষণ সেখানে থাকে সেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু এখন বাড়ী আসিয়া তাহার আর এতটুকুও আনন্দোৎসাহ অবশিষ্ট ছিল না। সে কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল! দেশালাইয়ের কাঠিটা যেমন প্রথম-ঘর্ষণেই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই নিঃশেষে ভস্ম হইয়া যায়, রেবার সচেষ্টিত আনন্দের আলোটুকুও তেমনি জ্বলিয়া একেবারেই নিভিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, অশনির এইবার বিবাহ হইবে। একটি নোলক্-পরা কিশোরী বধূ তাহার বিচিত্র ছাঁদের কবরী ঢাকিয়া, ঘোম্‌টা টানিয়া, আল্‌তা-পরা দু-খানি কোমল চরণে জলতরঙ্গ মলের রুণুঝুণু বাজাইয়া অশনির অন্তরেও তাহার অনুরণন তুলিবে। সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিশোরী মেয়েটির ঝাপ্‌টা-কাটা মুখের পানে চাহিয়া অশনির কবিতার উৎস এইবার ভিন্ন-পথাশ্রয়ে বহিবে। বিশ্বের সৌন্দর্য্য সেইখানেই সে দেখিতে পাইবে;—ক্ষুদ্র বাল্য বন্ধুত্বের কথা তাহার আর মনেও পড়িবে না। রেবা কল্পনা-নেত্রে দেখিল, অশনির মুখে আনন্দের দীপ্তি! পত্নী-প্রেমে সে পরিতৃপ্ত!

একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাংশু

আকাশে রেবা তাহার উদাস-নেত্র ফিরাইল। জ্বালাময় তেজ ম্লান করিয়া অপরাহ্নের সূর্য্য ডুবিয়া আসিয়াছে। রৌদ্রের তেজ কমিলেও ধরণীর তপ্তবক্ষের সমস্ত সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসগুলা এইবার ঊর্দ্ধপথে উত্থিত হইয়া বাতাসটাকে অসহনীয়রূপে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

পিছন হইতে মৃদুহাসির শব্দ শুনা গেল। রেবা চমকিয়া মুখ ফিরাইল; সঙ্গে সঙ্গে মধুর হাসিতে তাহারও মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কখন এলে, অশনি?"

অশনি কহিল, "অনেকক্ষণ,—যতক্ষণ থেকে তুমি খুব মন দিয়ে পড়া কচ্ছিলে। এবার পরীক্ষায় তুমি নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট হবে।"

রেবা সলজ্জ হাস্যে কহিল, "ঠাট্টা হচ্ছে! কেন? কি অমনোযোগটা দেখ্‌লে শুনি?"

অশনি রেবার হাতের পাতা-খোলা বইখানা কাড়িয়া প্রসারিত ভাবে ধরিল; হাসিয়া কহিল, "কিছু না। কেবল বইখানা কি রকম করে ধল্লে পড়া এগোয়, তাই শিখে নিচ্ছিলুম্?"

রেবা চাহিয়া দেখিল, সে পুস্তকখানা সম্পূর্ণ উল্টাভাবে ধরিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! এমন আত্মবিস্মৃত সে! হারিয়া হার স্বীকার করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নয়। রেবাও তাহার জাতীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হইল না। অকারণ কোলাহলে এক রকম করিয়া প্রতিপক্ষকে স্বীকার করাইয়া লইল যে, পাঠে তাহার মনোযোগের অন্ত নাই এবং বইখানা উল্টাভাবে ধরিলেও পাঠকের পাঠে ব্যাঘাত হয় না।

অশনি আসন গ্রহণ করিলে রেবা কহিল, "তারপর মহাশয়ের দেশে গমন হচ্ছে কবে?"

অশনির মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল; কহিল, "মার ইচ্ছে এবার শীঘ্রই দেশে যাওয়া হয়—।"

রেবা বাধা দিয়া কহিল, "আপ্‌নার তাতে অনিচ্ছে না কি?"

অ। আমার তুমি ত জান, রেবা, ছুটির একটা দিনও আমি বাইরে নষ্ট করি কি না? কেন তাও জানো। আর এবারকার এই লম্বা ছুটিটা—।

"তোমার অনেক দয়া অশনি, কিন্তু সংসারে ঢুকে হয়ত এ গরীব বন্ধুটির কথা আর মনেও থাক্‌বে না।" রেবা এই কথাটা হাসি দিয়া আরম্ভ করিলেও হাসি দিয়া শেষ করিতে পারিল না। অকারণে চোখে জল আসিয়া তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে কম্পিত করিতেছিল। অশনি বিস্মিত চোখে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া লইল। তারপর সরহস্যে কহিল, "বাঃ! বিনয়-প্রকাশও যে ঢের শেখা হয়ে গেছে! মহাশয়া, বুঝি, সম্প্রতি সংসারে ঢোক্‌বার মৎলবে আছেন; তাই ভূমিকায় জানান্ দেওয়া হচ্ছে?"

রেবা মৃদু হাসিয়া কহিল, "আর লুকোচুরীতে কাজ কি? আমি ত কিছু জানি না?"

অশনি মনোযোগীর ভাবে কহিল, "কি জান শুনি?"

রে। যা জান্‌বার। আগামী ১৭ই বৈশাখ অতীন্দ্রবাবুর কন্যা শ্রীমতী কনকলতার সহিত শ্রীযুক্ত অশনিকান্ত ঘোষালের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইবে। অতএব মহাশয় সবান্ধবে—"

অশনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "থামুন মহাশয়া! আর জেঠামর দরকার নেই।"

রেবা মৃদুমৃদু হাসিতেছিল। সে কহিল "জেঠাম কিসের? সত্যি কথা বল্‌ব তাতে বন্ধু বেগড়ান্ বিগ্‌ড়বেন; যদিও জানি, বন্ধু ঐ সত্যি কথাটা শোন্‌বার জন্যে সহস্রকর্ণ হ'তেও প্রস্তুত; মুখে যতই তর্জ্জন করুন্!"

অশনি শান্তভাবে কহিল, "বন্ধুর আর যা অপরাধ ইচ্ছে দাও; ঐটে দিও না। বিয়ে আমি কোর্‌বো না।"

রে। কেন? মা ত বল্লেন কর্‌বে?

অ। মা জানেন না। অনর্থক ভদ্রলোককে আশা দিয়ে ভোগাবেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট কথাই বলেছি, এখানে বিয়ে আমি কোন মতেই কোর্‌বো না—।

রেবা মুখ তুলিয়া কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সহসা কাশী আশায় কথাটা আর বলা হইল না। অসহ্য গ্রীষ্মে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এখনি নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল। এক সময় মৌন ভঙ্গ করিয়া অশনিই প্রথমে কহিল, "জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে—কেন কর্‌ব না।—শুন্‌বে কি?" অশনির কণ্ঠস্বরে ও দৃষ্টিতে এমন কোন ভাব ব্যক্ত হইতেছিল যাহাতে তাহার অব্যক্ত উত্তর শুনিতে রেবার সাহস হইল না। ঘরের বাতাসটাও যেন ভাবাবেগে স্পন্দিত হইতেছিল; না জানি, এখনি সে কি অপ্রকাশ্য গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া দিবে! হয়ত, চিরপ্রার্থিত চিরদুর্লভ উত্তর এখনি সুলভ হইয়া প্রকাশ পাইবে। ওগো সে কথা, সে গোপনীয় কথা গোপনীয় থাক্। সে ত প্রকাশের যোগ্য নয়। তবে আর কেন? রেবা মাথা নাড়িয়া অশনির উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে জানাইল, না, সে শুনিতে চাহে না।

"কেন না?" অশনি দমিল না। উৎসাহে সোজা হইয়া কহিল, "না" বোল না। তোমায় শুন্‌তেই হবে। তুমি কি আমার মনের কথা জান না? নিজেকে এত বোকা সাজিও না, রেবা! তুমি সবই বোঝ। আমার ভালবাসা আমায় ভুল বোঝায় নি। বল, আমার মনের কথা তুমি জান?"

রেবা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বিপন্নভাবে কহিল, "এ সব কথা তুমি কাকে বল্‌চ? অশনি, বুঝ্‌তে পাচ্চ কি?"

"ঠিক্ পাচ্চি। যাকে ছাড়া জীবনে আর কাকেও এমন করে ভালবাস্‌তে পার্‌ব না; যে নইলে সংসার আমার শ্মশান হয়ে যাবে, যে আমার শৈশবের খেলার সাথী, কৈশোরের বন্ধু, যৌবনের প্রিয় সখী—সেই রেবাকেই আমি আমার মনের কথা খুলে বল্‌চি।"

রেবা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া আরক্তমুখে স্খলিতবাক্যে বাধা দিল, "থাম অশনি! এমন করে তুমি আমায় অপমান কোর না।—আমি জান্‌তুম্ না, তুমি নেশা কর্‌তে শিখেচ! জান্‌লে—।" জানিলে সে যে কি করিত, সে-সম্বন্ধে কোনও উপস্থিত যুক্তি খুঁজিয়া না পাওয়ায় সে চুপ করিল। অশনি কিন্তু বাধা মানিল না। সে রেবার গমন-পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে কহিল, "মিছে কথা বলে আমায় হাসিও না রেবা! তুমি জান, তোমায় অপমান কর্‌বার সাধ্য আমার নেই। আমার কথার জবাব দাও। বল, আমার স্ত্রী হ'তে তুমি অসম্মত নও।"

রেবা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া

দাঁড়াইল, নতমুখে কহিল "ও-সব পাগ্‌লামীর কথা ছেড়ে দাও। তুমি হিন্দু, আমি খৃষ্টান। কেবল এই প্রভেদটা ভুলে যেও না।"

অশনিও এ-কথা ভুলিয়া যায় নাই। ভুলে নাই বলিয়াই এতদিন ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া চুপ করিয়াছিল। তাহা না হইলে মনের কথা প্রকাশের সুযোগ আরও অনেক আগেই সে লইত। ভাবিতে গেলে ভাবনার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী রেবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাকে লাঞ্ছনা এবং ততোধিক ক্ষতিও যে সহিতে হইবে, এ কথা সে ভালই জানে। বিষয়ে বঞ্চিত হইতে না হউক্, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ, এমনকি জগতে একমাত্র স্নেহের স্থান মাতৃকোলের অধিকারেও সে বঞ্চিত হইবে। তা হউক্; রেবাকে ছাড়িয়া সংসারে তাহার সুখ নাই; তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া যাইবে। প্রেমের খাতিরে সংসারের সকল সুবিধাই সে বিসর্জ্জন দিতে সম্মত। রেবাকে ত্যাগ করিলে সে বাঁচিবে না। কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছে। মাতার কাছেও সে মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছে। তাহার ফলে মাতা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিতেছেন। বাকী ছিল রেবার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলা। এই বলার জন্য মন তাহার আকুলী বিকুলি করিতেছিল; তবু সঙ্কোচের হাত সে এড়াইতে পারিতেছিল না। ভালই হইল, রেবা নিজেই সুগম পন্থা দেখাইয়া দিয়াছে। কর্ত্তব্য যখন স্থির করাই আছে, তখন আর অনর্থক কালক্ষেপের প্রয়োজন কি? মাতাও আশা ছাড়িতে পারিতেছেন না; বাহিরেও কন্যাভারাতুর কোনও ভদ্রলোককে আশান্বিতও করিতেছেন। এ খেলার উপসংহার হইয়া গেলেই যে এখন বাঁচা যায়! রেবা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিনী। তাহাতে কি? ভালবাসার কাছে কি তুচ্ছ, হাস্যকর সে বাধা! পর্ব্বতগৃহ-নিঃসৃতা সিন্ধু উদ্দেশ্যে গমনশীলা নদীর বেগ কি সামান্য প্রস্তরের বাধায় রুদ্ধ হইতে পারে! প্রচণ্ড ঐরাবতও যে এ স্রোতের টানে ভাসিয়া যায়। অশনি মুখ তুলিয়া দীপ্তচক্ষে চাহিল ও কহিল, "রেবা! আমাদের ভালবাসার কাছে ওর কি এত বেশী দাম! এ সব তুচ্ছ বাধায় আমাদের মিলনকে বাধা দিতে পারবে না। আমি খৃষ্টধর্ম্ম নিয়ে তোমায় পেতে চাই।"

রেবার দুই চোখে বিস্ময় ভরিয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত স্বরে সে কহিল, "ধর্ম্মত্যাগ কোরবে? বল কি অশনি!"

অশনি মৃদু হাসিয়া কহিল, "না ত্যাগ কোরবো কেন? শুধু ঠাকুরের নামটা বদ্‌লে নেব। তাতে তাঁর কিছুই ক্ষতি হবে না; কিন্তু না নিলে, আমার ক্ষতির শেষ থাকবে না।"

রেবা মৃদুস্বরে কহিল, "কিন্তু এ ধর্ম্মমত ত তুমি তাঁর জন্যে বদল কোরচ না। নিজের সুবিধের জন্যে, শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব খুটিনাটি, দোষগুণ সহ কোরতে পারবে কি না—?" রেবা তাহার কথার শেষ করিতে পারিল না। চোখের জলে তাহারও যে দৃষ্টি ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল! হয়ত, এ দুর্ব্বলতা এখনি অশনির চোখে পড়িবে, এই ভাবিয়া সে সংযত হইল।

অশনি উঠিয়া ঘরখানা বার-দুই পরিভ্রমণ

করিয়া রেবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, "এত ভেবে কাজ কর্‌বার আমার সাধ্য নেই। রেবা! আমার মনের কথা তোমায় সব জানিয়িচি। স্পষ্ট উত্তর দাও, তুমি আমার স্ত্রী হ'তে রাজী আছ কি না?"

রেবা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কি যে বল! সবাই ত আর তোমার মত পাগল নয়!"

তবুও অশনি জোর করিয়া তাহাকে ভাবিতে সময় দিল ও সেই সঙ্গে বলিয়া দিল, "এটাও ভেবো,—আত্মীয়, বন্ধু, সমাজ, সব ছেড়েও আমি অনায়াসে থাকতে পার্ব্বো; কিন্তু তোমায় ছাড়্‌তে হলে আমি বাঁচ্‌ব না।"

রেবাকে কথা কহিবার সময় না দিয়া, এবং নিজের কথা শেষ না করিয়া, ছাতিটা পর্য্যন্ত না লইয়াই সে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। জানালা দিয়া রেবা চাহিয়া দেখিল, রাস্তাতেও সে আর ফিরিয়া চাহিল না।

(৩)

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। অশনি রেবার সঙ্গে দেখা করিল না। রেবা তাহার খুড়ী-মার মুখে শুনিল, ছেলের সহিত ঝগড়া করিয়া অশনির মা দেশে চলিয়া গিয়াছেন; অশনি তাঁহার সঙ্গে যায় নাই। এমন ঘটনা রেবার অভিজ্ঞতায় আর কখনও ঘটে নাই। মা যখনই দেশে গিয়াছেন, অশনি তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। রেবা নিজে গিয়া তাঁহাদের ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। এবার অশনির মা দেশে গেলেন, কিন্তু রেবাকে একটা মুখের কথা বলিয়াও গেলেন না! রেবা দুই দিন তাঁর কাছে না গেলে, তিনি ডাকিতে আসিতেন, কত স্নেহের অনুযোগ করিতেন! আজ রেবা তাঁহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে যে, মুখের কথা একটা বলিয়াও গেলেন না! সে কেবলই চোখের জল মুছিয়া মুছিয়া ভাবিতেছিল, কেন এমন হইল! তবে কি অশনি সেই সব তার পাগ্‌লামির কথা তাঁহার কাছে প্রকাশিত করিয়াছে?—তাহাই সম্ভব। ছিঃ ছিঃ! তিনি কি মনে করিলেন! তিনি লজ্জাহীনা রেবার স্পর্দ্ধায় কতই না তাহাকে অভিশাপ দিয়াছেন। অশনি পাগল, তাই সে এমন ছেলেমানুষি কথা আবার লোকের কাছে প্রকাশ করে। রেবাই কি তাহাকে ভালবাসে না? বাসে বই কি! সে ছাড়া রেবার ভাল বাসিবার আর কে আছে? রেবার মনে হইল, হয় ত সে অশনিকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে না; যে ভালবাসায় জাতি-ধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায় যুক্তি-তর্ক মানিয়া চলা যায় না। অশনির সেই বিশ্বগ্রাসী উদ্দাম ভালবাসার সহিত সে তাহার বিচার-বিবেচনাপূর্ণ সাধ্‌ঘাট বাঁধা ভালবাসার আবার তৌল করিতে চায় না কি? ছিঃ! সে কি তাঁহার যোগ্য! রেবা কল্পনা-নেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের একখানা রঙিন চিত্র আঁকিয়া দেখিতে চাহিল।—চিত্রখানা বড় মলিন দেখাইল। অশনির মনের এ তীব্র অনুরাগ কে জানে কতদিন স্থায়ী হইবে! উদ্দীপনার অবসানে শুধু রেবার প্রেমই কি তাহার পরিত্যক্ত অতীত জীবনের সকল পুরাইতে পারিবে? যে-সমাজ রেবার সহিত তাহার আবাল্যের বন্ধুত্বেও তাহাকে আকৃষ্ট

করিতে পারে নাই, শুধু একটা বন্ধনের স্বীকার-উক্তিতেই সে কি নিজে হইতে মনে-প্রাণে তাহার আপন হইবে? তুচ্ছ রেবার জন্য এতখানি ক্ষতি সহিতে মন তাঁহার দুই দিনেই হয়ত অস্থির হইয়া উঠিবে। পুরাতনের জন্য মন যখন তাঁহার হাহাকার করিবে, রেবা তাঁহাকে তখন কোন্ সান্ত্বনা দিবে!

রেবা ভাবিয়া দেখিল, অশনির মঙ্গলের জন্য অশনিকে ত্যাগ করা ছাড়া, তাহার আর দ্বিতীয় পথ নাই। যে ভালবাসা প্রিয়ের ক্ষতি করে, সে ভালবাসা ত ভালবাসা নয়! সে উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসা কখনও স্থায়ী হয় না; তাতে সুখ ত নাই-ই, তৃপ্তিও নাই। রেবা মনে মনে বলিল, 'তুমি আমায় হৃদয়হীনা বল্‌বে, কিন্তু আর উপায় নেই। তোমার কাছ থেকে আমি সরে যাব;—আমায় ভুলে যেতে সুযোগ দেব; তা হলেই তুমি সুখী হ'বে। চোখের নেশা ফুরিয়ে গেলে, হয়ত, তুমি আমাকে ভুলেও যাবে।' অশনি তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, মনে করিতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি তেমন ভালবাসেন নি ত! যে ভালবাসায় সংসারের স্বার্থ ভুলিয়ে দেয়, এ ত সে ভালবাসা নয়! তাঁর চোখের বাইরে গেলে, হয় ত, মনের বাইরেও চলে যাবে। রেবা ভাবিল, এই না সে বলিতেছিল প্রাণ ঢালিয়া সে অশনির মত ভালবাসিতে পারে নাই! এ দুর্ব্বোধ্য মন লইয়া সে এখন কি করিবে? সে তাঁহাকে বন্ধনে ফেলিয়া দুঃখে ডুবাইবে না। মায়ের কোল, সমাজের বক্ষ হইতে সে তাহাকে ছিঁড়িয়া আনিবে না। সে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে দৃঢ়সংকল্প। তবু অশনি যে তাহাকে ভুলিয়া যাইবে এ চিন্তাও তাহার অসহ্য মনে হইতেছিল।

রেবার জীবনের সমস্ত সাধ, সব কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল, বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনও তাহার সেই সঙ্গে ফুরাইয়াছে। অশনির প্রশ্নের সে উত্তর দিয়াছে। চিঠিতে লিখিয়া নয়; নিজের মুখেই সে জবাব দিয়াছে। সেই সঙ্গে অশনির সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে। চিরজীবনের পাথেয়রূপে সে যখন অশনির বন্ধুত্ব চাহিয়াছিল, অশনি রাগ করিয়া বলিয়াছিল, 'মাপ কোরো। যদি নিতান্তই তোমায় ভুল্‌তে না পারি, শত্রু বলেই মনে কোর্ব্বো;—বন্ধু নয়।' উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসগুলা রুদ্ধ বক্ষের বাহিরে আসিবার জন্য যখন বিদ্রোহে ঠেলাঠেলি লাগাইয়া শ্বাসরোধ করিয়া দিতে চাহিতেছিল, তখনও সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত হাসি-মুখেই সে বলিয়াছে, "সেই ভাল; তোমার বন্ধুতার চেয়ে শত্রুতাও আমার কাম্য। তুমি এমন হতে পার, তা আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি নি, অশনি!" একথার পরেও অশনি যখন একান্ত ব্যাকুলতার সহিত সকাতরে কহিয়াছিল, "বল, কখনও কোন দিন—যত দীর্ঘ দিন পরেই তা আসুক্, কোন আশা আমি রাখ্‌ব কি না?" তখনও অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে রেবা বলিয়াছিল, "কালের জরিমানায় ধর্ম্ম কখনও ছোট হয় না। তোমায় আমি শ্রদ্ধা কর্ত্তুম, অশনি! সেটুকু আমার থাক্‌তে দাও। যা অসম্ভব তা কখনও সম্ভব হয় না। ও-সব পাগ্‌লামী বুদ্ধি ছেড়ে

দাও। জান ত তোমাদের শাস্ত্রই বলেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" এ কথার পর "বেশ তাই হবে" বলিয়া সেই যে অশনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে, তারপর আর সে রেবার কোন সংবাদ লয় নাই।

রেবার ইচ্ছা করিতেছিল সে অশনির কাছে মাপ চাহিয়া বলে, সে মিথ্যাবাদিনী, তাই অবলীলায় অতবড় মিথ্যা বলিতে পারিয়াছে। সে তাঁহাকে শুধু শ্রদ্ধা করে না, ভালবাসে; সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসে। কিন্তু সে কথা সে কেমন করিয়া বলিবে? সে যে দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই অশনির মন দেখিতে পায়। একবার এতটুকু দুর্ব্বলতা জানাইলে অশনি কি আর তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে! যত কঠিনই হউক, অশনির মঙ্গলের জন্য অশনিকে ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে যাওয়া ছাড়া রেবার আর গতি নাই। সে তাই যাইবে। খুড়ীমাকে সে বুঝাইয়াছিল, কলিকাতা গিয়া কোথাও কোন কাজ সে খুঁজিয়া লইবে; নচেৎ বসিয়া খাইলে কয়দিন চলিবে? কুবেরের ভাণ্ডার ত তাহার নাই।

খুড়ীমা চোখে কানে কম দেখেন ও শোনেন। তবু যতটুকু বুঝিলেন, তাহাতে মনে করিলেন, বিদেশে কোথাও সরিয়া যাওয়াই ভাল। মেয়ের যেন দশ দিনে দশ বছর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার সে সদানন্দময় বালিকা-ভাব আর নাই। চিন্তাশীলা যুবতী রাতারাতির মধ্যেই যেন প্রৌঢ়ত্বে উপনীতা হইয়াছে। কেন যে এমন হইল তাহার খবরও তিনি জানিতেন। সস্নেহে তিনি রেবাকে বুঝাইলেন, "কেন নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছিস্ মা! অশনিকে তুই কোন্ অপরাধে বিয়ে কর্ত্তে চাইচিস্ নে?"

রেবা আজ তাহার একমাত্র আত্মীয়ার কাছে চোখের জল লুকাইতে পারিল না; কাঁদিয়া কহিল, "ও-কথা বোল না খুড়ী-মা! আমার জন্যে তিনি এত ছোট হয়ে যাবেন,—এ আমি সইতে পার্‌বো না!"

খুড়ীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তবে কল্‌কাতাতেই চল। এখানে আর টেক্‌বে কেমন করে? আহা, বাছা অশনির মনেও এত ছিল!"

(৪)

রেবার উপর রাগ করিয়া অশনি কিছুদিন শূন্য বাড়ীখানাই আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল; রেবার আর সংবাদ লইল না। রাখটা কমিয়া আসিলে সে মনে করিল, রেবা, বোধ হয়, এইবার নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারিবে; পারিয়া ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইবে। সে ত রেবাকে বরাবর দেখিয়া আসিতেছে। অবহেলা সহিয়া সে আর কতদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে? এমন রাগারাগি তাহাদের কতবার হইয়াছে, কিন্তু রেবাই আগে সাধিয়া ভাব করিয়াছে। কোন দিনই অশনিকে সাধিতে হয় নাই। রেবাই সাধিয়াছে। অসহ্য উৎকণ্ঠা বহন করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল। রেবার নিকট হইতে ক্ষমা-প্রার্থনা বহন করিয়া কোনও মূকবার্ত্তাবহই আসিল না।

একদিন সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া সকাল বেলা বিছানা হইতে উঠিয়াই অশনির মনে হইল, তাই ত এবারকার কলহের বিষয়টা ত ঠিক্ অন্যবারের মত নয়। যতই হোক্ বিবা-

হের বিষয় লইয়া যখন গেল, তখন সে স্ত্রীলোক আগে ক্ষমা চাহিতে পারে না। নিজেকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া অশনি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া নিজেই রেবার উদ্দেশ্যে যাইতে প্রস্তুত হইল। বাড়ীর বাহির না হইতেই দরোয়ান একখানা পত্র অশনির হাতে দিল। হাতের লেখা দেখিয়াই অশনি বুঝিল, চিঠি রেবার। মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের ক্ষুব্ধ অভিমান ঝড়ের মুখে তৃণগাছির মত কোথায় উড়িয়া গেল। তাহার অনুমান তবে ভ্রান্ত নয়। রেবা চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আগেই চিঠি লিখিয়াছে। নির্ব্বোধ কেন সে মিথ্যা ঝোঁকে নিজেও কষ্ট পাইতেছে, অশনিকেও পীড়িত করিতেছে? ভগবানের ইচ্ছাই যদি ইহাতে না থাকিবে, তবে কেন সে এমন করিয়া তাহার সমাজ-সংসারের বাহিরে একমাত্র অশনিকেই অবলম্বন করিয়া এত বড়টি হইয়া উঠিয়াছিল? ভগবানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ইহার তলে আছে বই কি!

অশনি ঘরে ফিরিয়া প্রথমে খামে মোড়া চিঠিখানা মুঠি করিয়া করতলে ধরিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। একেবারে খামখানা খুলিয়া ভিতরের অপূর্ব্ব রহস্যটুকুকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলিতে তাহার সাহস হইল না। সে ভাবিল, ভাল খবর নিশ্চয়ই আছে—তবু—!

কাঁচি দিয়া খামের একাংশ সন্তর্পণে কাটিয়া ভিতরের ভাঁজ করা কাগজখানি বাহির করিয়া অশনি টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল। তাহার হাত কাঁপিতেছিল। কিন্তু একি—! লেখা অল্পই, পড়িতে এক মিনিটও সময় লাগিল না। চিঠিখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া অশনি বিছানায় শুইয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা—

"অশনি! বিশেষ প্রয়োজনে আমার আজন্মের শত সুখ-দুঃখের স্মৃতিমণ্ডিত প্রিয়তম কাশী ছাড়িয়া আজ দূরান্তরে চলিলাম। জানি না, ভাগ্য আর কখনও দিন আমায় আমার জন্মভূমির কোলে ফিরাইয়া আনিবে কি না। ভাবিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব; উচিতও ছিল তাই, কিন্তু সুবিধা হইল না। খুড়ীমা ভাইয়ের কাছে লাহোরে থাকিবেন, অগত্যা আমারও তাই গতি। জীবনে অনেক অপরাধ তোমার কাছে করিয়া গেলাম। পার ত মাপ করিও। মনে করিও রেবা বলিয়া এ সংসারে কেহ ছিল না। বিদায়—

রেবা।"

রেবা চলিয়া গেল? যাইবার সময় একটা মুখের কথা বলিয়াও গেল না! হৃদয়হীনা নারী! যাহার অশনির সহিত কথা কহিয়া কথা ফুরাইত না, চিঠি লিখিয়া কাগজে কুলাইত না, সেই রেবা এত শীঘ্র এমন পর হইয়া গেল! কি অপরাধ অশনি করিয়াছিল? রেবাকে ভালবাসিয়া সংসারের সকল ক্ষতি অম্লান মুখে সহিতে চাহিয়াছিল, এই না তাহার অপরাধ? কিন্তু এ পলায়নের ত কোন প্রয়োজনই ছিল না! তাহার আদেশই যে অশনির নিকট যথেষ্ট। এতটুকু বিশ্বাসও সে আর রাখিতে পারিল না। অশনির দুই হাতের বদ্ধাঞ্জলি, মুখের কঠোর ভাব, ললাটের কুঞ্চন-রেখা, তাহার অন্তর-যুদ্ধের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছিল। সে মনে মনে বলিল,

এ ঠিক্ হয়েছে! সে পাষাণে প্রাণ সঁপিতে চাহিয়াছিল, এ তাহার যোগ্য প্রতিফল। রেবা তাহার কেহ নয়। রেবা বলিয়া এ সংসারে কেহ তাহার ছিলও না। তবু যুক্তির দুর্ব্বল বাধা ঠেলিয়া অন্তরের দীন ক্রন্দন কেবলি কাঁদিয়া বলিতে থাকে, সেই যে তাহার সব। তাহার জন্য সে যে সকলি ছাড়িতে চাহিয়াছিল! চিরপ্রার্থিত মাতৃক্রোড় হইতে চ্যুত হইতেও সে যে ভয় করে নাই! তবে কেমন করিয়া সে মনে করিবে, সে তাহার কেহ নয়, কেহ ছিলও না? সে তাহার বন্ধু নয়, প্রিয় নয়, সর্ব্বস্ব নয়? অশনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন অশনি তাহার জেঠা-মহাশয়ের পত্রের উত্তরে লিখিয়া দিল, সে দেশে যাইতেছে। আনন্দবাবুর কন্যা কনকলতাকে বিবাহ করিতে তাহার আপত্তি নাই।

(৫)

সুদীর্ঘ দশটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অশনিকান্ত ঘোষাল এখন আর কলেজের ছাত্র নয়। সে এখন একটা মহকুমার ছোট খাটো হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সে ডেপুটি হইয়া দুই তিনটা মহকুমার জলবায়ু-পরীক্ষান্তে সম্প্রতি বদলী হইয়া আরামবাগে আসিয়াছে। সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা। অশনি স্ত্রী-পুত্রদের একদিনও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; তাই জাহাজের বোটের মত তাহারা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া থাকে। অশনির স্ত্রী কনকলতা রূপসী না হইলেও প্রকারান্তরে নামের সার্থকতা দেখাইয়াছিল। ধনি-কন্যা স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যধিক আদরে বর্দ্ধিত হওয়ায় নিজেকে সংসারের কোন উপকারে লাগিবার উপযোগী করিয়া গড়িতে ত পারেই নাই; বরং সে-ই সম্পূর্ণরূপে সংসারের কাছে উপকার লইতেই শিখিয়াছিল। তাহার উপর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর গুণে তাহার স্বাস্থ্যও ক্রমে খারাপ হইতেছিল। সম্প্রতি সে সন্তান-সম্ভাবিতা। অশনি স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শে বলকারক পথ্য এবং বিজ্ঞাপন দেখিয়া "প্রসূতি-রক্ষক" "নানাবিধ টনিক" 'পিল' গিলাইয়াও তাহার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বল-সঞ্চার করিতে পারিল না। কাশীতে মাতা এবং কলিকাতায় শ্বশুর কনককে লইয়া যাইতে চাহিলে, কেন যে তাহাকে পাঠায় নাই, তাহা ভাবিয়া অশনি এখন মনে মনে নিজের বিবেচনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতেছিল। এখন আর সময়ও নাই।

ব্যাঘ্র-ভীতি-সঙ্কুল স্থলেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। দুইদিন প্রসব-বেদনা-ভোগে কনক-লতার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছিল। এখানকার একমাত্র শিক্ষিতা ধাত্রীটিও এই সময় পীড়িতা। ডাক্তার কহিলেন, "আর এক উপায় আছে। মিস্ গুহার ধাত্রী বিদ্যা চমৎকার। তিনি ব্যবসাদার ধাত্রী ন'ন বটে, কিন্তু ভারী হাত-যশ। একবার যদি তাঁকে আন্‌তে পারা যেত! তাঁরও শরীর ভাল নয়; কিন্তু দরকারের সময় নিজের অসুখ বিসুখ কিছুই তাঁর মনে থাকে না। তবে ঐ ভারী দোষ!—বা'র করে আনাই কঠিন।"

বিপদের সময় মানাপমান দেখিতে গেলে চলে না। অশনি চটি জুতায় পা গলাইয়া সার্টের বোতাম না আঁটিয়াই ধাত্রীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিল। সে গিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া

যেমন করিয়াই হউক তাঁহাকে লইয়া আসিবে। নহিলে কনককে বাঁচান যাইবে না।

মাননীয় অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় অগত্যাই মিস্ গুহকে বাহিরে আসিতে হইল। দশ-বৎসরের পর দেখা। কালের হস্তক্ষেপে আকৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তবু পরস্পরকে চিনিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। এ অতর্কিত সাক্ষাতের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না; তাই কিছুক্ষণ দুইজনকেই চুপ করিয়া মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অশনির প্রয়োজন অধিক; শীঘ্রই সে আত্মস্থ হইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাইল,—"সদাশয়া মিস্ গুহের অনুগ্রহের উপরেই তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে। তাহার স্ত্রীর জীবন-রক্ষা না করিলে, শুধু দুইটা নয়, তিনটা প্রাণীরই মৃত্যুর সম্ভাবনা। রেবার মনে পড়িল, আর একদিন অশনি তাহার কাছে এমনি করিয়াই কাতর প্রার্থনায় জীবন-ভিক্ষা চাহিয়াছিল;— বলিয়াছিল, "তুমি ত্যাগ কর্‌লে আমি বাঁচ্‌ব না।" সে অগ্রসর হইয়া সান্ত্বনার সুরে কহিল, "ঈশ্বরকে জানান্;—আমার দ্বারা চেষ্টার কোনও ত্রুটী হ'বে না।—চলুন্।"

(৬)

সারা-রাত্রি অত্যন্ত গোলমালের পর সকালের দিকে বাড়ীখানা ঘুমন্ত পুরীর মত একেবারেই নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রসূতির খবর পাইয়া অশনির মা এবং কনকলতার বাপ্ আগের রাত্রেই আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। ছেলেমেয়েগুলির ঝঞ্ঝাট পোহানয় মুক্তি পাইয়া অশনি হাঁপ্ ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

দারুণ কষ্ট ভোগের পর মৃত পুত্র প্রসব করিয়া রক্তহীন কনকের জীবনী-শক্তি আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, "কৃত্রিম উপায়ে অন্যের দেহ হইতে রোগীর দেহে রক্ত-প্রদান ভিন্ন রক্ষার উপায় নাই।" শাশুড়ী, স্বামী এবং বুড়া বাপ্ প্রমাদ গণিলেন। যথেষ্ট পুরস্কার প্রতিশ্রুত হইয়াও অশনি রক্ত দিবার লোক সংগ্রহ করিতে পারিল না। বাপ্‌রে! পয়সার জন্যে গায়ের রক্ত দেওয়া যায়! অশনি যুবপুরুষ দেহও সুস্থ, কিন্তু কাটা-ফোঁড়ায় তাহার বড় ভয়। ডাক্তারকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোন উপায় নাই?" ডাক্তার কহিলেন, "না।" সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রেবা কহিল, "ডাক্তারবাবু, আপ্‌নি প্রস্তুত হোন্। আর দেরী হলে ওঁকে রাখ্‌তে পার্‌বেন না। রক্ত আমি দেব।"

অশনি ক্ষোদিত-মূর্ত্তির মত চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, "মিস্ গুহ, আমায় মাপ্ কর। তোমায় আমি নিজের মেয়ের মত মনে করি। তোমার প্রাণ যে কত দরকারী তা আমি জানি। তোমার যা শরীর, তাতে যে পরিশ্রম তুমি পরের জন্যে কর, তাই ঢের—।"

রেবা বাধা দিয়া কহিল, "ওঁকে বাঁচাতেই হ'বে; আমি কথা দিয়েচি। ডাক্তারবাবু, আপ্‌নার পায়ে পড়ি—আমার চেষ্টার ত্রুটিতে যেন দুর্ঘটনা না হয়। আমার সত্য রক্ষা কর্‌তে দিন।"

অনেক বাত-বিতণ্ডার পর রেবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অগত্যাই ডাক্তারকে সম্মত হইতে হইল। সহ্যশীলা রেবা শান্তভাবে

ডাক্তারের অস্ত্রোপচারে আত্মসমর্পণ করিলে, অশনি কক্ষ হইতে পলাইয়া গেল। মা বাহিরে "হরির তলায়" মাথা কুটিয়া সেই অনাচারদুষ্টা অসমসাহসীক-নারীর সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যথেষ্ট জরিমানা "মানস" করিয়া দেবতার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের অনুমান ভুল হয় নাই। নূতন শোণিত-সংগ্রহে কনকের জীবনের আশা ফিরিয়া আসিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠিল।

ডাক্তারের আদেশে রেবা এখনও বিছানা ছাড়িয়া উঠা-বসা করিতে পায় না। ডান হাতের যে শিরা ছেদন করিয়া রক্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ক্ষত পূরিয়া আসিয়াছে। দুর্ব্বলতা এখনও সারে নাই। মা ছেলেপুলে, রোগী এবং সংসারের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া অবসর পাইলেই রেবার কাছে আসিয়া বসেন। কখনও তাহার গায়ে মাথায় স্নেহের হাত বুলাইয়া দিয়া বলেন, "আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্, আর কখনও এমন দুঃসাহসের কাজ করবি না। বাবা! ধন্যি মেয়ে তুই! বাছা, মনে কল্লেও গা শিউরে ওটে। রেবা তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসে। রেবা বাড়ী যাইতে চাহিলে অশনির মা কহিলেন, "তাকি হয়? আগে ভাল করে সেরে ওঠ্। যে তোর শরীরে যত্ন বাছা! বাড়ীতে কেবা দেখ্‌বে, কেবা যত্ন করবে? খুড়ীটিও ত নেই! তাই ত বলি বিয়ে কল্লে এদ্দিনে এক ঘর ছেলে পুলে হোত! কি যে ধিঙ্গি হয়ে রইলি! এখানে ত আর জলে পড়িস্ নি! এও তো তোর নিজের ঘর।"

অশনির মার মুখের পানে চাহিয়া রেবার আবার অতীত জীবন মনে পড়িতেছিল। সেই অনাবিল আনন্দের নির্ঝর সুদূর অতীতে! কি মধুর তাহার স্মৃতি! রেবার জীবনে তেমন দিন আর আসিবে না। মনে পড়ে, অশনির সহিত একত্র খেলা-ধুলা—একত্র বিদ্যাশিক্ষা—মায়ের কোল-মায়ের স্নেহ! একবৃন্তে, ভিন্নজাতি দুইটি ফুল কি শোভনীয় মাধুর্য্যেই তাহারা ফুটিয়াছিল! সে সব সুখের কথা এখন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়।

দুপুরবেলা একা বিছনায় পড়িয়া রেবার কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিন কিছুতেই আজ যেন আর কাটিতেছিল না। হয়ত, কনক এখন একা বিছানায় পড়িয়া তাহারই মত এ-পাশ ও-পাশ করিয়া দিন কাটাইতেছে! অশনি এ সময় কাছারীতে বন্ধ থাকে, তাই কনকের ঘরে যাইবার অদম্য লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। চলিতে এখনও পা টলিতেছিল, তবুও সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। মা অশনির ছেলে-মেয়েদের লইয়া বারাণ্ডায় মাদুর বিছাইয়া ঘুমাইয়াছেন। উঠানে শ্যামার মা বাসন মাজিতেছিল, অন্য ঝি-চাকরেরা দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের আশায় কে কোথায় গিয়াছে!

কনকের ঘরে যাইতে গিয়া সহসা অশনির কণ্ঠ-স্বরে বাধা পাইয়া রেবা বাহিরেই দাঁড়াইয়া পড়িল। কাজ বেশী না থাকায় অশনি সে-দিন হাঁটিয়াই সকাল সকাল বাড়ী আসিয়াছে। তাই রেবা তাহার ফিরিয়া আসার খবর জানিতে পারে নাই। রেবা শুনিল,

অশনি বলিতেছিল, "মা বুঝি, গল্প কর্‌বার আর লোক পান্ নি!—ও একটা ছোটবেলার পাগ্‌লামী! এখন মনে হলেই ভয় হয়। কি রক্ষেই পাওয়া গেছে!" স্বামীর আদরে গলিয়া কনক আদরের সুরে কহিল, "রক্ষেটা কিসের? অমন সুন্দরী, বিদ্বান্, কত সেবা-যত্ন জানে!" পত্নীর রুক্ষচুলের গোছা ধরিয়া, আদর করিয়া অশনি কহিল, "থামুন পাদ্‌রী-মশাই। আর বক্তৃতা দিতে হবে না। জান ত হিঁদুর বিয়ে এক জন্মের নয়! তুমিই যখন আমার জন্ম-জন্মান্তরের স্ত্রী, তখন মুখ্যই হও, আর কুচ্ছিৎই হও, তোমায় যে আমায় পেতেই হোত! ও আমার কে? কেউ না—।"

রেবা নিঃশব্দে আপনার নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল। বুঝি, এত দিন এই কথা শুনিবার জন্যই মন তাহার মনের ভিতর তৃষিত হইয়াছিল। অশনির মঙ্গল কামনায় সে তাহার আত্মবিসর্জ্জনের মূল্যে যথার্থই অশনির মঙ্গল ক্রয় করিতে পারিয়াছে কি না—এ সন্দেহের অনুতাপ দশবৎসর ধরিয়া তাহার বুকে তুষানলের মতই ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিয়াছে। কতদিন মনে হইয়াছে, হয় ত হৃদয়ের সে গভীর ক্ষত কালেও মিলাইতে পারে নাই। না; সে ক্ষত ত নাই-ই; শুধু সামান্য আঁচড়ের দাগমাত্র। সে তাহার প্রিয়তমের দুঃখের হেতু নয়;—তাঁহাকে মাতৃক্রোড়, আজন্মের বিশ্বাস, সমাজ, পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম হইতে নিজের স্বার্থের সুখের মধ্যে না টানিয়া আনিয়া ভালই করিয়াছে।

রেবা মাটিতে বসিয়া দুই হাত যোড় করিয়া ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধায় ভূমে লুটাইয়া প্রণাম করিল।—"প্রভু! স্বামী! পিতা! শুধু তাঁকে নয়, আমাকেও তুমি রক্ষা করেছ!—তোমার করুণাময় নাম সত্য!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

দুর্দ্দিনে।

[১]

আঘাত কর আঘাত কর
অমোঘ রাজ-দণ্ডে;
প্রখর তব শাসনে যেন
সকল দোষ খণ্ডে।
নিরাশা যাক্ বাতাসে ঘুচি,
ধুইয়া হিয়া লহ গো মুছি,
পোড়ায়ে মোরে করহ শুচি
পাবক-হোম-কুণ্ডে।

বেদনা-মাখা সাধনা তব
জেনেছি আমি মর্ম্মে;
বেদনা-পথে সাজিব নব
বেদনা-সহা বর্ম্মে।
কখনো যদি বেদনা পাকে
পরাণ মম কাঁদিতে থাকে,
নয়ন-বারি লইব ভরি
মরম-হেম-ভাণ্ডে।

[২]

যেমন ধারা বহিছে ঝড়
গগনে,
তেমনি তব নৃত্য কর
এ মনে।
জমাট যত আঁধার-আলো,
হাওয়ার তালে উড়িয়ে চলো,
বিজলী-বোনা আলোক ঢালো
নয়নে।
গরজি মেঘ জাগায়ে দি'ক
বেদনা;
বাদল-ধারে ধৌত কর
সাধনা।
যা'কিছু আমি গড়েছি বসে,
সকল যাক্ নিমেষে ধসে,
তোমার বাজ পড়ুক্ খসে'
চেতনে।

[৩]

আজ্ যে তোরে শুধ্‌তে হবে
আনন্দেরি দেনা;
তরল হাসির গরল দিয়ে
হয়েছে যা কেনা!
জীবন-বীণা লয়ে করে
কি গাহিলি জীবন ভরে?
চপল গানের উতাল স্বরে
জীবন কি যায় চেনা?
হাস্‌লি যত ক্ষিপ্ত হাসি
অকারণের গানে,
সে-সকল আজ যাবে ভাসি
ব্যথার বিপুল টানে।
আমোদ-প্রমোদ হয়ে তরল
রচে তোরই নয়নের জল,
সেই জলে সব যৌবন-মল
এবার ধুয়ে নে না!

দুরবেশ।

সংবাদ।

১। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।—এই বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগণ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—

প্রথম বিভাগ।

লীলা বসু—ডাওসেসন, মবেল ক্যাথারিন—ঐ, গীতা চট্টো—ঐ, চন্দ্রমুখী সিংহ—গার্ডেন মেমোরিয়াল, মালতীমালা সরকার—ঐ, শেফালিকা রায়—ব্রাহ্মবালিকা স্কুল, ফুলবালা গুপ্ত—ঐ, সুধীরবালা গুহ—ঐ, কনকলতা খাস্তগিরি—ঐ, সুবোধবালা রায়—বেথুন, সুধা চট্টো—ঐ, মণিকা চট্টো ঐ, প্রীতি দাস—ঐ, চপলা দেবী—ডাক্তার খাস্তগিরি বালিকা বিদ্যালয়, প্রমীলা ঘোষ—ছোটনাগপুর গার্লস স্কুল, সুমতি দত্ত—ঐ, সুপ্রভা কর—কটক রাভেন্সা, প্রীতিকণা দাস—ঐ, অমিয়া পাল—বাঁকিপুর বালিকা, সুমতিবালা দাস—ঢাকা বালিকা, নিখিলবালা গুপ্তা—ঐ, গৌরীপ্রভা দুয়ারা—ছোটনাগপুর বালিকা, স্নেহপ্রভা সরকার—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা, প্রেমমালা সিংহ—ঐ, অমিয়া বিশ্বাস—ঐ, সুনীতিবালা রায়—ঐ, কুলবালা সরকার—ঐ, শুদ্ধকণা চক্রবর্ত্তী—ছোটনাগপুর বালিকা, সুধা দত্ত—দার্জিলিং মহারাণী হাই স্কুল, লাবণ্যপ্রভা বসু—ঐ, সুষমা সিংহ—বহরমপুর প্রাইভেট, শান্তিময়ী দাসী—ছোটনাগপুর বালিকা, লাবণ্য বন্দ্যো—ঐ, চিরপ্রভা বসু—ঐ, সীতা সরকার—বেথুন, সুষমা চক্রবর্ত্তী—বাঁকিপুর বালিকা, প্রীতিলতা গুহ মল্লিক—ঐ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুশীলাবালা মুখো—ডাওসেসন, ভিক্টোরিয়া মবেলসেন—ঐ, রামা জুদা—ঐ, সেরা এইনি—ঐ, সরোজ চক্রবর্ত্তী—গার্ডেন মেমোরিয়াল,

হৈরু মমিন—ইউনাইটেড মিশনরী, প্রেমবালা সাহা—ঐ, সরোজিনী বসু—ঐ, সুষমা দত্ত—ব্রাহ্মবালিকা, মনোরমা রায়—ঐ, সরলা সাধুখাঁ—ঐ, নীহারিকা মল্লিক—ঐ, মীরা চট্টো—ঐ, সুশীলা সাধুখাঁ—ঐ, শোভনা নন্দী—ঐ, জ্যোৎস্না সেন—প্রাইভেট; লাবণ্য-প্রভা দে—সি, এম, এস; শান্তিলতা চৌধুরী—মহারাণী হাইস্কুল দার্জিলিং; প্রিয়বালা সলোমন—ইউ এফ্ সি হাই, শশিকলা সিংহ—ঐ; মৃন্ময়ী রায়—প্রাইভেট; কমলকামিনী রায়—রাভেন্সা কটক; সৌভাগিনী দাস—ঐ, লিলি দাস—ঐ; শৈলবালা রাউথ—ঐ; মা টোনমে—শিক্ষয়িত্রী; শিশিরকুমারী সেন—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা, সুমতিবালা রায়—ঐ, লীলাবতী ঘোষ—ঐ; লীলাময়ী চক্রবর্ত্তী—প্রাইভেট; মাধুরীলতা চৌধুরী—মহারাণী হাই দার্জিলিং; স্নেহলতিকা হালদার—ঐ, উৎস ঘোষ—ছোটনাগপুর বালিকা; বিধান মজুমদার—ভিক্টোরিয়া ইন্, কলিকাতা।

তৃতীয় বিভাগ।

প্রতিভাবালা দাস—সি, এম, এস্।
নলিনীবালা জোন্স—গার্ডেন মেমোরিয়াল্।
স্নেহলতা সামন্ত— ঐ
স্মিতমুখী চক্রবর্ত্তী— ঐ

২। ইংরাজ মহিলাগণ পুরুষদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষদিগকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। সম্প্রতি ভারতের গবর্ণর জেনারেলের ও বাণিজ্য-মন্ত্রীর কন্যাদ্বয় শিমলা-পর্ব্বতে কেরাণীর কর্ম্ম শিখিতেছেন।

৩। ল্যাণ্ডন রোণাল্ড্-নামক ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রবিবাবুর কতকগুলি কবিতায় স্বর-সংযুক্ত করিয়া সঙ্গীতের আকারে প্রকাশ করিতেছেন।

৪। ১৯১৮ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ঐ সালের ৪ঠা মার্চ্চ, ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা ১৫ই মার্চ্চ এবং বি এ ও বি এস্-সি পরীক্ষা ৪ঠা এপ্রিল আরম্ভ হইবে।

৫। ইংলিশম্যানে প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চাশ জন আবদ্ধ বাঙ্গালী যুবক স্ব স্ব বাটীতে থাকিবার আদেশ পাইয়াছে।

৬। টিকারির মহারাজকুমার বাঁকিপুরে ভারতীয় বালিকাদের বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত কলেজ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৩ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ৫ হইতে ১৮ বৎসরের বালিকাদের পর্দ্দার মধ্যে থাকিয়া পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে।

তপস্যা।

(২)

মধুমতী-তীরে কমলাপুর একখানি খণ্ডগ্রাম। গ্রামে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস আছে। তন্মধ্যে হরনাথ রায় একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। হরনাথবাবু অতিশয় ধার্ম্মিক এবং নিষ্ঠাবান্ কায়স্থ। তিনি কোনও আফিসের চাকুরে নহেন। তাঁহার কিছু জায়গা-জমী ছিল; তদ্দ্বারাই তাঁহার বেশ সচ্ছলে চলিয়া যাইত। পরের দাসত্ব তাঁহাকে করিতে হইত না। বিলাসিতাই মানবের অভাবের সৃষ্টি করিয়া দেয়। হরনাথবাবুর সে-সকল কিছুই ছিল না। কাজেই, তিনি নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। পত্নী রাজলক্ষ্মী ভিন্ন তাঁহার পরিবার-মধ্যে আর কেহ ছিল না। এই দম্পতী পরোপকার জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পরের কার্য্য ভিন্ন কখনও তাঁহারা অলসভাবে গৃহে অবস্থান করিতেন না। গ্রামের লোকের যাহার যখন যে কার্য্যের আবশ্যকতা হইত হরনাথবাবু তৎক্ষণাৎ সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতেন। কোথায় কাহার ছেলে পীড়িত, ডাক্তার ডাকিবার লোকাভাব, হরনাথবাবু অবিলম্বে ডাক্তার ডাকিয়া আনিতেন। কাহারও বাড়ীতে মৃত দেহ পড়িয়া আছে, সৎকার করিবার লোক

নাই, হরনাথবাবু তাহাকে বহিয়া লইয়া সৎকার করিয়া আসিতেন। কেহ বা রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই; হরনাথবাবু রোগীর নিকটে বসিয়া দিবানিশি অক্লান্তভাবে তাহার শুশ্রূষা করিতেন। আবার কোনও প্রতিবেশীর হাট-বাজার করিয়া দিবার আবশ্যক হইলে, তাহাও করিয়া দিতেন। কোনও প্রতিবেশীর লাউ-মাচা, পুঁইমাচা বাঁধিতে হইবে; সেখানেও হরনাথবাবু কোমরে গামছা বাঁধিয়া কাটারি লইয়া উৎসাহের সহিত বাঁশ-বাঁখারি কাটিতে লাগিয়া যান। পাঠিকা-ভগ্নীগণ, হয় ত, একথা শ্রবণ করিয়া হাস্য-সংবরণ করিতে পারিবেন না; বলিবেন, "বাবুতে আবার কে কবে বাঁশ কাটে? মাচা বাঁধে? বাবু লোক ত 'পাম্পসু' পায়ে দিয়া, চুড়িদার গায়ে দিয়া, চুরুট-বার্ডশাইয়ের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে গার্ডেনপার্টি জম-জমা করিবেন অথবা মুক্ত আকাশ-তলে বায়ু-সেবন করিবেন, কিম্বা ক্লাবে বসিয়া খোষ গল্প অথবা থিয়েটারের 'রিহার্সেল' দিবেন। ইহাই এখনকার বাজারে "বাবু"-দিগের কার্য্য—। তাহা না হইয়া মাথায় উড়ানী বাঁধিয়া, চটী জুতা পায়ে দিয়া, তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, পায়ে এক পা ধূলা মাখিয়া ডাক্তার ডাকিতে যায়, কোমরে গামছা জড়াইয়া বাঁশ কাটে, মাচা বাঁধে! সে বুঝি তোমার বাবু? আরে ছ্যাঃ—।" কিন্তু যাহা সত্য, তাহার অপলাপ করা নীতিবিরুদ্ধ। সদ্বংশজাত, ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান্ কায়স্থ-সন্তান যদি আপনাদের নিকটে বাবু-নামধারীর অযোগ্য হয়েন, তাহা হইলে আপনাদের যাহা অভিরুচি তাহাই বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিবেন। আমরা কিন্তু তাঁহাকে বাবুই বলিব। এই সকল গুণ ছাড়া হরনাথবাবুর আর একটি মহাগুণ ছিল। তিনি সকল লোকেরই হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারিতেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইত। ভ্রাতায় ভ্রাতায় দ্বন্দ্ব, সপ্তিকে সপ্তিকে বিবাদের তিনি মীমাংসা করিয়া দিলেই মিটিয়া যাইত। এইজন্য কমলা-পুর-গ্রামবাসিগণের অর্থ উকিল, ব্যারিষ্টার-দিগের উদর-পূর্ত্তি না করিয়া, দেশের অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইত। হরনাথবাবু ব্যতীত গ্রামবাসিগণের এক মুহূর্ত্তও চলিত না। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, তিনি সকলেরই বন্ধু। বৃদ্ধেরা পরামর্শ-গ্রহণের জন্য, যুবকেরা উপদেশ-গ্রহণের জন্য এবং বালক-বালিকারা আদর-প্রাপ্তি ও গল্প-শ্রবণের নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিত। গৃহিণী রাজলক্ষ্মীও পতির উপযুক্তা পত্নী; পরোপকারে তিনিও সিদ্ধহস্তা! কোনও বুভুক্ষু অতিথি কোনও দিন তাঁহার গৃহ হইতে অমনি ফিরিত না। তিনি নিজের আহার্য্য দান করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন। কেহ কোনও দ্রব্যের জন্য তাঁহার নিকটে আসিলে, কদাচ সে রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া যাইত না। গরিব-দুঃখীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ দয়া।

পাড়ায় স্বজাতীয়ের বাটী নিমন্ত্রণ হইলে আগে রাজলক্ষ্মীর ডাক্ পড়িত। তিনি রন্ধনশালায় গিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে অতিপরিপাটিরূপে পঞ্চাশ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ফেলিতেন। কোমরে অঞ্চলটি জড়াইয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া সেই অন্ন-ব্যঞ্জন যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির পাতে তিনি পরিবেশন করিতেন, তখন তাঁহাকে যথার্থই অন্নপূর্ণার ন্যায় মনে হইত। তাঁহার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া সকলেই প্রশংসা করিত। গ্রামের মধ্যে তাঁহার এইটী সুখ্যাতি ছিল। সহর অঞ্চলে এখন এ নিয়ম নাই। কিন্তু পল্লী-গ্রামে এখনও প্রচলিত আছে যে, দশজনকে নিমন্ত্রণ করিলে বাড়ীর মেয়েরাই রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। আমাদের এখনকার ভগ্নীগণের মধ্যে, হয় ত, রন্ধনশালায় গেলে অনেকেরই মাথা ধরিয়া উঠে, এবং রন্ধন-কার্য্যকে তাহারা অতিহেয় কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাহা মনে করিতেন না। বরং তিনি ইহাতে আনন্দিতা হইতেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথি-অভ্যাগতকে

ভোজন করান, তিনি গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। এই প্রকার তাঁহাদের বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত হইত ; অভাব অশান্তি কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা আদৌ জানিতেন না। কিন্তু একটি বিষয়ে যথার্থই তাঁহারা বড় দুঃখিত ছিলেন। এই প্রৌঢ় দম্পতী নিঃসন্তান ছিলেন। অপত্য-মুখ-দর্শনে তাঁহারা বঞ্চিত। এজন্য যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-অনুষ্ঠানের এবং ঠাকুর-দেবতার ধরণা দেওয়া, কোন বিষয়েরই ত্রুটি হয় নাই। তথাপি কি জানি, কোন দেবতা এই দম্পতীর প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়া সন্তান প্রদান করেন নাই। কিন্তু বহুদিবস পরে বহু তপস্যার ফলে তাঁহাদের এ আক্ষেপ দূর হইল। "আতুড় ঘর আলো" করিয়া একটি "চাঁদ-পানা" ছেলে রাজলক্ষ্মীর অঙ্ক শোভিত করিল। পতি-পত্নীর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

(৩)

বিধাতার খেলা ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধির অগোচর। নিয়তি চক্রের নিষ্পেষণে মানব নিয়ত নিষ্পেষিত হইতেছে। মানবের ইচ্ছা-শক্তি সকল সময়ে কার্য্যকরী হইতে পারে না। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। হায় মানব! 'আমি করিয়াছি', 'আমি করিব', বলিয়া তুমি কিসের দম্ভ করিয়া থাক! জান না, কাল তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তোমাকে নিয়ত চালিত করিতেছে? অপুত্রক দম্পতী পুত্র লাভ করিয়া অন্ধের চক্ষু-লাভের ন্যায় বড়ই আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। হরনাথবাবু বড় ঘটা করিয়া ছয় মাসে পুত্রের অন্নপ্রাসন দিলেন। শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় শিশুটী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আধ আধ ভাষায় যখন "মা মা," "বা বা" বলিয়া সে ডাকিত, তখন তাঁহারা মনে করিতেন, "সংসারে এই ত চরম সুখ! আর সুখ কোথায়? হায়! তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এই সুখের মধ্যে অচিরে একখানা যবনিকা পতিত হইবে। যখন এইরূপ আনন্দে তাঁহাদের দিন কটিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন রাজ-লক্ষ্মী জ্বরাক্রান্তা হইলেন। সেই জ্বরই তাঁহার কাল হইল। সে জ্বরের হাত হইতে আর তিনি মুক্তি-লাভ করিতে পারিলেন না। অনেক ঔষধ-পত্র খাইয়া জ্বর কয়েকটী দিনের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু পথ্য পাইবার পূর্ব্বেই আবার জ্বর দেখা দিল। পুনঃ পুনঃ তিনি এইরূপে জ্বর-ভোগ করিতে লাগিলেন। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হইল না। দেশের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক তিনিই রাজ-লক্ষ্মীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। রাজ-লক্ষ্মীর পীড়ার কোনও উপশম হইল না।

হরনাথবাবু পরের চাকুরি কখনও করেন নাই; জমা-জমীর আয়েই তাহার ক্ষুদ্র সংসার চলিয়া যাইত। আর্থিক সংস্থান তাঁহার অধিক ছিল না। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। দুই-এক-খানি জমীও বন্ধক পড়িল। কিন্তু রাজলক্ষ্মী এ বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিলেন না। একদিন তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যে আমার জন্যে এত ওষুধ-পত্তর কিন্‌ছ, মুটো মুটো টাকা দিয়ে ডাক্তার আন্‌ছ, এত টাকা কোথায় পাচ্ছ? আমার জন্যে শেষে ঋণগ্রস্ত হবে নাকি?" এ কথার উত্তরে হরনাথবাবু বলিয়াছিলেন, "কেন? তুমি কি আমাকে এতই গরিব ঠাওরালে না-কি? আমার কি এমন সংস্থান নেই যে তোমাকে ডাক্তার দেখাই?" রাজ-লক্ষ্মী অপ্রতিভ হইলেন, সেই হইতে তিনি আর কোন কথা বলিতেন না।

ক্রমান্বয়ে ভুগিয়া ভুগিয়া রাজলক্ষ্মীর দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এ সংসারের তাঁহাকে আর অধিকদিন থাকিতে হইবে না। বুঝিলেন, ভগবানের ডাক পড়িয়াছে, যাইতেই হইবে। প্রায় বৎসরাধিক তিনি এইরূপ পীড়ায় ভুগিতে লাগিলেন,—বহু চিকিৎসায়ও কোন ফলোদয় হইল না।

দিন দিন অবস্থা খারাপ দাঁড়াইতে লাগিল। একদিন ডাক্তার আসিয়া নাড়ী টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আমি ত এঁর কিছু করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, যদি আর কা'কেও দেখাতে ইচ্ছা করেন, দেখান!"

দেশের মধ্যে তিনিই প্রধান চিকিৎসক। তাঁহার মুখের এ কথা শুনিয়া হরনাথবাবুর বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। তিনি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আর জীবনের আশা নেই? আরাম কর্‌তে পার্ব্বেন না?"

চিকিৎসক দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "কি কোর্ব্বো, বলুন? আমার সাধ্য মত আমি ত্রুটী করি নি। আমরা রোগ আরাম কর্‌তে পারি, কিন্তু পরমায়ু ত দিতে পারি না!"

হর। তবে আর অন্য ডাক্তার দেখাবার কথা বল্‌ছেন কেন?

ডাক্তার। এর পরে আপনার মনে না আক্ষেপ থাকে, তাই এ কথা বল্‌ছি। আমি ত অবস্থা ভাল ব'লে বুঝ্‌ছি না।

"আপনি না ভাল কর্‌তে পার্লে আর কে পার্ব্বে?" এই বলিয়া হরনাথবাবু হতাশ ভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবু একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "দেখুন, এক কাজ করুন। কিছু দিনের জন্য 'চেঞ্জে' নিয়ে যান। তাতে উপকার হলেও হতে পারে। দুটো একটা এ-রকম রোগীকে 'চেঞ্জে' গিয়ে সেরে উঠ্‌তে আমি দেখেছি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে হরনাথবাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইবারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজলক্ষ্মী তাহা শুনিয়া নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "আর কেন? এখন যে কটা দিন বেঁচে থাকি, এখানেই থাক্‌ব। ঘর ছেড়ে কখনও কোথাও যাই নি, এ সময় আর যাব না। আমার মধুমতী ছেড়ে আমি গঙ্গা-যমুনা কিছুই চাই না! আমি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার ডাক্ পড়েছে; আমায় যেতে হবে। মৃত্যুতে আর আমার কোন আক্ষেপ নেই। আমি জীবনে যত সুখ ভোগ করিছি, খুব কম স্ত্রীলোকেই এ রকম সুখ ভোগ কর্‌তে পায়! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, লোকে যেন আমার মতন স্বামী-সোহাগিনী হতে পারে। এক দুঃখ ছিল—ছেলে হয় নি। তা' ভগবান্ সে আক্ষেপও দূর করেছেন। এখন তোমার পায়ে মাথা রেখে মর্‌তে পাল্‌লে হয়। আমাকে পায়ের ধূল দাও—আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম তোমার স্ত্রী হতে পাই। সুধীরকে দেখ। এখন হ'তে তুমিই তার মা-বাপ দুই-ই।" পত্নীর কথা শুনিয়া হরনাথবাবু চক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

উক্ত-ঘটনার এক দিবস পরে একদিন সায়ংকালে প্রেমময় পতি, শিশুপুত্র, গৃহ-পরিজন—সকলের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, পতি-পুত্রকে কাঁদাইয়া সতীলক্ষ্মী অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। হরনাথবাবু পত্নীর মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়া বালকের ন্যায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিবর্গ বহুযত্নেও তাঁহাকে সান্ত্বনা-প্রদানে সমর্থ হইল না।

প্রতিবেশীরা শবদেহ-সৎকারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিল। হরনাথবাবু প্রিয়তমা পত্নী গৃহলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মীর দেহ মধুমতী-তীরে ভস্মসাৎ করিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি শূন্যহস্তে শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সব ফুরাইল! হায়! আজি গৃহ তাঁহার পক্ষে শ্মশান-তুল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একমাত্র স্নেহময়ী প্রেমময়ী পত্নীর অভাবে আজি সমস্ত অন্ধকার! সব যেন হাহাকার করিতেছে! তিনি গৃহে আসিয়া যাহা দেখেন, তাহাতেই রাজলক্ষ্মীর স্মৃতি জড়িত দেখিতে পান। আজি যেন তাঁহার জগৎ-সংসার রাজলক্ষ্মীময় হইয়াছে! কই যখন রাজলক্ষ্মী জীবিতা ছিলেন, তখন ত এ প্রকার হইত না! বন্ধুগণ তাঁহার নিকটে বসিয়া প্রবোধবাক্য দান করিতে লাগিলেন। চিরদিন তিনি লোকের রোগে শুশ্রূষা,

শোকে সান্ত্বনা-প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, আজি তাঁহার সেই দুর্দ্দিন উপস্থিত ; উপকৃত ব্যক্তিগণ কিরূপে আজি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ?

রজনী প্রভাত হইল, আবার দিবাসুন্দরী দেখা দিল। দিন যায় আবার দিন আসে, মানুষ যায় আর ফিরিয়া আসে না। রাজলক্ষ্মীহীন গৃহে হরনাথবাবুর একটী দিবস অতিবাহিত হইল। প্রভাতে রোরুদ্যমান পুত্র সুধীর আসিয়া পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। হরনাথবাবু সুধীরকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। তিনি শোকে এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, সুধীরের কথা তাঁহার স্মরণই ছিল না। সুধীরকে একজন প্রতিবেশী লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সুধীর গৃহে যাইবার জন্য অত্যন্ত বায়না করায়, প্রভাত হইতেই তিনি সুধীরকে তাহার পিতার নিকট দিয়া গেলেন। সুধীরকে দেখিয়া হরনাথবাবুর রাজলক্ষ্মীর সেই কথাটী মনে পড়িয়া গেল।—"সুধীরকে দেখ, এখন থেকে তুমিই তার মা-বাপ, দুইই।" আর তিনি কেমন করিয়া সেই সুধীরকে ছাড়িয়া এক রাত্রি যাপন করিলেন ? মাতা হইলে কি পারিতেন ? হরনাথবাবু নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া রোরুদ্যমান সুধীরকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। বুঝি, ইহাতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। সুধীরও পিতাকে দেখিয়া, পিতার কোল পাইয়া, কান্না-কাটা ভুলিয়া গেল।

(৪)

যখন রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়, তখন সুধীরের বয়ঃক্রম চারিবৎসর মাত্র। চারিবৎসরের শিশুসন্তানটি লইয়া হরনাথবাবু একাকী সংসার-স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। যখন রাজলক্ষ্মী জীবিতা ছিলেন, তখন হরনাথ-বাবুকে কিছুই দেখিতে হইত না। তিনি পরের কার্য্য লইয়া বাহিরে বাহিরেই অবস্থান করিতেন। কিন্তু এখন হইতে তাঁহাকে প্রত্যেক কাজটী স্বহস্তে করিতে হইত। তাঁহার এমন অবস্থা নহে যে, দাস-দাসী রাখিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করাইবেন ! তদুপরি রাজলক্ষ্মীর পীড়া-হেতু কিছু ঋণও হইয়াছিল, দুই-একখানি জমীও বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। বাকি কিঞ্চিৎ সম্পত্তি যাহা ছিল তদ্দ্বারা পিতাপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইতে লাগিল। পরের চাকুরি তিনি কখনও করেন নাই,—আর এ বয়সে পরের দাসত্ব করায় তাঁহার ইচ্ছাও ছিল না। বিশেষতঃ সুধীরকে লইয়া এখন তাঁহার একপদ অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। তিনি এখন বাস্তবিকই একাধারে সুধীরের মাতাপিতা দুই-ই। সুধীরকে তেল মাখান, ভাত খাওয়ান হইতে "ঘুমপাড়ানি-মাসী"র গান গাহিয়া ঘুম পাড়ান পর্য্যন্ত তাঁহাকেই করিতে হয়। এখন একমাত্র সুধীরই তাঁহার সংসারের অবলম্বন। শোকে শান্তি, দুঃখে সহানুভূতি, কার্য্যে সহায় —সবই এখন তাঁহার সুধীর ! যখন তিনি সংসারের কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেন, সুধীর তখন তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিত, বাতাস করিত, বাগাচি খুঁটিত, আবার কখনও বা তাহার কচি কচি কোমল হাত-দু'টি দিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিত। যখন তাঁহার রাজলক্ষ্মীর স্মৃতি হৃদয়ের মধ্যে উদিত

হইয়া হৃদয়কে কূলে কূলে ছাপাইয়া, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহির্গত করিত, সুধীর তখন তাহা দেখিলে ছুটিয়া আসিয়া তাহার নবনীত-তুল্য হাত-দুইখানি দিয়া পিতার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা, তোমার চ'খে কি পলেচে বাবা?" হরনাথ বাবু তখন সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সুধীরকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মুখ-চুম্বন করিতেন। আবার যখন তিনি রন্ধন-শালায় বসিয়া রন্ধন করিতেন, সুধীর তখন তাঁহার ইন্ধন যোগাইয়া দিত; জলের ঘটিটী, পীড়িখানি আনিয়া পিতাকে প্রদান করিত। এইরূপে পিতা-পুত্রের দিন কাটিতে লাগিল।

একবার সুধীরের বড় কঠিন পীড়া হইল। জীবনের আশা ছিল না। প্রতিবেশীরা ভাবিল, বুঝি, মায়ের কোলের ছেলে মা কোলে তুলিয়া লইবেন। হরনাথবাবু আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সুধীরের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তত যত্ন, তেমন শুশ্রূষা বুঝি মাতাও করিতে পারেন না! সন্তানবৎসল পিতার স্নেহ-যত্নের বিরাম ছিল না। তিনি সুধীরের আরোগ্য-কামনায় স্ত্রীলোকের ন্যায় কত দেবতার পদে মাথা কুটিতেন, কত হরির লুট মানিতেন। দেবতারা তাঁর সে কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। সুধীর আরোগ্য-লাভ করিল। হরনাথবাবু কৃতজ্ঞতার অশ্রু মুছিতে মুছিতে গ্রাম্য দেব-মন্দিরে পূজা দিয়া আসিলেন।

হরনাথবাবু অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে জানিতেন না। পুত্রকেও সেই নীতির অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিতেন। বৃথা প্রবোধ দিয়া তিনি কখনও পুত্রকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন না। ভ্রমেও কখন পুত্রের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতেন না। মাতৃহারা শিশু যখন মাতার জন্য কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা! মা কোথায়?" হরনাথবাবু তখন ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেন "ঐ খানে!" বালক মাতাকে দেখিবার আশায় আকাশ-পানে চাহিয়া চাহিয়া যখন কিছুই দেখিতে পাইত না, তখন পিতাকে বলিত, "বাবা, আমি মায়ের কাছে যাব।" হরনাথবাবু তখন পুত্রকে বুঝাইয়া বলিতেন, "এখন সেখানে যাওয়া যায় না, বাবা! সময় হলে একদিন সকলকেই সেখানে যেতে হবে।" এইরূপে দরিদ্র হরনাথ রায়ের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল।

সন্তান-সন্ততির শিক্ষার পক্ষে তাহাদের মাতাপিতার পূত চরিত্র ও তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেরূপ কার্য্যকরী এরূপ আর কিছুই নহে। পিতার সুশিক্ষার গুণে তাঁহার সন্তানান্তে বালক সুধীর শৈশব হইতে উচ্চ-প্রকৃতির লোক হইতে আরম্ভ করিল।

বঙ্গদেশে কন্যা-দায়গ্রস্ত ব্যক্তির অভাব নাই। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হরনাথবাবুকে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিতে অনেকেই অনুরোধ করিল। কত কন্যাদায়-গ্রস্ত উমেদার আসিয়া দুই বেলা তাঁহার খোষামোদ করিতে লাগিল।

কোনও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ভাগাড়ে মরা গরু পড়িলে শকুনির পাল তাহাকে যেরূপ ঘেরিয়া ধরে, এক ব্যক্তির স্ত্রী-বিয়োগ হইলে সেই ব্যক্তিকে কন্যা-ভারগ্রস্ত ব্যক্তিরা সেইরূপ ঘিরিয়া ধরে!" কথাটা যথার্থ বটে! বাঙ্গালায়

বর-পণের সৃষ্টি হইয়া যে কি ঘোর সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে, বঙ্গবাসিগণ তাহা দেখিয়াও দেখেন না। প্রত্যেক গৃহেই কন্যাদায়, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহেই হাহাকার; তথাপি এ পণ-গ্রহণ করিতে কেহই কুণ্ঠিত নহেন। কত স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় একাদশ বা দ্বাদশ-বর্ষীয়া কন্যা পঞ্চাশবৎসরের বৃদ্ধ-পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া মাতাপিতা কন্যা-দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। হায়! এরূপ বিবাহের নাম কি কন্যা-দান? ইহা যে প্রকৃত পক্ষেই "বলিদান!" এরূপ বিবাহ না দিয়া কন্যাকে চিরকুমারী রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ! কন্যা একটু বয়স্থা হইলেই, জানি না, সমাজের কি এমন সর্ব্বনাশ ঘটে! বাঙ্গালীর ঘরে বিবাহ যেন যা তা একটা ছেলে-খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে সমাজের যে কি ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে,—বড় দুঃখের বিষয়, সমাজপতিগণ ভ্রমেও সে চিন্তা করেন না। এইরূপ বিবাহের ফলেই দেশে বালবিধবার সংখ্যা এত অধিক। এই প্রকার বিবাহের ফলেই পতিতা রমণীর সৃষ্টি এবং রাশি রাশি পাপের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এরূপ বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়গণ যদি ছোট ছোট বালিকার পাণিগ্রহণ না করিয়া বিপত্নীক অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যাস করেন, তাহা হইলে অনেক অবলা বালিকা দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু পুরুষ এতটা সংযম, এতটা স্বার্থ-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। পুরুষে অনায়াসে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছামত, তিন-চারি-বার বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু একটী দশ বৎসরের বালিকা যদি বিধবা হয়, তাহারও পুনর্বিবাহ দেওয়া আধুনিক হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে! নিজেরা বিলাস-সাগরে ভাসমান থাকিয়া তাঁহারা সেই কিশোরীর কর্ণে ব্রহ্ম-চর্য্যের মন্ত্র বর্ষিত করিতে থাকেন। সে মন্ত্র যে কতদূর কার্য্যকর হইতেছে, তাহা ত সচরাচর দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। হায়! বঙ্গদেশে রমণীগণ চির-পরাধীন! জানি না, কত মহাপাতক-ফলে বঙ্গদেশে রমণী জন্ম-গ্রহন করিয়া থাকে। যে দেশে সমাজ এত স্বার্থপর, সে দেশের সমাজের উন্নতির আশাও সুদূর-পরাহত।

হরনাথবাবু বঙ্গদেশবাসী; সুতরাং এ প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহারও অনেক পাত্রী জুটিয়াছিল। কিন্তু তিনি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ! কাহারও কথায়, কাহারও অনুরোধে তিনি পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহে সম্মত হইলেন না। যে অধ্যাপক পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিত, তাহাকে বলিতেন, "আমার পুত্র আছে, আমার পুনর্ব্বার বিবাহের প্রয়োজন নাই আমি আর বিবাহ করিব না! আমার সুধীর বড় হইলে সুধীরের বিবাহ দিয়া বধূমাতা গৃহে আনিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 651. November, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৯ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৪। নবেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী।
এ পারে ফুরাল খেলা, আর তবে কেন বেলা?
বেলা হ'লে হবে যে রে তুফান ভারি;
যাবি যদি চলে আয় এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী;
এ পারে কেবলি শোকে পাগল করিবে তোকে;
কেঁদে কেঁদে চোখে আর রবে না বারি;
এই বেলা চলে আয়, কেন রে দেরি!

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী;
আশার কুহকে মাতি ছুটাছুটি দিবারাতি,
তবু আশা পূরিবে না জীবন ধরি।
কাজ নাই, চলে আয় তাহারে ছাড়ি।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী।
মায়ার বাঁধন কাটি তরীতে চলরে ছুটি,
ও-পারে পাবি রে সুখ পরাণ ভরি;—
পারে নিয়ে যাবে বলে এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী।
পাপী তাপী যে যথায় সকলে ছুটিয়া আয়,
এ তরীতে নাহি ভয় তুফানে পড়ি,—
এ যে সেই পরমেশ-চরণ-তরী।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শেঠ।

গানের স্বরলিপি।

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

তুমি এস হে।

মম বিজন চির-গোপন
দুঃখ-বিতান হৃদি-আসনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
জাগে চেতনা শত বেদনা,
মৃত জীবনে তব পরশে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
লভি শকতি, প্রেম-ভকতি,
তব আরতি করি জীবনে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
আমি তৃষিত, আছি ক্ষুধিত,
যাচি অমৃত তব সকাশে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
যত সাধনা, ব্রত-কামনা,
সব সফল তব সাধনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
॥ র্সর্ম র্মা পা। ধা ধা -া। পা ধা পা। পধা পা -া ।
(১) তু • মি এ স • হে • • • • • •

২´ ৩ ০ ১
। ধা পা -া। মা পা -া। রগা মা -া। -া গা রা ।
(২) তু মি • এ স • হে • • • • • •

২´ ৩ ০ ১
। গা রা -া। সা না -া। ধা না সা। -া -া -া ॥
(৩) তু মি • এ স • হে • • • • •

২´ ৩ ০ ১
॥ সা রা -া। সরগা পমগা -া। গমা পা -া। গপা মা পা ।
ম ম • বি • • জ • ন • চি • র • গো • প ন
ভা গে • চে • • ত • না • শ • ত • বে • দ না
ল ডি • শ • • ক • তি • প্রে • ম • ভ • ক তি
আ মি • তু • • মি • ত • আ • ছি • তু • মি ত
য ত • সা ধ • না • • • ব্র • ত • কা • ম না

২´ ৩ ০ ১
। গা মা -া। রগা সা -া। সা -া -া। সা রা -া ।
দুঃ খ • বি • তা • ন • • দু দি •
মৃ ত • জী • ব • নে • • ত ব •
ত ব • আ • র • তি • • ক রি •
যা চি • অ • মৃ • ত • • ত ব •
স ব • স • ফ • ল • • ত ব •

২´ ৩ ০ ১
। সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া ।
আ স • নে • • • • • • • • • • •

২´ ৩ ০ ১
। গা রা -া। সা না -া। সা -া -া। -া -া -া ।
(৪) তু মি • এ স • হে • • • • •

২´ ৩ ০ ১
। সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া ।
প র • শে • • • • • • • • • • •

২´ ৩ ০ ১
। গা রা -া। সা না -া। সা -া -া। -া -া -া ।
(৫) তু মি • এ স • হে • • • • •

২´ ৩ ০ ১
। সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া ।
জী ব • নে • • • • • • • • • • •

২´ ৩ ০ ১
। গা রা -া। সা না -া। সা -া -া। -া -া -া ।
(৬) তু মি • এ স • হে • • • • •

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
স কা ০ শে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা না -া। মা -া -া। -া -া -া I
(৭) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
সা ধ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা না -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৮) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—৪ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়াই ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" যথাক্রমে গেয়। তাহার পর, পরবর্ত্তী কলি গেয়। ঠিক এই নিয়মেই ৫, ৬, ৭ এবং ৮ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিবার পরে পরেই, প্রত্যেক বারে ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়া, তখন অন্যান্য কলি ধরিতে হইবে। এই নিয়মে, গাহিতে পারিলে এই গানটি ভারি শ্রুতিমধুর হইবে।

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

নির্জ্জন কক্ষে 'সোফা'র উপর আড় হইয়া পড়িয়া নমিতা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। যদিও যন্ত্রণাধিক্যে তাহার শরীর-মন অস্বচ্ছন্দতায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বিভিন্ন-ঘটনা-সংঘাতে উত্তেজিত চিন্তাশক্তি, তাহার মনোবৃত্তিগুলাকে ফাঁকে পাইয়া, প্রথমেই তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া ছুটাইল, তাহার সেই প্রত্যহের অভ্যস্ত কর্ম্ম-সংস্কারের দিকে! এই সুন্দর উদ্যম-আনন্দে সচেতন, স্নিগ্ধ-মধুর সন্ধ্যাকাল,—ইহা যে প্রতিদিন রোগি-নিবাসের সেবাব্রতের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, অক্লান্ত উদ্যমে তাহার শ্রম-চর্চ্চা করিবার সময়!—ইহা কি এই সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মাঝে সুকোমল 'সোফা'য় পড়িয়া অলস- ও নিশ্চেষ্ট-ভাবে যাপিত করা সহ্য হয়! এ যে বড় কষ্ট-কর আরাম-উপভোগ!

কিন্তু গত্যন্তর নাই! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া, নিস্পন্দ হইয়া 'সোফা'র উপর পড়িয়া রহিল। মনে সে ভাবিতে লাগিল, হাঁসপাতালের কথা! তাহার অনুপস্থিতির জন্য হাঁসপাতালে, হয়ত, এতক্ষণ গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে! বেচারী চার্ম্মিয়ান্, হয়ত, খুব ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার জন্য পথ চাহিয়া রহিয়াছে!..... আবার আহা, নমিতার কর্ত্তব্যের অংশভার যাহাদের আজ হইতে বহিতে হইবে, তাহারা ঐ অধিকন্তু খাটুনীর জন্য কত কষ্ট পাইবে! হয়ত, কেহ মনে মনে বিরক্ত হইবে, কেহ প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাইবে! আবার কেহ বা কটু-কাটব্য-বর্ষণেও হয়ত বা, ত্রুটি করিবে না।

নমিতার আর শুইয়া থাকা পোষাইল না। সে উঠিয়া সোফার উপর সোজা হইয়া বসিল; একবার মনে করিল ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া হাঁসপাতালে হাজির হয়!.....কি তুচ্ছ এই সামান্য দৈহিক যন্ত্রণা! স্মিথের মাতৃস্নেহ-করুণা-মণ্ডিত নয়নে ইহা যতই কষ্টকর-যন্ত্রণা হউক, কিন্তু নমিতার পক্ষে ইহা এখন সত্যই আর বিশেষ-কষ্টবহ বেদনা নহে! কিন্তু সামান্য এইটুকুর জন্য, সৌখীন-ক্লান্তি-অবলম্বনে সে এখানে অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিল, আর সেখানে যে এই অজুহাতে 'দশ-বিশ-লক্ষ' মন্তব্য সংগঠিত হইবে, তাহার কঠিন গুরুত্ব তাহার বড়ই অসহ্য! ছুরির ফলার তীক্ষ্ণ কঠিনতার মধ্যে একটা মহদ্ গুণ আছে,—সারল্য। কিন্তু, মানুষের শাণিত রসনার শ্লেষ-ব্যঙ্গ,—না না, সে বক্র প্যাঁচের নির্দ্দয় তীক্ষ্ণতার ত্রিসীমানায়, কোন-জাতীয় সমবেদনা তিষ্ঠাইতে পারে না!...তবে? তবে উপায়?...

ব্যগ্র ব্যাকুল মনের উপর বজ্র-চমকে স্মৃতি ঝলসিয়া গেল,—ইহা স্মিথের আদেশ! —নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে নমিতা 'সোফা'র উপর আবার শুইয়া পড়িল। থাক্, স্মিথ্ যখন দয়া করিয়া স্নেহের দাবীতে, স্বেচ্ছায় কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কোনও কথা কহিবার অধিকার নমিতার আর নাই! নিষ্ফল অসন্তোষ দূর হউক্! যা হইবার হইবে। স্মিথ্ বুঝিবেন্! তিনি নমিতাকে নিশ্চিন্ত থাকিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন,—নমিতা দুশ্চিন্তা বিড়ম্বনার বোঝা ঘাড়ে লইয়া এখানে নিরুপায় নিশ্চিন্ততার আরাম ভোগ করুক্। বিপ্লবের ঝড় বাহিরে বহিয়া যাক্!

কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার আরামটুকু তাহার গায়ে যে তীব্র ঘৃণা-অস্বস্তির অঙ্কুশ হানিতেছে! নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকিবার সাধ্য কি? নমিতার মনে হইতে লাগিল, এই যে আরাম-উপভোগ,—ইহা এখন নিতান্তই দস্যুতালব্ধ সম্পত্তির মত অন্যায় অধর্ম্মার্জ্জিত। অন্যের কষ্টভোগ বাড়াইয়া —এই যে নিজের শ্রান্তি-অপনোদন,—ইহা তাহার কাছে বড়ই ঘৃণাকর! কিন্তু স্মিথের স্নেহ-অনুকম্পাটা মাঝখানে জুটিয়া বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছে!

চোখের সম্মুখে মানুষের মুখের ভিড় বেশী জমিলে দৃষ্টিশক্তিটা বাহিরের দিকেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়, ভিতর্ দিকে ফিরিবার অবকাশ তাহার ঘটিয়া উঠা দায় হইয়া থাকে।—তা ছাড়া, বাক্‌শক্তির ঝঙ্কার-সংঘাতে চিন্তাশক্তিটা, অনেক সময়, থতমত খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। এতক্ষণ নমিতার অবস্থাও কতকটা তাহাই হইয়াছিল। এইবার

স্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষের মাঝে কর্ম্মহীন উদাস চিত্তটা আচ্ছন্ন করিয়া খুচ্‌রা দ্বন্দ্বের আলোড়ন চলিতে চলিতে, সহসা মস্তিষ্ক-যন্ত্রটিকে তীব্র উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত-চকিত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে গভীরতর দ্বন্দ্ব-বিপ্লব জাগিয়া উঠিল। নমিতার মনে পড়িয়া গেল, ডাক্তার মিত্রের আজিকার ব্যবহার, এবং নমিতার আত্মকৃত আচরণ!

মাথা ঠিক্ করিয়া খুব ভালরূপে সমস্ত ঘটনাটা তলাইয়া ভাবিয়া যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হইয়া নমিতা বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কোন্‌খানে কাহার কতখানি দোষ আছে, তাহার মাপ জোঁক পরে হইবে, আগে নিজের ব্যবস্থাটা পরীক্ষা করা হউক্!..... নমিতা হাতের উপর মাথা রাখিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।—না, তাহার আজিকার ব্যবহারটা ভাল হয় নাই; মোটেই ভাল হয় নাই! ন্যায় এবং সত্য যত বড়ই ও মহৎ পবিত্র বস্তু হউক্, কিন্তু পঞ্চভূত-গঠিত এই মাথাটার উপর যাঁহারা উর্দ্ধতন হইয়া আছেন, তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে অসন্তোষ বিরক্তি প্রকাশ করা, যেমনি দুঃসাহসিকতা, তেমনি নির্লজ্জ-ধৃষ্টতা!

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড়ই গরম বোধ হইতেছিল। জামাটা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে সে ভাবিল,—না, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; হাঁসপাতালের চাকরী আর নয়। মানুষের নীচতা-সংঘাতে এক ত তাহার মনও অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আর একটা নিদারুণ কষ্ট।—যাঁহারা উর্দ্ধতন সম্মান-পাত্র,—তাঁহাদিগের ব্যবহারকে ঘৃণা করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনায় ক্ষুব্ধ-বিক্ষিপ্ত হইয়া, চিত্তবিক্ষেপ ঘটাইয়া, তাহার বড় লোক্‌সান হইতেছে। সময়ে সাবধান হওয়া ভাল। ডাক্তার মিত্রের সহিত এই যে মনোমালিন্য আরম্ভ হইল, ইহার চরম পরিণতি কোথায় গিয়া সমাপ্ত হইবে, কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ, সে ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষীণশক্তি মানুষ। প্রতিপক্ষ যখন প্রবল, তখন সন্তর্পণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংশ্রব এড়াইয়া চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

জামা খুলিতে খুলিতে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই পত্রখানা নমিতার হাতে ঠেকিল। তাহার মনে পড়িল, তিনি উহা অবসর-সময়ে পাঠ করিতে বলিয়াছেন। এই ত অবসর! নমিতা একবার দ্বারের দিকে চাহিল,—কাহারই আসিবার সম্ভাবনা নাই, বুঝিল। আলো উস্কাইয়া দিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। মুহূর্ত্তে সে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িল। দেখিল, পত্রের সহিত দুইখানি নোট! একখানি পঞ্চাশ টাকার ও অন্যখানি পাঁচ টাকার!

নোট-দুইখানার এ-পিঠ ও-পিঠ একবার উল্টাইয়া দেখিয়া নমিতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্র পড়িতে লাগিল:—

"বিনীত নিবেদন,

পীড়িত পাচকের আশ্রয়দাত্রী করুণাময়ীর সন্ধান পাইয়াছি। দেবর নির্ম্মলবাবু ছাড়া আর কেহ এ সংবাদ জানে না, জানিবেন। যদি ঘৃণা না করেন, তবে অনুতপ্ত-বেদনার অশ্রুজলের সহিত আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। বেশী লিখিতে পারিতেছি না।

"মুখোমুখী এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আমার মাতার দেওয়া তত্ত্ব প্রভৃতির দরুণ প্রাপ্ত টাকা হইতে পঞ্চাশটি টাকা দিলাম। অতঃপর বালকটির চিকিৎসা-খরচে যাহা লাগিবে, তাহা দিয়া, বাকী টাকা তাহার হাতে দিবেন, এবং যাহাতে সে নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্য সুবিধা না থাকায়, আপনাকেই এ-সব দুঃখভোগের দায়ী করিলাম। নিরুপায়জ্ঞানে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

'আর একটি অনুরোধ। ঠাকুরকে এ বাড়ীতে আর আসিতে দিবেন না; এবং তাহাকে বা অপর কাহাকেও আমার নাম-সংক্রান্ত কোনও কথা জানাইয়া, মর্ম্মপীড়া বাড়াইবেন না। আপনার উন্নত-স্নেহ-ক্ষমাশীল হৃদয়ের উপর অকপট বিশ্বাস-নির্ভর স্থাপন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, ভুলিবেন না। ইতি

ক্ষমাপ্রার্থিনী

শ্রীসরমা মিত্র।"

বিশ্বস্ত-সুপ্ত মানুষের 'রগে' অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত বাজিলে, সে যেমন বিকল ও মুহ্যমান হইয়া অর্থশূন্য-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, নমিতাও ঠিক তেমনি ভাবে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।.....মুক্ত স্বাধীনতার হাত ফস্কাইয়া, হঠাৎ তাহার সতেজ ক্রিয়াশীল হৃদ্‌যন্ত্রটা যেন একটা কঠোর পরাধীনতার দৃঢ় নিষ্পীড়নে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইচ্ছাধীনভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণের ক্ষমতাও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গেল। নমিতা পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নিস্পন্দ-নির্জ্জীবভাবে নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মাথার ভিতর একটা জটিল গোলমালের প্রলয়-আলোড়ন চলিতেছিল। ক্ষিপ্ত বিদ্রোহ-সংঘর্ষে হৃদয়াভ্যন্তরে অনুভূতি-প্রবাহে বিরাট বিশৃঙ্খলা বাধিয়া গিয়াছিল; নমিতার মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে সে যেন কি একটা অদ্ভুত কিছু বানিয়া গিয়াছে!

অনেকক্ষণ পরে, অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। স্মিথের টেবিলের উপর হইতে এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিল, "বাড়ীতে একটা জরুরী কাজ ভুল করিয়া আসিয়াছি, শীঘ্র ফিরিতে বাধ্য হইলাম, ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। আমার হাতে এখন কোন যন্ত্রণাই অনুভূত হইতেছে না, নিশ্চিন্ত থাকিবেন। নমিতা।"

ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর পত্রখানা সন্তর্পণে জামার ভিতর লুকাইয়া, ক্রুশ ও সূতার গুলি হাতে লইয়া, নমিতা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। বারেণ্ডায় স্মিথের বেহারার সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, "সুশীলকে সে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। বিমল-বাবু কার্য্যগতিকে ব্যস্ত আছেন, শীঘ্রই এখানে আসিতেছেন।"

নমিতা রুদ্ধস্বরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা! জরুরী কাম্‌কো বাস্তে হাম্ আবি মোকাম্ পর যাতা।—মেম-সাব আনেসে বোলো, টেবিল পর লিখ্‌কে আয়া.....ঔর মেরা হাথ্ আবি আচ্ছা হ্যায়।"

মিস্ স্মিথ্ নমিতাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া ভৃত্যেরা নমিতার সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিত। নমিতা ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা

সাবধানে ডানহাতে ধরিয়া, বারেণ্ডার সিঁড়ি হইতে খুব ধীরে ধীরে নামিতেছে দেখিয়া, বেহারা পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া সসৌজন্যে বলিল, "জী, বড়ি আঁন্ধার হুয়া, একঠো বাতি লেকে, আপ্‌কো সাথ্—।"

পরের কষ্ট-অসুবিধা ঘটাইয়া, নিজের সুবিধা গুছাইয়া লইতে নমিতার দ্বিগুণ অসুবিধা বোধ হয়! ভৃত্যের প্রস্তাবে সে ব্যস্ত হইয়া, বাধা দিয়া বলিল, "কুচ্ কাম নেহি, সাম্‌কো বখৎ বহুৎ আদ্‌মী যাঁতে আঁতে হেঁ।—কেয়া ডর!"

বেহারা মাথা নাড়িয়া সমর্থনসূচক স্বরে বলিল,—"বহুৎ—খুব্—!"

নমিতা রাস্তায় নামিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার হইলেও আকাশে তারা থাকায়, তাহা তেমন গাঢ় হয় নাই। মোড়ের মাথায় 'লাইট-পোষ্টে'র আলোয় পথগুলি আলোকিত। সংখ্যায় অল্প হইলেও পথে লোক-চলাচল হইতেছিল। নমিতা কাহারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বিরাট বিষণ্ণতার ভারে অভিভূতচিত্তে, ক্লান্ত নির্জ্জীবের মত পথাতিবাহন করিয়া চলিল।

দুই তিনটা মোড় ঘুরিয়া, বাড়ীর কাছে শেষ তে-মাথার মোড়ে 'লাইট-পোষ্টে'র নিকট আসিয়া পৌঁছিতেই, সহসা সামনে হইতে একদল সঙ্গীতমত্ত লোক আসিয়া পড়ায়, নমিতার গতিরোধ হইল। লোকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুস্থানী; উৎকট সুরা-দুর্গন্ধের তীব্রঘ্রাণে চমকিত হইয়া নমিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিল।—সর্ব্বনাশ! ইহারা সকলেই যে অপ্রকৃতিস্থ!

অসহায় নমিতার আপাদমস্তকে, ভয়-ব্যাকুলতার তীব্র কম্পনপ্রবাহ বহিয়া গেল! সন্ধ্যারাত্রে প্রকাশ্য রাজপথের উপর কোনও ভয় নাই সত্য; কিন্তু এমন সঙ্গিহীন অবস্থায় হঠাৎ সম্মুখে ভয়ঙ্কর কিছু দেখিলে, তাহার মত ক্ষীণশক্তি মানুষের প্রাণ কোন্ সাহসে স্থির থাকিবে! সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রতম উপলক্ষ্য থাকিলেও কথা ছিল; কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা!

দু-পাশে প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ী, পিছনে অন্ধকার গলি! নড়িবার সরিবার পথ নাই, উপায় নাই, সময় নাই! উহারা আসিয়া পড়িয়াছে! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে শক্তি সংযত করিয়া, আলোকস্তম্ভের গা ঘেঁসিয়া, আহত হাতখানা আড়াল করিয়া, আড় হইয়া দাঁড়াইল! ঘাড় বাঁকাইয়া নতদৃষ্টিতে রুদ্ধশ্বাসে মাতালদের স্খলিত চরণগতি লক্ষ্য করিতে লাগিল! যদি মত্ততার ঝোঁকে কেহ এই দিকে টলিয়া পড়ে,—তবে হে ভগবন্,—আত্মরক্ষার শক্তি দিও!

ভগবান্, বুঝি, তাহা শুনিলেন। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী বলিয়াই হউক্, অথবা যে কারণেই হউক্, এই অপ্রকৃতিস্থ মাতালদের দৃষ্টিতে মানুষের মত শিষ্টপ্রকৃতিস্থতা কিছু ছিল। অগ্রবর্ত্তী দুইজন সামনে নমিতাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত থামাইল এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পিছনের 'চূড় মাতাল' সঙ্গীগুলির উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পাশের লোকটা মাদিরালস নয়নে চলিতে চলিতে খুবই টলিতেছিল। একটা ছোট হোঁচট খাইয়া, নেশার ঝোঁকে অভিভূত